পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 59 Thursday, 29 January, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৫৯ সংখ্যা ✱ ১৫ মাঘ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

এসআইআর শুনানিতে সময় বৃদ্ধি নয় সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারিঃ তথ্য গড়মিলের শুনানির সময় বৃদ্ধির সাড়া দিল না সুপ্রিম কোর্ট। মামলা দায়ের করে প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে সওয়াল কমিশনের আইনজীবীর। সেখানেই বুধবার তামিলনাড়ুর এসআইআর সংক্রান্ত শুনানির সময় পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। তামিলনাড়ুর এসআইআর সংক্রান্ত শুনানির সময় কপিল সিবল বলেন, ''সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুনানি শেষ করতে হলে প্রত্যেক দিন নয় লক্ষ মানুষের শুনানি করতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র এক লক্ষ মানুষের শুনানি হয়েছে। শুনানির সর্বশেষে তারিখ সাত ফেব্রুয়ারি। এই বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই শুনানি প্রক্রিয়া শেষ করতে পারবে না।'' প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যা নিয়ে আলাদা করে ফের একটি মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। নির্বাচন কমিশনের তরফে আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী বলেন, ''এভাবেই একের পর এক মামলা দায়ের করে পুরো প্রক্রিয়া দেরি করানোর চেষ্টা চলছে।'' এরপরই প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, কোনও ভাবেই নির্ধারিত দিনের পরে সময় বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হবে না। এটা করা হলে পুরো প্রক্রিয়াটাই উপহাসে পরিণত হবে। আগামিকাল অথবা সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত এসআইআর মামলার শুনানি করার জন্য আবেদন জানান সিব্বল। প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার অথবা বুধবার শুনানি হবে।

মৃত কর্মীদের পরিবারের পাশে সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকান্ড। আর তা নিয়ে এবার শোক প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলও ফুড ও হসপিটালিটি সংস্থাটি। এই সংস্থা তাদের পোস্টে লিখেছে ২৬ জানুয়ারি রাত ৩টে নাগাদ এই আগুন লাগে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, পাশের একটি গোদামে অননুমোদিত ভাবে রান্নার কাজ চলছিল। আর সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বিখ্যাত এই মোমো সংস্থার গোডাউনে। আর তাতেই সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় একটি গুদাম। ফুড ও হসপিটালিটি সংস্থাটি বলছে, এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণ হারান মোমো সংস্থার দুই কর্মী ও একজন চুক্তিভিত্তিক নিরাপত্তা রক্ষী। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সংস্থা জানিয়েছে, নিহতদের পরিবারের পাশে রয়েছে তারা। তাদের জন্যও প্রার্থনাও করছে তারা। একই সঙ্গে মৃতদের পরিবারের জন্য একাধিক প্যাকেজও ঘোষণা করেছে ফুড ও হসপিটালিটি সংস্থাটি। এর মধ্যে রয়েছে ৩ জন মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ, সেই ব্যক্তিদের উপর যাঁরা নির্ভর করেন তাঁদের আজীবন মাসিক বেতন প্রদান ও মৃত কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্বও নেবে এই সংস্থা।

‘জেলে ভরো, গুলি করো, আই ডোন্ট কেয়ার! মায়েরা জবাব দেবে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিঙ্গুর, ২৮ জানুয়ারিঃ সিঙ্গুর থেকেই শুরু হয়েছিল ৩৪ বছরের বাম শাসনের পতনের পথচলা। সেই সিঙ্গুরের ‘পূণ্য ভূমি’ ছুঁয়েই এবার বাংলার মাটিতে বিজেপিকে রুখে দেওয়ার শপথ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সিঙ্গুরের সভা থেকে জনতার উদ্দেশে স্পষ্ট ঘোষণা, বিজেপিকে বাংলার মাটিতে ঢুকতে দেব না। এদিন সিঙ্গুরের মাটি থেকে ৪১ মিনিটের বক্তব্যের বেশিরভাগ সময়ই মমতার কণ্ঠে ছিল হুঁশিয়ারি-কটাক্ষ, একবার ১০ হাজার টাকা, আর ইলেকশনের পরেই বুলডোজার- এই হচ্ছে ওদের নীতি। একই সঙ্গে এসআইআর ইস্যুতে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে এক বন্ধনীতে রেখে আক্রমণের সুর আরও চড়ান মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ গেলে তিনি যে চুপ করে থাকবেন না, তা স্পষ্ট করে বলেন। নাটকীয় ভঙ্গিতে তাঁর ঘোষণা, ''আমাকে তোমরা ঘেঁচু করবে। জেলে ভরো, গুলি করো- আই ডোন্ট কেয়ার! আমি সব কিছুর জন্য তৈরি। আমি জেলে গেলে মায়েরা জবাব দেবে, বোনেরা জবাব দেবে। ঘরে ঘরে নাড়ু তৈরি হবে।'' এর পর খানিক থেমে জনতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছোড়েন মুখ্যমন্ত্রী, ''নাড়ুর অপোজিট কী, মিলিয়ে বলো? প্রথম অক্ষর বলে দিচ্ছি- ঝ এ-কার!'' সঙ্গে সঙ্গেই মাঠজুড়ে একসঙ্গে গর্জে ওঠে উত্তর, ''ঝাঁটা!'' মমতা জানান, এসআইআর নিয়ে কেন্দ্র-কমিশনের ‘চক্রান্ত’ রুখতেই সিঙ্গুরের মাটি ছুঁয়ে তিনি দিল্লি যাবেন। যদিও বুধবারই তাঁর দিল্লি সফরের কথা ছিল, কিন্তু সকালে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর পেয়ে সফর একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ড নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পর ফের এসআইআর প্রসঙ্গে বিজেপিকে তোপ দেগে বলেন, ''আজ না হলে কাল আমি দিল্লি যাবই। দরকার হলে কোর্টেও যাব। আইনজীবী হয়ে নয়- সাধারণ মানুষ হিসেবে। সব ডকুমেন্ট রেখে দিয়েছি। জ্যান্ত মানুষকে মৃত বানাচ্ছেন!'' বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা না দেওয়ার অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও তীব্র কটাক্ষ করেন মমতা। তাঁর মন্তব্য, ''সব ঝুট হ্যায়। পাঁচ বস্তা বই পাঠিয়েছিলাম দিল্লিতে। বাংলার জন্য রিসার্চ টিম তৈরি করেছিলাম। তবু বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেননি। আপনারা বাংলায় কথা বললে মানুষকে মারেন।'' এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে মানুষকে হয়রানি করা নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''মেয়েরা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি গেলে পদবী বদলায়, এটাই স্বাভাবিক। তা বলে সবাই বাদ? ‘হিন্দু-হিন্দু’ করে হিন্দুদের মারছে।'' প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ‘মহিলা বিরোধী’ বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন, ''প্রধানমন্ত্রীকে জানতে চাই- আপনার স্ত্রীর টাইটেল কী? হোম মিনিস্টারের স্ত্রীর টাইটেল কী?'' একই সঙ্গে এসআইআর ইস্যুতে মানুষকে আতঙ্কিত না

হওয়ার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''চিন্তা করে শরীর খারাপ করবেন না। আত্মহত্যা করবেন না। এটা বাংলা। ডাকছে ডাকুক- যাবেন। এখানে ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না। ওরা অহঙ্কার দেখাচ্ছে। এই অহঙ্কার ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করব।'' আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত ও আহতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা মঙ্গলবারই জানিয়েছিলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বুধবার সিঙ্গুরের সভা থেকে সেই ঘোষণায় আরও একধাপ এগোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ঘোষণা, মৃতদের পরিবারের একজন সদস্যকে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি দেবে রাজ্য সরকার। সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''কাল আমাদের কিছু বন্ধু প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। আমি ববিকে পাঠাই, অরূপকে পাঠাই। ক্ষতিপূরণের অঙ্কও স্পষ্ট করেন তিনি-মৃতদের পরিবার পিছু রাজ্যের তরফে ১০ লক্ষ টাকা।'' পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মোমো কোম্পানি ও ডেকরেটর্স কোম্পানি ৫ লক্ষ টাকা করে দেবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মৃতদের পরিবারের একজনকে সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজে নেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত করতে। এদিন সিঙ্গুর থেকে শিল্পের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রতনপুরের ইন্দ্রখালির মাঠে সরকারি সভা থেকে জানালেন, কৃষিজমি দখল নয়, কৃষির সঙ্গে সহাবস্থান করেই শিল্প, এই নীতিতেই এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সিঙ্গুরে ৮ একর জমির উপর ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে সিঙ্গুর অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। সেখানে ২৮টি প্লটের মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৫টি বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, কৃষিও চলবে, শিল্পও চলবে। কারও জমি কেড়ে নয়।'' এর পাশাপাশি সিঙ্গুরে ৭৭ একর জমিতে একটি প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে তোলার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্ট সেখানে ওয়্যারহাউস তৈরি করছে। মমতা বলেন, ''হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। আমরা মুখে বলি না, কাজে করি।'' প্রসঙ্গত, গত ১৮ জানুয়ারি এই সিঙ্গুরেই সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। বিজেপির অনেকেই আশা করেছিলেন, সিঙ্গুরের মাটি থেকে শিল্প নিয়ে কোনও বার্তা দেবেন মোদি। তবে বাস্তবে সিঙ্গুরের মাটি থেকে শিল্প নিয়ে কোনও কথা শোনা যায়নি মোদির মুখে। পরিবর্তে তৃণমূলের রাজত্বে বাংলায় ‘জঙ্গল-রাজ’ চলছে বলে সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনের সভা থেকে যার জবাবে মমতা নিজের জমি আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ''সিঙ্গুরের জমি ফিরিয়ে না দিলে আমি নিজেকে বাজি রেখেছিলাম। মরার জন্য তৈরি ছিলাম। কথা দিয়েছিলাম, কথা রেখেছি। জমি ফিরিয়ে দিয়েছি। এরপরই মোদিকে নিশানা করে বলেন, ''তোমরা কী করেছো, শুধু মুখে বড় বড় বুলি? তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর লাইন, আমি করে গিয়েছিলাম আর ওরা ফিতে কেটেছে। এর বেশি কিছু নয়। এই বুলি চলবে না বাংলায়।'' প্রসঙ্গত ১৮ তারিখ প্রধানমন্ত্রী এই সিঙ্গুরের সভা থেকেই রেলের ওই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন। মোদিকে নিশানা করে কটাক্ষের সুরে মমতা এও বলেন, ''আমাদের সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছো আর সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে বলছো আমি বাংলার জন্য সব করবো? হিন্দিতে বাংলা লিখে নিয়ে আসেন আর দেখাতে চান কত বড় বাংলা প্রেমী!'' নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''আমি মরে যাব, কিন্তু আমার কথার দাম আছে। কথা দিলে ১০০ শতাংশ রাখি। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মতো জুমলা করি না। আমাদের সরকার মানুষের সরকার।''

স্বরাষ্ট্র সচিব সহ ২৫ অফিসারকে বেনজির নির্দেশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েকমাস আগেই বিশেষ নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মীনাকে ভিনরাজ্যের অবজারভার হিসেবে ট্রেনিং দেওয়ার নির্দেশ দিল কমিশন। শুধু স্বরাষ্ট্রসচিব নন, রাজ্যের মোট ১৫ জন আইএএস ও ১০ জন আইপিএসকে ট্রেনিং নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের কাজে অবজারভার হিসেবে ভিনরাজ্যে পাঠানো হতে পারে তাঁদের। আইএএস বা আইপিএস অফিসারদের ভিনরাজ্যে অবজারভার হিসেবে পাঠানোর বিষয়টি নতুন নয়, তবে কোনও রাজ্যের স্বরাষ্টসচিবকে ভিনরাজ্যে এভাবে দায়িত্ব দেওয়া যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করাচ্ছে কমিশনকে দিয়ে। অন্যদিকে, বিজেপি বলছে, এটাই নিয়ম, এভাবেই অবজারভার নিয়োগ করা হয়। শুধুমাত্র রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নয়, তালিকায় রয়েছে আরও একাধিক সিনিয়র অফিসারের নাম। নাম রয়েছে হাওড়ার সি পি প্রবীন ত্রিপাঠি, উলগানাথান, সঞ্জয়

বানশাল, শুভাঞ্জন দাসের নাম। আগামী ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁদের ট্রেনিং নেওয়ার সময় ধার্য করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, এক রাজ্যের অফিসারদের অন্য রাজ্যে অবজারভার করা হয় ঠিকই, তবে স্বরাষ্ট্রসচিবকে এভাবে ডাকা যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের যুক্তি হল, নিয়ম মেনে অবজারভারের তালিকা চেয়ে রাজ্য সরকারকে পাঁচ বার রিমাইন্ডার দিয়েছিল কমিশন। তারপরও কোনও তালিকা দেয়নি রাজ্য। তারপরই স্বরাষ্ট্রসচিব ও সিপিকে অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করার কথা জানানো হয়েছে। তবে ট্রেনিং নিলেই যে তাঁদের অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করা হবে, তেমনটা নয়। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ''এটা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ। বিজেপি পিছন থেকে করাচ্ছে। ভারতের ৫ রাজ্যে নির্বাচন হবে। যে সব রাজ্যে নির্বাচন নেই, সে সব জায়গা থেকে অবজারভার নিয়েই কাজ চালানো যায়। বিজেপি মরিয়া হয়ে এই সব গেম প্ল্যান তৈরি করছে।'' এদিকে, বিজেপির দাবি, এটাই নিয়ম। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, সেই ১৯৫২ সাল থেকে ব্যাচ ধরে তালিকা তৈরি করে কমিশন।

বিমান দুর্ঘটনায় প্রয়াত মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার-সহ ৫

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৮ জানুয়ারিঃ মুম্বই থেকে বারামতি যাচ্ছিলেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। বিমান অবতরণের সময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পাইলটের সঙ্গে এটিসির। তারপরই এই দুর্ঘটনা। মহারাষ্ট্র পুলিশ প্রশাসনের তরফে প্রাথমিকভাবে এই তথ্যই জানানো হয়। বারামতিতে ব্যক্তিগত এবং প্রশাসনিক কাজ ছিল অজিত পাওয়ারের। ছিল সভা। বারামতিতেই ৪টি জনসভা করার কথা ছিল তাঁর। এদিন বিকেলেই ফের ফিরতেন মুম্বই। খবর তাঁর দলের সূত্রে। জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রচারের জন্যই বারামতিতে যাচ্ছিলেন তিনি। শুরুতে খবর মিলছিল গুরুতর জখম হয়েছেন তিনি। পরে সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, মৃত্যু হয়েছে তাঁর। অজিত ছাড়াও দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ক্যাপ্টেন সুমিত কাপুর, ফার্স্ট অফিসার শাম্ভবী পাঠক, কেবিন ক্রু পিঙ্কি মালি এবং নিরাপত্তা রক্ষী বিদীপ যাদবের। কিছু

সময়ের মধ্যে ডিজিসিএ-র তরফ থেকে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস বলেন, ''এই ধরনের জননেতাকে হারানো, আমাদের সকলের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। ব্যক্তিগতভাবে উনি আমার কাছে একজন দক্ষ নেতা ও বন্ধুও। আমরা দুজনে একসঙ্গে খারাপ পরিস্থিতিতেও কাজ করেছি।'' চাটার্ড বিমানে জনসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। সকাল ৮ টা ৪৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিমানটি। সূত্রের খবর, দৃশ্যমানতা খুবই কম ছিল। তার জেরেই এ ঘটনা কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কিনা, সমস্ত প্রোটোকল মানা হয়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিমান অবতরণের সঙ্গে পাইলটের সঙ্গে এটিসি-র যোগাযোগও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর ঠিক তখনই বারামতির মাঠে বিকট শব্দ করে ভেঙে পড়ে বিমানটি। ভেঙে পড়ার সময় জ্বালানি ট্যাঙ্কেও বিস্ফোরণ হয়। অন্যদিকে এই দুর্ঘটনার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ঘটনার গুরুত্ব ও প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্ত হওয়া উচিত। তবে এই বক্তব্যের ঠিক উল্টো সুর শোনা গেছে এনসিপি নেতা তথা অজিত পাওয়ারের কাকা শরদ পাওয়ারের মুখে। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই ঘটনায় কোনও ষড়যন্ত্র নেই - এটি নিছক দুর্ঘটনাই।

লালা লাজপত রায়ের জন্মবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ লালা লাজপত রায়ের জন্মবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়েছে। এই উপলক্ষে বুধবার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল 'এক্স'-এ এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেনঃ'পাঞ্জাব কেশরী' লালা লাজপত রায়ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মম লাঠিচার্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কিন্তু অন্যায়ের কাছে কখনও মাথা নত করেননি। উল্লেখ্য, ১৮৬৫ সালের ২৮ জানুয়ারি এই দিনটিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত এই স্বাধীনতা সংগ্রামী 'পাঞ্জাব কেশরী' নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং লক্ষ্মী বীমা কোম্পানি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি রাধাকৃষ্ণণ আজাদ। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি হরিয়ানার রোহতক এবং হিসার শহরে ওকালতি করেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসেবে বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গে তাঁর ত্রয়ী জুটি 'লাল-বাল-পাল' নামে ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

শ্মশান নির্মাণে কোনও বাধা নেই, হাইকোর্টে স্বস্তি ইশা ফাউন্ডেশনের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারিঃ আদালতে স্বস্তি ইশা ফাউন্ডেশনের। অর্গানাইজেশনের তরফে 'কালভৈরভার ধাগানা মণ্ডপম' তৈরির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়েছিল। সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে মাদ্রাজ হাইকোর্ট। বুধবার মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মনীন্দ্র মোহন শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি জি আরুল মুরুগানের বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে, পানীয় জলের উৎস থেকে ৯০ মিটারের মধ্যে শ্মশান তৈরির ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই তামিলনাড়ু ভিলেজ পঞ্চায়েত আইনে। আইন অনুযায়ী, পঞ্চায়েতের তরফ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে শুধুমাত্র। তাহলেই শ্মশান তৈরিতে কোনও বাধা থাকবে না। ডিভিশন বেঞ্চ আরও বলেছে যে, এই শ্মশান তৈরি করা হচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বার্থেই। এতে মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে, তা বলা যায় না। আদালত স্পষ্ট বলেছে, 'আরও একটি শ্মশান তৈরি হলে, বিশেষত গ্যাসিফায়ার শ্মশান তৈরি হলে, তাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।' ইশা ফাউন্ডেশনের শ্মশান তৈরির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মোট ৩টি রিট পিটিশন দায়ের হয়েছিল। বুধবার মাদ্রাজ হাইকোর্টে ছিল তারই শুনানি। শ্মশান নির্মাণে অনুমোদন দিয়েছিল ইক্কারাই বলুভামপাত্তি ভিলেজ পঞ্চায়েত, অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর অব পঞ্চায়েত (রুরাল) ও ডিস্ট্রিক্ট এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার কোয়েম্বাটোর সাউথ। অভিযোগ ছিল, আইন ভেঙে পানীয় জলের উৎসের ৯০ মিটারের মধ্যে শ্মশান নির্মাণ করা হচ্ছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, শ্মশানের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে আরকোনও বাধা থাকছে না।

হীরক জয়ন্তী বর্ষের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কৌশিক সাহা,জয়নগর (দঃ২৪ পরগনা), ২৮ জানুয়ারি ঃদক্ষিণ ২৪পরগনার জেলার জয়নগর থানার অধীন দঃ বারাশত শিবদাস আচার্য উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী বর্ষের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বুধবার ও বৃহস্পতিবার দুইদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান চলবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক দেবদীপ ভট্টাযার্য , সহকারী প্রধান শিক্ষক অরূপ রায়, ডাক্তার ভবেন মিস্ত্রী ,লক্ষণ চন্দ্র সাহা, পীযুষ ধর, রণজিৎ মন্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত ও ইইউ-র একত্রিত হওয়া বিশ্বব্যাপী কল্যাণের জন্য একটি অংশীদারিত্ব ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৮ জানুয়ারি ঃ ভারত ও ইইউ-র একত্রিত হওয়া বিশ্বব্যাপী কল্যাণের জন্য একটি অংশীদারিত্ব। এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমরা আগামী ৫ বছরের জন্য একটি উচ্চাভিলাষী এবং সামগ্রিক কৌশলগত এজেন্ডা চালু করছি। এই জটিল বৈশ্বিক পরিবেশে, এই এজেন্ডা স্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করবে, আমাদের ভাগ করা সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করবে, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার করবে এবং জনগণের সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। ভারত এবং ইইউ-র একত্রিত হওয়া বিশ্বব্যাপী কল্যাণের জন্য একটি অংশীদারিত্ব। আমরা ইন্দো-প্যাসিফিক থেকে ক্যারিবিয়া পর্যন্ত ত্রিপক্ষীয় প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। একসঙ্গে, আমরা আইএমইসি করিডোরকে বিশ্ব বাণিজ্য এবং সুস্থায়ীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করব। বিশ্ব ব্যবস্থায় অস্থিরতা রয়েছে আমরা ইউক্রেন সহ অনেক বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। এই মুহূর্তটি যখন আমরা আমাদের সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করছি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ফন ডের লেইন এবং ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতি আন্তোনিও লুইস সান্তোস দা কোস্টার সঙ্গে প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনা করেন। পরে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গতকাল ছিল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত যখন ইউরোপীয় ইউনিযনের নেতারা প্রথমবারের মতো ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনে অংশ নিয়েছিলেন। আজ আরেকটি এমন মুহূর্ত, যখন দু'টি প্রধান গণতান্ত্রিক শক্তি তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নির্ণাযক অধ্যায় যোগ করছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত নিজস্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে। ২৭ জানুয়ারি ভারত ২৭টি ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এটি বিনিয়ো বৃদ্ধি করবে, নতুন উদ্ভাবনী অংশীদারিত্ব তৈরি করবে এবং বিশ্ব পর্যায়ে সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করবে। এটি কেবল একটি বাণিজ্য চুক্তি নয়, এটি ভাগ করা সমৃদ্ধির একটি নীলনকশা।

দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, বাজেট নিয়ে পরামর্শ রঘুরাম রাজনের

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি ঃ বিশ্বের অর্থনীতি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাই আসন্ন বাজেটকে দীর্ঘমেয়াদী করে তুলতে হবে, যাতে বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি ভারতীয় অর্থনীতিকে আরও স্বনির্ভর করে তোলা যায়। বুধবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন এই পরামর্শ দেন। আরও বলেন, দীর্ঘমেযাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, কী ভাবে একটি অর্থনীতি হিসেবে আমরা আরও স্বনির্ভর হতে পারি এবং একই সঙ্গে দ্রুত বৃদ্ধি অর্জন করতে পারি, যাতে অন্য সব দেশ ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। এর জন্য বেশ কয়েকটি কাজ করার প্রয়োজন আছে। আমি আশাবাদী যে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের আসন্ন বাজেট আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন।

গুরুগ্রামের চারটি স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

গুরুগ্রাম, ২৮ জানুয়ারি ঃ বুধবার সকালে হরিয়ানার গুরুগ্রামের চারটি নামী স্কুলে বোমা হামলার হুমকি ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। স্কুলগুলির ই-মেল আইডিতে একযোগে এই হুমকির বার্তা পৌঁছানোর পরই পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে।খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুগ্রাম পুলিশ, বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং জরুরি পরিষেবার একাধিক দল স্কুলগুলিতে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। স্কুল চত্বর ঘিরে ফেলা হয়, নিরাপত্তা জোরদার করা হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়।যে চারটি স্কুলে হুমকি এসেছে, সেগুলি হল ডিএলএফ ফেজ ১, ল্যান্সার্স স্কুল, সেক্টর ৫৩, হেরিটেজ এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং স্কুল, সেক্টর ৬৪ এবং বাদশাহপুরের পাথওয়েজ ওয়ার্ল্ড স্কুল।একই সঙ্গে ঘটনার উৎস খুঁজতে মাঠে নামে গুরুগ্রাম পুলিশের সাইবার ইউনিট। ই-মেলটির উৎস, আইপি অ্যাড্রেস এবং সম্ভাব্য উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি, তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সমস্ত স্কুলেই পূর্ণাঙ্গ তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় থাকবে।

সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি ঃ বুধবার সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এ দিন তিনি সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, সরকার দেশে সামাজিক ন্যাযবিচার সুনিশ্চিত করতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর পরিধি ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। তিনি বলেন, আজ দেশের প্রায় ৯৫ কোটি নাগরিক বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ও সুবিধা পাচ্ছেন, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নযনের দিকে একটি বড় অর্জন। সংসদে পৌঁছানোর পর রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়।রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণ এর শুরুতে বলেন, সংসদের এই অধিবেশনে ভাষণ দিতে পেরে তিনি আনন্দিত। তিনি এও বলেন, বিগত বছর ভারতের দ্রুত অগ্রগতি এবং ঐতিহ্যের উদযাপন হিসেবে স্মরণীয় ছিল। সমগ্র দেশ 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করছে এবং এই মহান অনুপ্রেরণার জন্য নাগরিকরা বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। সংসদে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি সাংসদদের অভিনন্দন জানান। দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, দেশ শ্রদ্ধার সাথে শ্রী গুরু তেগ বাহাদুর জির ৩৫০তম শহীদ দিবস উদযাপন করেছে। বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র দেশ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর অবদানকে স্মরণ করছে। তিনি বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীর সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মসূচিগুলি এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এর চেতনাকে আরও শক্তিশালী করেছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতরত্ন ভূপেন হাজারিকার জন্মবার্ষিকী উদযাপন দেশকে সঙ্গীত এবং ঐক্যের চেতনায় একত্রিত করেছে। যখন দেশ তার মহাপুরুষ এবং পূর্বপুরুষদের অবদানকে স্মরণ করে, তখন নতুন প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হয় এবং বিকশিত ভারতের দিকে যাত্রা গতি পায়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, ২০২৬ সালে ভারত এই শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এই শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছর সাফল্য, গর্ব এবং অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। গত ১০-১১ বছরে দেশ প্রতিটি ক্ষেত্রে তার ভিত মজবুত করেছে এবং এই সময়কাল বিকশিত ভারতের লক্ষ্যের দিকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

জয়নগর -১ বিডিও অফিস বহড়ুতে উপস্থিত ছিলেন শুনানিতে শ্রম দপ্তরের আধিকারিক ও এ.ই.আর.ও জলদ মন্ডল সহ আরো অনেকে।চিত্র- স্নিগ্ধা সাহা

শিক্ষা ব্যবস্থার নীরব শত্রুঃতাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত হচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন,২৮জানুয়ারিঃ পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন শুধু প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ পাল্টাচ্ছে না, বরং নীরবে, গভীরভাবে প্রভাব ফেলছে আমাদের সমাজের ভিতরেও। এর সরাসরি শিকার হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের প্রজন্ম-স্কুল পড়ুয়া শিশুরা। বিশেষত তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভ এখন এক এমন চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে, যা শিশুদের শেখার পরিবেশ, মানসিক স্থিতি এবং স্বাস্থ্য-তিনটিকেই অস্থির করে তুলছে। অথচ এই বাস্তবতাকে আমরা এখনও প্রশাসনিক পরিকল্পনা বা নীতির কেন্দ্রে আনতে পারিনি।তাপপ্রবাহ মূলত একধরনের চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে অসহনীয় তাপমাত্রা বিরাজ করে। বিগত কয়েক বছর ধরেই দক্ষিণ এশিয়ার মতো ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এ ধরনের পরিস্থিতি বেড়েই চলেছে। একদিকে গ্রীষ্মের তীব্রতা বেড়েছে, অন্যদিকে বর্ষার আগমন হয়েছে অনিয়মিত, যার ফলে মে-জুন মাস জুড়ে বিপজ্জনক গরমে হাঁসফাঁস করছে স্কুলপড়ুযা শিশুরা। খোলা ক্লাসরুম, বিদ্যুৎবিহীন ঘর, পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব কিংবা হিউমিডিটির অত্যাচারে স্কুলজীবন হয়ে উঠেছে একপ্রকার দুঃস্বপ্ন। শিশুদের দেহতন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই সংবেদনশীল। তারা দ্রুত পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়, অতিরিক্ত ঘামে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনোযোগে ঘাটতি ঘটে। তাপপ্রবাহের দিনে দেখা যায় অনেক শিশু স্কুলে গেলেও ক্লাসে মন বসাতে পারছে না, ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এমনকি মাথা ঘোরা, বমি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অহরহ ঘটে চলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে, ফলে একদিকে যেমন শিক্ষাগত ফলাফল কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে স্কুলছুটের প্রবণতা।আরও দুঃখজনক বিষয় হলো, এই সমস্যার অভিঘাত সমাজের প্রতিটি স্তরে সমানভাবে পড়ে না। শহরের কিছু বেসরকারি স্কুলে হয়তো এয়ার কন্ডিশনড ক্লাসরুম, ঠান্ডা পানি বা বিশ্রামের সুব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ বা নিম্নআয়ের সরকারি বিদ্যালয় গুলিতে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানকার শিক্ষার্থীরা খোলা টিনের চালের নিচে বসে, গায়ে রোদের তাপ সহ্য করে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক সময় শিক্ষকরা তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ক্লাস নিতে অস্বীকার করেন, বা পড়ুযারা নিজেরাই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বার্তায় বারবার উঠে এসেছে, চরম আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা শিশুদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম। ফলে স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত না করতে পারা, মানসিক চাপ এবং ক্লান্তির কারণে তারা শুধু শিক্ষা থেকেই পিছিয়ে পড়ছে না, বরং ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের ' সংকট'-যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব জাতির মানবসম্পদ গঠনে পড়বে। যে দেশ শিক্ষা ও দক্ষতা নির্ভর উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে, তার পক্ষে এই সংকট নিছক অবহেলার বিষয় নয়।তাপপ্রবাহের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে তৈরি হওয়া এই সংকট রোধে নীতিগত হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, স্কুল পরিকাঠামোকে জলবায়ু-সহনশীল করে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। ছায়াযুক্ত ভবন, ভাল বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং হালকা পোষাকের অনুমতি দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নিতে হবে অবিলম্বে। দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মের ছুটির সময়সূচি অঞ্চলভেদে পুনর্বিবেচনা করা জরুরি-যেখানে তাপপ্রবাহ প্রবণতা বেশি, সেখানে মে-জুন মাসের পরিবর্তে ছুটির তারিখ বদলানো যেতে পারে।তৃতীয়ত, স্কুলপড়ুয়া শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহায়তায় জল খাওয়ার গুরুত্ব, সূর্যের আলো থেকে বাঁচার কৌশল এবং হিটস্ট্রোকের লক্ষণ চেনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকেও প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে সতর্কতা জারি করতে হবে-যাতে স্কুলে সময়সীমা পরিবর্তন, সকালবেলায় ক্লাস নেওয়া, কিংবা প্রয়োজনে ক্লাস স্থগিত করার মতো নমনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।বড় শহরগুলোতে, বিশেষত যেখানে ঘনবসতি ও কংক্রিটের জঙ্গল বেশি, সেখানে 'হিট আইল্যান্ড' প্রভাব আরও জটিল সমস্যা তৈরি করছে। স্কুল যদি এমন এলাকায় অবস্থিত হয়, তাহলে এই সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই নগরপরিকল্পনার মধ্যেই শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্কুলের আশেপাশে গাছপালা, খেলার মাঠ বা ছায়াযুক্ত জায়গা রাখা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তাপপ্রবাহ শুধু একটি আবহাওয়া-সংক্রান্ত ইস্যু নয়-এটি এখন একটি সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং ভবিষ্য জীবনে। এটি জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে এক নীরব সঙ্কেত।শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, আর এই শিক্ষার ভিত যদি ক্লান্ত, রোগাক্রান্ত ও অনুসাহী শিশুদের কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সেই মেরুদণ্ড দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আমাদের এখনই এই সংকটকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। তাপপ্রবাহের হাত থেকে পড়ুয়াদের সুরক্ষিত রাখা শুধু এক প্রকার প্রশাসনিক কর্তব্য নয়, এটি এক প্রকার নৈতিক দাযিত্বও-যা আমাদের মানবিকতাকে আজ এবং আগামীতে পরীক্ষার মুখে দাঁড় করাবে।এই তাপপ্রবাহে পুড়ে পুড়ে বড় হওয়া প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আমরা কি কেবলমাত্র তাপমাত্রার পরিসংখ্যান জোগাড় করব? না কি তারা যেন নিজেদের শ্রেণিকক্ষে নিরাপদে ও শান্তভাবে শিখতে পারে, সেই ব্যবস্থাও এখন থেকেই শুরু করব?তবে দেরি করলে তার মাশুল দিতে হবে ভবিষ্যৎকে। আর ভবিষ্য মানে-এই ছোট্ট, ঘেমে ওঠা, ক্লান্ত কিন্তু জানার আগ্রহে ভরপুর মুখগুলো। যারা আজ স্কুলে বসে তপ্ত বাতাসে পড়ছে ' সোনার বাংলা', তাদের সুরক্ষাই আমাদের জাতীয় অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি।

৫ দিনের পাখি উৎসব হয়ে গেল সুন্দরবনে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন ,২৮জানুয়ারিঃসুন্দরবনে হয়ে গেল চতুর্থ পাখি উৎসব।২৩ শে জানুয়ারি এই পাখি উৎসব শুরু হয়ে ২৭শে জানুয়ারি শেষ হয়। প্রতি বারের মতো এবার ও ছ'টি দলে ২৪ জন পাখি প্রেমী যোগ দেন এই উৎসবে। এবারে দুই বিদেশি পাখি প্রেমীও ছিলেন। প্রতিটি দলে ছিলেন চার জন করে পাখি প্রেমী, এক জন পাখি বিশেষজ্ঞ ও এক জন বন কর্মী।প্রথম পাখি উৎসবে দেখা মিলে ছিল ১৪৫টি প্রজাতির পাখি। পাঁচ হাজারের বেশি পাখি সেই বার দেখে ছিলেন পাখিপ্রেমীরা।তার পর থেকে প্রতি বারই পাখির সংখ্যা বেড়েছে। ২০২৫ সালে তৃতীয় পাখি উৎসবে ১৫৪ টি প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছিল সুন্দরবনে। এর মধ্যে ৫১টি পরিযায়ী প্রজাতি ছিল। সে বার ৩১ হাজারের বেশি পাখির দেখা মিলেছিল। তৃতীয় পাখি উসবে ১২টি বিপন্ন প্রজাতির পাখির দেখাও মিলেছিল বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা আছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের। যার মধ্যে ইউরেশিয়ান কার্লিউ এবং ব্রাউন-উইংড কিংফিশার ছিল উল্লেখ যোগ্য।এ বার ১৬৮ টি প্রজাতির ৩০,৯৮৬ টি পাখির দেখা মিলেছে বলে জানা গেল।৬ টি নতুন প্রজাতির পাখির সন্ধান পাওয়া গেছে।পাঁচ দিনের এই উৎসবে পাখিপ্রেমীরা সুন্দরবনের এক একটি রেঞ্জ এলাকায় ঘুরে বেড়ান। নির্জনে সেই এলাকায় জলযানে ঘুরে ঘুরে পাখিদের ছবি তোলেন, পাখিদের প্রজাতি ও ঘনত্ব, সেখানকার আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিমাপ সংগ্রহ করেন বিশেষজ্ঞেরা। পরে সে সব বিশ্লেষণ করে পাখির সংখ্যা,প্রজাতি-সহ পাখিদের পছন্দের স্থান নির্ধারণ করা হয়।সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, পাখি উৎসবে ব্যাপক সাফল্য মিলেছে। আগের তুলনায় সুন্দরবন এখন পাখিদের জন্য অনেক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। সে কারণে প্রতি বছর পাখিদের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে পরিযায়ীর সংখ্যাও।চতুর্থ পাখি উৎসবে পাখিদের সংখ্যা বাড়লো।ফিল্ডডিরেক্টর রাজেন্দ্র ঝাখর বলেন,এ বার দু'জন ইউরোপীয় পাখিপ্রেমী উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। সুন্দরবন পাখি উৎসব এখন বিদেশিদের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।আগামী বছর পাখির সংখ্যা আরও বাড়ার প্রবণতা রয়েছে।

দুর্গাপুরে ভিরিঙ্গি কালী মন্দিরে পুজো দিলেন নিতিন নবীন

দুর্গাপুর, ২৮ জানুয়ারি ঃ বঙ্গ সফরে এসে বুধবার পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে ভিরিঙ্গি কালী মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। মঙ্গলবার বিকেলেই তিনি এই জেলায় পদার্পণ করেন। বুধবার সকালে মন্দির দর্শনের মধ্য দিয়ে তাঁর দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এদিন সকালে ভিরিঙ্গি কালী মন্দিরে পৌঁছে মা কালীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। সেখানে তিনি কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করেন এবং দেশের ও দশের মঙ্গল কামনায় বিশেষ প্রার্থনা ও আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। মন্দিরে তাঁর এই ঝটিকা সফরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ও উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, ভিরিঙ্গি কালী মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক গণেশ চক্রবর্তী এদিন স্বাগত জানান বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতিকে।

তুষারাবৃত কেদারনাথে কড়া নজরদারি নিরাপত্তা বাহিনীর

দেহরাদূন, ২৮ জানুয়ারি ঃ কেদারনাথ ধামের চূড়া বরফে প্রায় সাদা হয়ে উঠেছে। তিন থেকে চার ফুট তুষার জমে পাহাড়ি পথগুলো আরও দুর্গম হয়ে উঠেছে। মাইনাস ১৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায় বিপজ্জনক ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে জীবনযাপনই কঠিন। সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও ভারত-তিব্বত সীমা পুলিশ (আইটিবিপি) এবং রুদ্রপ্রয়াগ পুলিশ কর্তব্যে অটল। মন্দির ও সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে এই অবস্থাতেও।২৬ জানুয়ারির প্রজাতন্ত্র দিবসে বরফের মাঝে তাঁরা তেরঙা পতাকা উন্মোচন করে প্রমাণ করেছিলেন দেশের প্রতি কর্তব্য অতিক্রম করতে পারে কঠিন পরিস্থিতিকেও। এখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকলেও, নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি অব্যাহত। সরকারি অবকাঠামো, আশেপাশের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সবই তাঁদের নজরদারিতে রয়েছে।বুধবার স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, বিপজ্জনক ভৌগোলিক পরিস্থিতি ও কঠোর আবহাওয়ার মধ্যেও ধামের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র।

অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদসংস্থা), ২৮ জানুয়ারি ঃবুধবার সকালে বারামতীতে বিমান ভেঙে মৃত্যু হয়েছে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের। এর পরেই দলমত নির্বিশেষে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা। কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার জানান, আমি মর্মাহত ও গভীর ভাবে শোকাহত। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু জনজীবন এবং মহারাষ্ট্রের রাজনীতির জন্য এক বিরাট ক্ষতি। শোকপ্রকাশ করেছেন, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। তিনি বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমাদের পক্ষ থেকে পুরো পাওয়ার পরিবার এবং তাঁদের সকল সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাই। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীও। কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি বলেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি প্রধান অজিত পাওয়ার বুধবার সকালে বারামতী বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণের চেষ্টার সময় বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। এই খবরের জেরে রীতিমতো দেশজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাস্থলের ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, বিমানটি দাউদাউ করে জ্বলছে এবং দমকলের কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, অজিত ছাড়াও মৃতদের তালিকায় রয়েছেন এনসিপি নেতার দুই নিরাপত্তাকর্মী, দু'জন বিমানকর্মী (এক জন পাইলট, অপর জন ফার্স্ট অফিসার)। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ মহারাষ্ট্রের বারামতী বিমানবন্দরে অবতরণ করার সময় বিমানটি ভেঙে পড়ে। ওই বিমানেই ছিলেন শরদ পাওয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্র তথা এনসিপি প্রধান অজিত পাওয়ার।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জীবনে নতুন শক্তির সঞ্চার হতে পারে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী হবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

বৃষঃ আঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্হ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবাহের যোগ হবে।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত ইতিবাচক দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার শক্তি এবং উৎসাহ দিয়ে যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।

কর্কট রাশি ঃশারীরিক অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ রয়েছে। বাজি বা জুয়া খেলায় যারা তাদের অর্থ ব্যয় করেছিল তারা আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। অতএব, আপনাকে বাজি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিন আপনি শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বোধ করবেন। আপনার আকর্ষণের জাদু চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবেন। সংসারে শান্তি হবে।

কন্যা ঃ আজ আপনার জন্য খুব একটা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন দিন নয় এবং আপনি ছোট ছোট বিষয়েই বিরক্ত হয়ে উঠবেন। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আপনার মামা বা মাতামহের পক্ষে আপনাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা সম্ভব।

তুলাঃ জাতক জাতিকারা জন্য এটি একটি ইতিবাচক দিন হবে, আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপন করতে পারবেন। আপনার সহজাত আকর্ষণে মানুষ

বৃশ্চিকঃ আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। যারা অদ্যাবধি অযথা অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা বুঝবেন যে আর্থিক অভাবের মধ্যে হঠা প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, অর্থ উপার্জন এবং সঞ্চয় করা কতটা কঠিন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন ।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি ইতিবাচকতা এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ দিন হবে। আপনি আপনার ভেতরের শক্তিকে চিনতে এবং সেটিকে সঠিক পথে চালিত করার একটি সুবর্ণ সুযোগ পাবেন।

মকরঃআপনার আবেগগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন, বিশেষ করে রাগ। যদিও আজ আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকবে তবে আপনাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় না করার বিষয়টি মনে রাখতে হবে।।

কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি শুভ দিন। আপনি নতুন শক্তি এবং উদ্দীপনা অনুভব করবেন। নতুন ধারণা বাস্তবায়ন এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের জন্য এটিই সঠিক সময়। আপনি আপনার বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভাল মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। শুভদিন

মীনঃ সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী আর তাতে শরীরের অসীম ক্ষতি হয়। সন্তান হতে পারে আজকে। শুভ রং লাল

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আরও কমে গেল শীতের আমেজ। বুধবার সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রভাব উধাও হয়ে যায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী সাত দিনে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও তাপমাত্রায় বড়সড় হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে কিছু কিছু জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনা থাকবে।মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি বেশি। আগামী কয়েকদিন কুয়াশা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার দাপট চলবে আগামী চার দিন। উত্তরের সব জেলাতেই কম-বেশি কুয়াশা থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত রাতে ও ভোরেই মৃদু ঠান্ডা অনুভূত হবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৩৯ শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫২মিনিট এবং ১১রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫০মনিট এবং রাত ০১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২১মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

বিকশিত কৃষি আত্মনির্ভর ভারত বিষয়কে সামনে রেখে তিন দিনের বার্ষিক উৎসব

কৃষি প্রদর্শনী ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালন করা হলো নিমপীঠে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২৮ জানুয়ারিঃ বিকশিত কৃষি আত্মনির্ভর ভারত এই বিষয়কে সামনে রেখে জয়নগর বিধানসভার নিমপীঠে তিনদিনের কৃষি মেলা হয়ে গেল। সু ঃদরবন তথা সারা রাজ্যের মধ্যে কৃষি কাজে কৃষকদের পাশে থেকে সবরকমের সাহায্য করে আসছে নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম। তাদের কৃষি বিজ্ঞান কেঃদ্র থেকে কৃষি বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়ে আজ সু ঃদরবন তথা বিভিন্ন রাজ্যের বহু কৃষক প্রতিষ্ঠিত।গ্রাম বাংলার কৃষকদের উপাদিত কৃষিজ পণ্যকে সকলের সামনে তুলে আনতে এবং পরম্পরা ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের ভাবনাকে সামনে রেখে নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত ৬৬ তম বার্ষিক উৎসব,কৃষি প্রদর্শনী ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালন করা হলো নিমপীঠ বিবেকানন্দ মযদানে।২৬ শে জানুয়ারি এই মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,আই সি এ আর আটারীর কলকাতার অধিকর্তা ডঃ প্রদীপ দে,কলকাতার কলা, সংগীত, গাহর্স্থ্য বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যক্ষ প্রফেসর নন্দিনী চ্যাটার্জী, ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রালয়ের পিপিভি ও এফআর এর উপ নিবন্ধক ডঃ হরিশ চন্দ্র সিং,বরিষ্ঠ ভূমি অধিকার উপদেষ্টা এশিয়া রিজিয়নের পিনাকী হালদার, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল।২য় দিনে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডঃ মনিময় চট্টোপাধ্যায়,অল ইন্ডিয়া রেডিওর অতিরিক্ত অধিকর্তা তনয়া বিশ্বাস,হর্ষ পান্ডে,দঃ২৪ পরগনা প্রানী সম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক ডঃ মিলন কুমার দাস। তৃতীয় তথা শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন দঃ২৪ পরগনা জেলা প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের সহ অধিকর্তা ডঃ নিশীথ কুমার পান্ডা,বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারন শিক্ষা অধিকার বিভাগের সহ অধিকর্তা ডঃ অমিতাভ ব্যানার্জী,এস বি আই এর জে এম সুব্রত মুখার্জি সহ আরো অনেকে।২৮ শে জানুয়ারী এই মেলা শেষ হয়।এই মেলা উপলক্ষে তিনদিনই গান,নাটক, যাত্রা সহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় মঞ্চে।এই মেলা দেখতে বহু দূর দূরান্তের মানুষ আসেন তিন দিন এই নিমপীঠে। প্রতিদিন ৬-৭ হাজার মানুষের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল এখানে।এই মেলায় প্রায় আ।াই হাজার কৃষক তাদের উপাদিত ফসল নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশ নেন,যার মধ্যে দে।শো জনকে শেষদিনে পুরস্কৃত করা হয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে। এই মেলার প্রধান গুরুত্ব ছিল সু ন্দরবন তথা বিভিন্ন জেলা কৃষকদের বিকশিত কৃষি ও আত্মনির্ভর ভারতের উপর আলোকপাত করা।

নৃশংস বগটুই হত্যাকাণ্ডের মামলার শুনানি স্থানান্তরিত, তদন্ত অব্যাহত থাকবে সিবিআইর তত্ত্বাবধানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ বীরভূমের বগটুই কাণ্ডের মামলা এবার থেকে পূর্ব বর্ধমান আদালতে শুনানি হবে। বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাই কোর্ট। মামলার তদন্তে অসুবিধার কথা জানিয়ে সিবিআই আদালতের দ্বারস্থ হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতে আদালত মামলা অন্য জেলায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বুধবার শুনানিতে বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, মামলার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য স্থানান্তর অপরিহার্য। রাজ্যে এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কামদুনি মামলা অন্য আদালতে স্থানান্তর করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২১ মার্চ রামপুরহাট শহরের কাছে বগটুই মোড়ে তৃণমূল নেতা ভাদু শেখকে হত্যা করা হয়। ওই হত্যার প্রতিশোধে এক শিশুকন্যাসহ ১০ জনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে ভাদুর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। মূল অভিযুক্ত লালন শেখকে ঘটনার ৯ মাস পর গ্রেপ্তার করে সিবিআই। ১২ ডিসেম্বর দুপুরে সিবিআই হেফাজতে লালনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। ঘটনার পর ফের উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। রাতারাতি সিবিআই রামপুরহাটের অস্থায়ী অফিস গুটিয়ে চলে যায়। কিন্তু সিবিআই অগ্নিকান্ডের ঘটনা নিয়ে তদন্ত থামায়নি। নিজেদের গতিতে তদন্ত চালাতে শুরু করে। প্রসঙ্গত, নৃশংস হত্যার পর রাজ্য সরকার একটি সিট গঠন করে তদন্ত শুরু করে। পরে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে তদন্তভার সিট থেকে সিবিআইর হাতে চলে আসে। সিটের পক্ষ থেকে ৩৩ জনের নামে গণহত্যার অভিযোগ দায়ের হয় এবং পরে আরও তিনজনকে যুক্ত করা হয। তদন্তে কিছু অসুবিধা দেখা দেওয়ায় আদালত মামলাটি পূর্ব বর্ধমান আদালতে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেয়।

বিরিয়ানির দোকানের মধ্যে সামান্য বচসা রণক্ষেত্র আকার নিল হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ বিরিয়ানির দোকানের মধ্যে সামান্য বচসা রণক্ষেত্র আকার নিল হাও।ার টিকিয়াপাড়ায়, ব্যাপক বোমাবর্ষণ ও ইটবৃষ্টির অভিযোগ। গ্রেফতার ২। হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় রবিবার রাতের ওই ঘটনায় ব্যাপক বোমাবর্ষণ ও মুহুর্মুহু ইটবৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে নড়ে। ঘটনায় পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, এলাকার একটি বিরিয়ানির দোকান থেকে ঘটনার সূত্রপাত। সেখানে রবিবার রাতে দু'জন যুবক সেখানে বিরিয়ানি কিনতে আসেন। অভিযোগ, এরা 'মদ্যপ' অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের দোকান থেকে তা।তা।ি চলে যেতে বলে কয়েকজন। তা থেকেই দু'পক্ষের বচসা শুরু হয়। এরপর তা বড় আকার নেয়। অভিযোগ, একটি বহুতলের উপর থেকে বোমাবাজি ও ইটবৃষ্টি শুরু হয়। ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি জখম হন। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হাওড়া থানার পুলিশ। সোমবার সকাল থেকে চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। হাওড়া

বিজেপি সাংসদের স্ত্রী অরুণা মার্ডি তৃণমূলে, আদিবাসী মহিলাদের উন্নয়নে কাজের প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ সামনেই আসছে বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন, সেই প্রেক্ষাপটে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন ঘটনার আলোড়ন। বুধবার কলকাতার তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে যোগ দিলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর প্রথম স্ত্রী অরুণা মার্ডি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদার। দলে যোগ দেওয়ার সময় তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন অরুণা। দলে যোগ দিয়ে অরুণা জানান, দিদির কাজ ভালো লাগে। সেজন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাঁদের কাজের জন্য আমি তৃণমূলে যোগ দিয়েছি। আমি এতদিন সিপিএমের হয়ে কাজ করেছি। যদিও কোনও ফ্রঃট বা দায়িত্বে ছিলাম না। মহিলা সমিতির হয়ে কাজ করেছি। আবার বিজেপির হয়েও কাজ করেছি। আমি কোনও জায়গা পাইনি। তিনি আরও বলেন, এসসি, এসটি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মহিলারা যারা অবহেলিত, সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য আমি কাজ করতে চাই। সেজন্য আমি এই দলে যোগ দিলাম। খগেন মুর্মুর নাম না নিয়েই একই পরিবারের মধ্যে আলাদা রাজনৈতিক পথে থাকার প্রসঙ্গেও অরুণা মন্তব্য করেন, সবারই একটা আলাদা আলাদা মত থাকে। উনি হয়তো বিজেপি গিয়েছেন, ঠিক আছে। উনি তো সিপিএম থেকেই গিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ আমার ভালো লাগে। আমিও আমার মনের ইচ্ছামতো কাজ করব। একই পরিবারে দু'জন আলাদা আদালা দলের হয়ে কাজ করে। সেটা হতেই পারে। আমার সঙ্গে রাজনৈতিক মতের অমিল থাকতেই পারে। তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনে খগেনও ভবিষ্যতে দলবদল করতে পারেন।

দুর্ঘটনার সময় আনন্দপুরে অনুপস্থিত শুভেন্দু, জানালেন কারণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ আনন্দপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, আর থানাতেও মিসিং ডায়েরির তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। তবে এলাকার পরিস্থিতি পরিদর্শনে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর গেলেও, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেঃদু অধিকারী এখনও এলাকায় যাননি। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শুভেঃদু সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন এবং বিচার বিভাগীয় .তদন্তের দাবি তোলেন। সরকারের তীব্র সমালোচনা করে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শুভেঃদু বলেন, আমরা মনে করি ওই এলাকায় এই দুর্ঘটনার পিছনে দুর্নীতি আছে, স্থানীয় বিধায়ক, থানা, পৌরসভা এবং অবৈধ কারখানার মালিকের যোগসাজসে জলাজমি ভরিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনি পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। একাধিক দুর্ঘটনা গত কয়েক বছরে ঘটার পরেও এই সরকার, অগ্নিনির্বাপণ দফতর কোনও শিক্ষা নেয়নি। এরপরই সরাসরি সুজিত বসুর পদত্যাগ দাবি করে শুভেঃদু বলেন, আমরা দমকল মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি। এই সম্পূর্ণ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত। এতে কর্পোরেশন, নরে ঃদ্রপুর থানা, স্থানীয় কাউন্সিলর, স্থানীয় তৃণমূলের বিধায়ক, শাসক ঘনিষ্ঠরা যুক্ত বলে আমরা মনে করি। এদিনের বৈঠক থেকেই বৃহস্পতিবারের কর্মসূচির ঘোষণা করে শুভেঃদু জানান, আগামীকাল বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে ২০ সদস্য দল ওই এলাকায় যাবে। আমরা দু'দিন পর যাচ্ছি কারণ, যাঁরা দগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন তাঁদের যথাযথ দেহ উদ্ধারের কাজ হোক। ফায়ার ব্রিগেড, ফরেন্সিক, পুলিশ, উদ্ধারকারীদের কাজে যেন কোনও বাধা না আসে তাই আমরা বড় দল নিয়ে যাইনি। কেবল মাত্র অশোক দি ঃদা সহ এই এলাকায় আমাদের দলের নেতৃত্বরা সহযোগিতার কাজ করেছেন। আগামীকালই পরিদর্শনের পরে আমরা একটা প্রতিবাদ মিছিল করব। নরে ঃ দ্রপুর থানার উদ্দেশ্যে যাব। তারপরেও ওরা ব্যবস্থা না নিলে নিখোঁজ পরিবারের লোকজনকে নিয়ে বিরোধী দলনেতা যেখানে যাওয়া দরকার, দরকার হলে সচিবালয়ের সামনে গিয়ে হলেও বৃহত্তর ধরনা অবস্থা করতে হলে বিজেপি সেটা করবে।

নরেন্দ্রপুরের পর এবার সোনারপুরে ভয়াবহ আগুন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সোনারপুর, ২৮ জানুয়ারিঃ আগুন যেন পিছু ছাঁড়ছে না। আনন্দপুরের রেশ কাটার মধ্যেই নরেন্দ্রপুর ও সোনারপুরে আগুন। ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায. চাঞ্চল্য ছড়ালো সোনারপুরের মিশনপল্লী এলাকায়।সোমবার গভীর রাতে প্রায় ১টা নাগাদ একটি দোকানে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন ছড়িয়ে.পড়ে আশপাশের একাধিক দোকানে। ঘটনার খবর পেয়ে.দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল। দমকলের দু'টি ইঞ্জিন প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্ধারণ করা যায়নি।কী কারণে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল ও পুলিশ। গভীর রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গোটা এলাকায় চরম আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়ায়। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান,আমরা অগ্নিকাণ্ডের খবর পাই এরপর তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুননেভানোর কাজ শুরু করে দিই এবং সঙ্গে সঙ্গে দমকলকে খবর দেওয়া হয়।খবর পেয়েই ছুটে আসে দমকলের আধিকারিক।''তবে দমকল স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কীভাবে আগুন লাগলো সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও পুলিশ আধিকারিকরা।এই ঘটনায় কতটা ক্ষতি হযেছে তা এখনও স্পষ্ট করে জানা যায়নি। তবে শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে বলেই প্রাথমিক তদন্তে অনুমান প্রশাসনের। আগুনের তীব্রতা এত ছিল যে মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন ছড়িযে.পড়ে।তবে আগুন পুরোটাই নিযন্ত্রণে।হতাহতের কোনো খবর নেই।

সদ্যোজাতের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে জগবল্লভপুরে চাঞ্চল্য

সুমন আদক, হাওড়া, ২৮ জানুয়ারিঃ হাওড়ার জগবল্লভপুর থানার পাতিহাল মন্ডলা এলাকায় সদ্যোজাত এক শিশুপুত্রের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। এলাকার বাসিন্দারা এদিন রাস্তার ধারে ড়ে থাকা কিছুকে ঘিরে কুকুরের অস্বাভাবিক আনাগোনা ও টানাটানি লক্ষ্য করেন। সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা কাছে গিয়ে দেখেন সেখানে একটি সদ্যোজাত শিশুর নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। জনবহুল এলাকার কে বা কারা এই শিশুকে ফেলে গেল তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হয়েছে। পুলিশ আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনার বিষয়ে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা মানিক ঘরামি বলেন, 'আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন দেখলাম লোকজনের ভীড়। সদ্যোজাত একটি শিশুপুত্রের দেহ রাস্তার উপরে পড়ে রয়েছে। রাস্তার কতকগুলো কুকুর তার দেহ টানাহেঁচড়া করছে। এরপর আমরা কুকুরগুলোকে সরিয়ে থানায় খবর দিই। পুলিশ আসে। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এখানে কিভাবে শিশুর দেহ এলো তা বলতে পারব না।'

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে অভিযুক্তের ৮ দিনের পুলিশ হেফাজত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ২৮ জানুয়ারি ঃ নরেন্দ্রপুর থানার আনন্দপুরের নাজিরাবাদে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া গোডাউন মালিক গঙ্গাধর দাসকে ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিল বারুইপুর মহকুমা আদালত বুধবার।আর এই ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় এলাকা জুড়ে শোক ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।দমকল ও উদ্ধারকারী দল সূত্রে জানা গেল, সর্বশেষ তল্লাশিতে ঘটনাস্থল থেকে আরও চারজনের দেহাংশ উদ্ধার হয়েছে। এখনো পর্যন্ত মোট ১৭ জনের দেহাংশ উদ্ধার করা হয়েছে।উদ্ধার হওয়া দেহাংশগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে কলকাতার কাঁটাপুকুর মর্গে। দেহগুলির অবস্থা এতটাই পুড়ে গিয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রেই শনাক্তকরণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।মঙ্গলবার গভীর রাতে এই অগ্নিকাণ্ড মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় ৭২ বছর বয়সি ডেকরেটার্স ব্যবসায়ী গঙ্গাধর দাসকে। তাঁর বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি থানার পূর্বচড়া গ্রামে। দীর্ঘ প্রায় চার দশক ধরে ডেকরেটার্স ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। প্রায় ১৩ বছর আগে পূর্ব মেদিনীপুরের পাশাপাশি খেয়াদহ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাজিরাবাদ এলাকায় কারখানা ও প্যান্ডেল সামগ্রীর গোডাউন চালু করেন। সেই গোডাউনেই রবিবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় বলে অভিযোগ অগ্নিকাণ্ডের খবর সামনে আসার পর থেকেই গঙ্গাধর দাস গা-ঢাকা দেন। তাঁর মোবাইল ফোনও দীর্ঘক্ষণ বন্ধ ছিল। এরপর পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। মঙ্গলবার নরেন্দ্রপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআই আর দায়ের হয়। অবশেষে গড়িয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার শুভেন্দ্র কুমার। তিনি জানান, পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চলছে।রবিবার রাতের এই অগ্নিকাণ্ড এতটাই ভয়াবহ ছিল যে পুরো এলাকা ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। দমকলের ১২টি ইঞ্জিন টানা প্রায় ৭২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ৮ জনের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করা হয়েছে, যদিও উদ্ধার হওয়া দেহাংশের সংখ্যা আরও বেশি হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর এই ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

এসআইআর প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে হাই কোর্টে হস্তক্ষেপের আবেদন, আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি শুনানি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ বাংলায় চলা এসআইআর প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলাকালীনই কলকাতা হাই কোর্টে নতুন মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা এবং রিভিশনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কারণ প্রদর্শিত হয়নি। মঙ্গলবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের নজরে এই আবেদন তুলে ধরেন আবেদনকারী আইনজীবী। মামলার শুনানি আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি হওয়ার কথা। মামলাকারীর দাবি, কেন স্পেশাল রিভিশন করা হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট নথি বা তথ্য প্রকাশিত হয়নি। তিনি জানিয়েছেন, এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের নির্দেশ পেয়েও প্রয়োজনীয় নথি প্রদান করা হয়নি। এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের হয়রানি থামছে না। অভিযোগ, ছোটখাটো বিষয়েও মানুষকে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস বিষয়টি নিয়ে বহুবার সরব হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে একাধিক চিঠি পাঠিয়ে প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে কমিশনকে 'ডিসক্রিপান্সি'র তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং আরও একাধিক নির্দেশ দেয় আদালত। হাই কোর্টে নতুন মামলায় আবেদনকারী হস্তক্ষেপ চেয়েছেন যাতে রিভিশনের যৌক্তিকতা এবং নথি প্রকাশের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। আদালতের অনুমতি মেলার পরই মামলাটি দায়ের করা হয়। এখন নজর একটাই, মামলার গতিপ্রকৃতি কোন দিকে মোড় নেয়।

ফের পিছিয়ে যাচ্ছে সপ্তদশ বিধানসভায় শেষ বাজেট অধিবেশন, প্রশাসনিক মহলে ার চর্চা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের সপ্তদশ বিধানসভায় তৃতীয়বারের মতো তৃণমূল সরকারের শেষ বাজেট পেশের দিন এখনও অনিশ্চিত। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযাযী, ২ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ হওয়ার কথা ছিল এবং ৫ ফেব্রুয়ারি অধিবেশন শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন সেই দিনসূচি পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক মহলে চলতি চর্চা অনুযায়ী, সম্ভাব্য নতুন পেশের দিন হতে পারে ৫ ফেব্রুয়ারি এবং বাজেট অধিবেশন শেষ হতে পারে ৯ ফেব্রুয়ারি। বাজেট অনিশ্চয়তার পেছনে দু'টি কারণ বিশেষভাবে আলোচ্য। প্রথমত, ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যের শাসকদলের একাধিক বড় কর্মসূচি রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেটের শেষ মুহূর্তে কিছু পরিবর্তন আনা হতে পারে। এছাড়াও, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি সফরের সম্ভাব্য তারিখও এখনও চূড়ান্ত নয়। এই সব কারণ মিলিয়ে বাজেট পেশের দিন পিছিয়ে যেতে পারে। এই বাজেট হবে পূর্ণাঙ্গ নয় ভোট অন অ্যাকাউন্ট হিসেবে তা পেশ করা হবে। নির্বাচনের পর নতুন সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রণয়ন করবেন। ৩১ জানুয়ারি বাজেট অধিবেশনের সম্ভাব্য সূচনা এবং ২ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশের প্রাথমিক পরিকল্পনা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না। বিধানসভা সূত্রের খবর, চূড়ান্ত দিনক্ষণ এখনও স্থির হয়নি। রাজ্যের অর্থনীতির পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতির দিক থেকে বাজেট পিছিয়ে যাওয়ার বিষয় বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট হলেও, এটি শাসকদলের শেষ বাজেট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর প্রভাব ফেলবে।

পঞ্চায়েত এলাকায় বেআইনি নির্মাণ রুখতে নতুন বিল্ডিং রুলস চালু করার পথে রাজ্য সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বেআইনি নির্মাণ রুখতে নবান্ন নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। পঞ্চায়েত এলাকায় পৃথক এবং স্পষ্ট বিল্ডিং রুলস প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে পঞ্চায়েত দফতরের তত্ত্বাবধানে এই নীতির খসড়া তৈরি হয়েছে এবং অর্থ দফতর তার আর্থিক মূল্যাযন প্রায .শেষের পর্যায়ে. পৌঁছেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে শীঘ্রই নতুন বিল্ডিং রুলস চূড়ান্ত আকার পাবে। রাজ্য প্রশাসনের মতে, পুরসভা ও পুরনিগম এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট বিল্ডিং রুলস থাকলেও পঞ্চায়েত এলাকায়. কোনও একক, সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। নিয়মের ফাঁককে কাজে লাগিয়ে গ্রামের বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে গগনচুম্বী বহুতল নির্মাণ করা হচ্ছে অনুমোদন ছাড়াই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পঞ্চায়েত দফতর নতুন নীতি প্রণয়ন করছে। শহরের মতোই গ্রামাঞ্চলেও সূর্যাস্তের পরে নির্মাণকাজ করতে হলে বিশেষ অনুমোদন লাগবে। অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিধি মানা বাধ্যতামূলক হবে। প্রশাসন আশা করছে, নতুন রুলস কার্যকর হলে রাতের অন্ধকারে বেআইনি নির্মাণ ঠেকানো সম্ভব হবে এবং শব্দ ও পরিবেশ দূষণ কমানো যাবে। পাশাপাশি, অনুমোদন ছাড়া বহুতল নির্মাণ বন্ধ থাকায় আইনি জটিলতা ও প্রশাসনিক জটিলতা কমবে। নবান্নের এই উদ্যোগকে গ্রামীণ এলাকায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে মনে করছে সংশ্লিষ্টমহল।

সিঙ্গুর সফর উপলক্ষে দলনেত্রী ও অভিষেকের ছবি দেওয়া ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ সিঙ্গুর সফর উপলক্ষে দলনেত্রী ও অভিষেকের ছবি দেওয়া ব্যানার ছেঁ।ার অভিযোগ। বিক্ষোভ হাও।ায়, তৃণমূল ও বিজেপি দু'পক্ষের রাজনৈতিক 'চাপান-উতোর' তুঙ্গে। মমতার সিঙ্গুর সফরের আগে হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়ের খেজুরতলায় রাস্তার ধারে লাগানো দলনেত্রী ও অভিষেকের ছবি দেওয়া ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার রাতে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। এই ঘটনায় বিজেপির দিকে অভিযোগ তোলে শাসক দল তৃণমূল। যদিও বিজেপির পাল্টা অভিযোগ, এই ঘটনা তৃণমূলের 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে'র জেরেই ঘটেছে। ঘটনায় প্রকাশ, স।কপথে যে রাস্তা দিয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুরে যাবেন সেই রাস্তায় আগাম ওইসব ব্যানার লাগানো হয়েছিল। ব্যানারগুলো কে বা কারা ছিঁড়ে দেয় বলে অভিযোগ। হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়ের সাঁতরাগাছি, খেজুরতলার কাছে রাস্তার ধারে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক ব্যানার পোস্টার রাতের অন্ধকারে কে বা কারা ছিঁড়ে দেয়. তা জানাজানি হতেই উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে ঘটনার প্রতিবাদে তৃণমূল কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, 'যারা এই কাজ করেছে সেটা নিন্দনীয়। ডোমজুড়ের বুকে এরকম ঘটনা আগে দেখিনি। ডোমজুড়ে আমাদের দলের যে শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে তাকে দুর্বল করার জন্য বিরোধীদের এটা চক্রান্ত হতে পারে। আমরা এর ধিক্কার জানাই। বিরোধীরা যতই অপপ্রচার করুক ডোমজুড়ে তৃণমূলের কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এতো ভালো সংগঠন কোথাও নেই। এতো ভালো কাজ কোথাও হযনা। কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে গড়পা থেকে শুরু করে মাইতিপাড়া পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের ঘটনা আগেও বহুবার ঘটেছে।

ভিদূলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L24239WB1980PLCO32554

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৭ই নীলাম্বর বিল্ডিং, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি,

কলকাতা-৭০০০১৭ ফোন ০৩৩-২২৮৭ ৫০৭৩ ২২৪০ ৩৩০৬

Website: www.vcmil.com E-mail: companysecretarygroupmanjushree.com

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একটি নির্যাস।

বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৫	পূর্ববর্তী তিন মাস শেষ হয়েছে ৩০.০৯.২০২৫	পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ তিন মাস, যা তারিখে শেষ হয়েছে ৩১.১২.২০২৪	সমাপ্ত বর্তমান সময়ের জন্য বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত পরিসংখ্যান ৩১.১২.২০২৫	পূর্ববর্তী বছরের সমাপ্ত সংশ্লিষ্ট নয় মাস ৩১.১২.২০২৪	পূর্ববর্তী সময়ের জন্য বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত পরিসংখ্যান, যা শেষ হয়েছে ৩১.০৩.২০২৫
	(নিরীক্ষিত নয়)	(নিরীক্ষিত নয়)	(নিরীক্ষিত নয়)	(নিরীক্ষিত নয়)	(নিরীক্ষিত নয়)	(নিরীক্ষিত)
পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয়	০.০০	০.০০	৬.৬২	১.৬১	২৮.৩৪	৩৩.৪১
নির্দিষ্ট সময়ের নিট মুনাফা (কর এবং অসাধারণ ব্যয় বাদ দিয়ে)	(৩.৪৮)	২২৮.০৭	০.৪২	২২১.৭৩	২৩.৭১	১৩.১১
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট মুনাফা (কর এবং অসাধারণ ব্যয় সমন্বয়ের পর)	(৩.৭২)	২১৪.১০	০.৪২	২০৭.৫১	২৩.৭১	৯.৮১
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (যার মধ্যে উক্ত সময়ের মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় অন্তর্ভুক্ত)।						
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০
সঞ্চিতি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত)				১১৩.৭০	(৯৩.৮১)	(৯৩.৮১)
প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের) (বার্ষিকীকৃত নয়) (ক) মৌলিক (খ) মিশ্রিত	(০.৮৩)	৪৭.৫৮	০.০৯	৪৬.১১	৫.২৭	২.১৮
	(০.৮৩)	৪৭.৫৮	০.০৯	৪৬.১১	৫.২৭	২.১৮

দ্রষ্টব্যঃ

ক) উপরের অংশটি ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস, যা সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.vcmil.com-এ উপলব্ধ রয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের পক্ষ থেকে
ভিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বাক্ষর-
কেশব ছেত্রী
পরিচালক
DIN: 02177646

স্থানঃকলকাতা
তারিখঃ ২৮.০১.২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৫৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ মাঘ, ১৪৩২

বাঙালির শশীর চর্চা

বাংলার ব্যায়ামচর্চার পথিকৃৎ কমল ভাণ্ডারী মিষ্টার ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় মনোহর আইচ, মনোতোষ রায়ের সঙ্গে তাঁর নামও উল্লেখ্য। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ কালচারে যোগ প্রশিক্ষক হিসাবে তিনি যোগ দিয়ে ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কমল ভাণ্ডারী বাঙালির যোগ ঘরানার ঐতিহ্য রক্ষা করেছিলেন। ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত যে কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিশেষত দুর্গা ও কালীপুজোর জলসায় তাঁর যোগ প্রদর্শন ছিল অপরিহার্য। জনগণ মুগ্ধ হয়ে দেখতে কমল ভাণ্ডারীর অবিশ্বাস্য শারীরিক কলাকৌশল। কমল ভাণ্ডারী ছিলেন বাংলার ব্যায়ামচর্চার পথিকৃৎ বিষ্ণুচরণ ওরফে বিষ্টু ঘোষের সুযোগ্য শিষ্য। ২০১৫ সালে ৮৪ বছর বয়সে কমল ভাণ্ডারী চিরবিদায় নেন পৃথিবী থেকে। কিন্তু আজও কোথাও কমল ভাণ্ডারী নামটি নিয়ে চর্চা হয় না সেভাবে। একাধারে ৫ বারের ভারতশ্রী এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের সমঝদার আবার অন্যদিকে কলকাতা পুলিশে বিধানচন্দ্র রায়ের পাইলট ছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের গোল্ড মেডেলিস্ট তিনি। এককথায় বলা যায় শরীরচর্চা, জ্ঞানচর্চা, শিল্পচর্চার আশ্চর্য সমন্বয়ে গড়া একজন মানুষ। নিজে প্রচার বিমুখ ছিলেন অত্যন্ত, যে জন্য এখনো সে ভাবে তার জীবনী বা চর্চা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। নিজে চাইতেনও না। ১৯৩০ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাজপুরে জন্ম হয় শ্রী কমল ভাণ্ডারীর। তাঁর বাবা শ্রী হরিদাস ভাণ্ডারী, মা শ্রীমতী বসন্তকুমারী ভাণ্ডারী। হরিদাস ভাণ্ডারী পোর্ট ট্রাস্টে চাকরী করতেন। পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করতেন। ছেলে কমলের শৈশবকাল থেকেই পড়াশোনার সাথে খেলাধুলা, গাছে ওঠা, নানা দৌরাত্ম্য চলতই। নানারকম খেলাধুলায় তাঁর ঝোঁক ছিল। রাজপুরের একটি ব্যায়ামাগারে শৈশবে কমল, বিষ্ণুচরণ ঘোষ -এর কাছে লাঠি, বর্শা ইত্যাদি শিখতেন। সে সময়ই প্রবাদপ্রতিম ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ ঘোষ ছাত্র মনোতোষ রায়কে নিয়ে আসেন ব্যায়ামের শো করতে হিন্দু মিলন মন্দির ক্লাবে। সেখানে কমল একটু আধটু ব্যায়াম করতেন। তাঁকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পারেন তিনি। প্রতিভা চিনে নেওয়ার বিরল ক্ষমতা বিষ্ণুচরণ ঘোষের ছিল। সাথে সাথে প্রস্তাব দিলেন, তাঁকে সাথে নিয়ে বডি বিল্ডারের ট্রেনিং দেবেন। বিষ্ণুচরণ ঘোষ কমলের বাবাকে কথা দিলেন ৬ মাসের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন বানাবেন। হলও তাই। ১৯৪৭ সাল। ভারত তখন সবে স্বাধীন হয়েছে। কমল বাড়ি থেকে দু' মাইল পথ হেঁটে সোনারপুর স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলেন। শিয়ালদহে নেমে গড়পারে এসে উপস্থিত হন বিষ্টু ঘোষের আখড়ায়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। কলেজ শেষে প্রতিদিন ৪ ঘন্টা করে ব্যায়াম চলল। ১৯৪৯ সালে বিষ্টু ঘোষের কলেজে যোগ দেওয়ার ছ'মাস পরেই কম্পিটিশনে প্রথম হয়েছিলেন। শুধু শরীরচর্চা নয়, গানবাজনাতেও ছিল কমলের খুব ঝোঁক। দেবব্রত বিশ্বাস ও প্রফুল্ল দাস ছিলেন তাঁর গানের গুরু। আমির খান সাহেবের কাছে গান শিখেছিলেন। স্কুলের পোগ্রামে তাঁর গানের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন সলিল চৌধুরী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাথে সখ্যতা ছিল খুবই। ওঁরা শেখাতেন গান, কমলবাবু তাঁদের শেখাতেন ব্যায়াম, শরীরচর্চা। কমল ভাণ্ডারী ১৯৪৯ সালে ব্যায়ামে প্রথম হওয়ার পর ১৯৫০ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আবারো প্রথম স্থানাধিকারী হন। ১৯৫১ সালে বঙ্গশ্রী। ১৯৫২ সালে কলকাতাশ্রী। ১৯৫৩ সালে আবার বঙ্গশ্রী, বিষ্ণুশ্রী ও ভারতশ্রী। বাঙালির এক সময়ে শরীর চর্চা করতো। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে মনে প্রাণ গ্রহণ করে নিয়ে রীতিমতো শরীর চর্চায় মগ্ন থাকতো। বাঙালির শরীর চর্চায় আর মন নেই। সং চর্চার প্রতি আগ্রহ ক্রমশ কমছে।

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন

কিংবদন্তী গীতিকার, কবি, চিত্রনাট্যকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। শচীন কর্তা তাকে বলতেন, 'কলকাতার মজরুহ সুলতানপুরী'। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলা ছায়াছবি ও আধুনিক গানের জগতকে যাঁরা উচ্চতায় পৌছে দিয়েছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তাঁদের একজন। গান রচনায় তার বৈশিষ্ট্য শব্দচয়নে অনন্যসাধারণ। মান্না দের গাওয়া তার লেখা 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' ২০০৪ সালে বিবিসির জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০টি বাংলা গানে ঠাঁই পেয়েছিল। তাকে বলা যেতে পারে বাংলা সঙ্গীত ইতিহাসের 'আনসাং হিরো'। আহা, কত কত কালজয়ী গান তার কলমের কালিতে লেখা হয়েছে, অথচ তিনি রয়ে গেছেন একদম অন্তরালে বা নেপথ্যে। বাংলা সঙ্গীত জগতের আধুনিক ও সিনেমার গানের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯২৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলার গোপালনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাচ্চু' ছিল তার ডাক নাম। তার বাবা গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ছিলেন বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বড় কবি হওয়ার মনন নিয়েই জন্মেছিলেন। সেটা এতটাই যে, শিক্ষাজীবনেই কালিদাসের 'মেঘদূতম' ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেলেছিলেন তিনি! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ও বাংলা উভয় সাহিত্যে স্নাতকোত্তর যার, তার কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল এভাবেই। কিন্তু, কবি। বড় কবি, যিনি জীবনের মোড় বদলে হয়ে উঠেছিলেন একজন বড় মাপের গীতিকার। ফলে, তাঁর কীর্তি ও কৃতিত্ব ওই গীতিকার হিসেবেই আমাদের মেপে নিতে হয় বারংবার। তবে, আশা করা যায়, একদিন হয়তো তার কাব্যপ্রতিভা বিষয়ে সাহিত্য বিভাগগুলোতে গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হবে। যদিও আমাদের সাহিত্য বিভাগগুলোতে শিল্প হিসেবে সঙ্গীতধারাটি খুবই ব্রাত্য, তবুও কোথাও কোথাও লালন-হাসন যখন একবার ঢুকতে পেরেছেন, তখন তাদের উত্তরসাধকরাও পারবেন। ২০ অগাস্ট ১৯৮৬ এ বাংলা আধুনিক ও চলচ্চিত্র সংগীতের বিশিষ্ট গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার দীর্ঘ ১০ বছর ক্যান্সারে ভুগে মারা যান।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

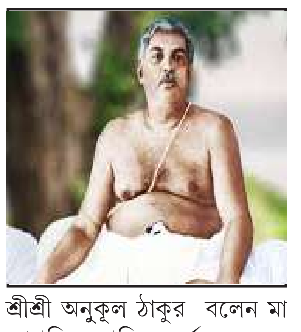

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। ধর্ম গ্রন্থ সব কিছুই ভরসা মায়ের শক্তির।

রামকৃষ্ণ দর্শন

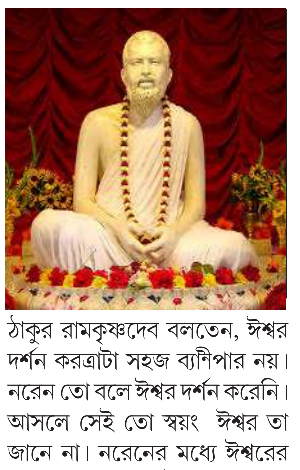

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ঈশ্বর দর্শন করত্রাটা সহজ ব্যাণিপার নয়। নরেন তো বলে ঈশ্বর দর্শন করেনি। আসলে সেই তো স্বয়ং ঈশ্বর তা জানে না। নরেনের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে। সেই কারণে নরেন এত শক্তি ধরে। ও একদিন সাবা বিশ্বকে মাৎ করে দেবে. সবাই তখন নরেনের জয়গান করতে থাকবে। যা কেউ করতে পারেনি নরেন তা করে দেখাবে। ভারতের সম্মানকে সবার সমানে তুলে ধরবে। প্রেম ভালো বাসার মধ্যে দিয়ে জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করতে হবে। জীবনকে সত্যের পরিণত করতে গেলে প্রয়োজন হবে শক্তির। সেই শক্তি অর্জন করতে হবে। যিনি শক্তি অর্জন করবেন তিনি ঈশ্বর দর্শন করতে পারবেন। পুজোর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর দর্শন হয় না। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। শক্তির সাধনা করতে হবে এবং শক্তিকে সৎ কাজে ব্যবহার করতে হবে। নাহলে বিপদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সৎ পথ ধরে চলতে হবে। তবেই ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব। সবাই তহলে ঈশ্বর দর্শন করতে পারেন। তবেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন। মা তাঁর পানে চেয়ে রয়েছেন। তিনি শক্তি দান করেন।

মোবাইল আসক্তি থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করতে বইয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির দরকার

রবীন্দ্রকুমার শীল

বই পাঠক তৈরি করে। যেভাবে বই পড়ার আগ্রহ ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে চিন্তিত পণ্ডিত সমাজ থেকে বিশেষজ্ঞরা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে গবেষণা করার প্রতি আগ্রহ ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। কিন্তু একটি সময়ে দেখা গিয়েছে খুব ছোটবেলা থেকে শিশুরা বইয়ের প্রতি আগ্রাহ্নিত। অভিভাবকেরা তার তার হাত থেকে মুক্তি পেতে বইমেলার মধ্যে দিয়ে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন। যত বেশি বই মেলা হবে ততই বইয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি করার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ক্রমশ বই না পড়ার বদ অভ্যাস ধীরে ধীরে দূরিভূত হবে।

কলকাতা বইমেলার একটি আন্তর্জাতিক সম্মান আছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ এই বইমেলার দিকে তাযিয়ে থাকে। তার একটি মাত্র

সন্তানদের বই পড়ার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করছে। এবং অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাড়ির ছেলে মেয়েদের জন্য কিছু গল্পের বই কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। বই এক সময়ে উপহার হিসাবে গ্রহণ করা হতো। তখন কোনও পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে অধিকাংশ নিমন্ত্রিতরা বই কিনে উপহার দিত। সেই রীতির পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে হতাশ। তারা বলতে শুরু করেছেন বই পড়ার অভ্যাসটা তৈরি করতে হয় বাড়ি থেকে। সেটা আর হচ্ছে না। বই কেনার আগ্রহ তৈরি করে পরিবারের লোকেরা। তারাই শিশুদের গল্প বই পড়ার উৎসাহ দিয়ে থাকে। শুধু গল্পের বইই নয় ইতিহাস থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যমূলক বই পড়ার আগ্রহ তৈরি করে থাকে অভিভাবকেরা। এখন অধিকাংশ অভিভাবকেরা পড়ার সিলেবাসের বাইরে বই কিনে দিতে আগ্রহী নয়। এমনকী ছাত্ররা সিলেবাসের বাইরে কোনও বই পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে না। তারা পরীক্ষার পাশ করার জন্য যতটুকু দরকার সেইটুকু পড়ে। তার বাইরে বই কিনতে আগ্রহী নয়। এই বদ অভ্যাস একদিনে তৈরি হয়নি। মোবাইল যেদিন শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সেই দিন থেকে বই পড়ার আগ্রহ ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। তার ওপরে করোনার সময়ে অনলাইন পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ফলে এই বদ অভ্যাসের আরও তীব্র হয়েছে।

কারণ হচ্ছে এই বইমেলা দিয়ে তাদের দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বাংলার সব মানুষের কাছে বিশেষ করে বইপ্রেমীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাঙালি কলকাতা বইমেলার দিকে তাকিয়ে থাকে। বইমেলা তো নয়। এটা একটি বিশ্ব সম্মেলন। বইয়ের চাহিদা কোনও সময়ে কমবে না। বরং আরও বেশি করে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ডিজিটাল ভারত গড়ার দিকে সবাই যখন নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে তখনও কিন্তু বইকে একেবারে কেউই ত্যাগ করেনি। তবে বইয়ের পাঠক তৈরি করতে হবে। করোনা সংক্রমণ বইয়ের জগতে একেবারে হ্রাস করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। করোনা সংক্রমণ শেষ হতেই আবার বাঙালিরা কলকাতা বইমেলায় ভিড় করতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু বাঙালিরা কেন কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যারা বসবাস করেন তারা প্রত্যেকে কলকাতা বইমেলায় এসে ভিড় করে। বই কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে। কলকাতা বইমেলা ময়দান থেকে বিদায় গ্রহণ করে ছিল। তখন সায়েন্স সিটির বিপরীত মাঠে বইমেলা বসত। সেখান থেকেও বইমেলাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে নিয়ে যাওয়া হল। বহু মানুষের অসুবিধা হয়েছে প্রথমে প্রথমে। কিন্তু তারপরে আজকে বইমেলা যাওয়াটা বেশ সুবিধা হয়ে গিয়েছে। শিয়ালদহের মেট্রো রেলে করে এখন সল্টলেকে সেন্ট্রাল পার্কে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সল্টলেকে সেন্ট্রাল পার্কে গিয়ে বইমেলা দেখে বাড়ি ফিরে আসাটা একেবারে অতি সহজ হয়ে গিয়েছে ভিড় যানজট নেই। বাস প্রচুর রয়েছে। তার ওপরে মেট্রো রেল তৈরি হওয়াতে যাতায়াতে সহজ হয়ে গিয়েছে। অন্য বছরের ন্যায় এবারে বইমেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোধ্যায়। বই কোনও দিন হারিয়ে যাবে না। বইয়ের একটি নিজস্ব জগত রয়েছে। যারা বইকে ভালোবাসে তারে সংখ্যা নেহাত কম নয়। ডিজিটাল যুগে বইকে ত্যাগ করে শুধু মাত্র কম্পিউটারকে নিয়ে বেশ কিছু মানুষ ব্যস্ত থাকবে। ডিজিটাল আধুনিক যুগের হাতিয়ার। কিন্তু বই হচ্ছে সর্বকালের হাতিয়ার। এক হাজার বছর আগেকার বইকে দেখতে পাওয়া যায়। তখন তালপাতায় লেখা হতো। তাকে বলা হতো পুঁথি। আবার কোথায় কোথাও পাথরের ওপরে খোদাই করে লেখা হতো। সেই সব লেখা উদ্ধার করা সম্ভব। সম্রাট অশোকের শিলালিপি থেকে তাঁর সময়কার বহু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। মোঘল যুগের বহু বই এখন সংরক্ষিত রয়েছে। সেই সব বইগুলি হারিয়ে যায়নি। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কিংবা 'মেঘদূতম' কাব্যের পুঁথি আজও দেখতে পাওয়া যায়। আসলে বইকে যতখানি বেশি করে সংরক্ষিত করা যেতে পারে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কিন্তু সেটা একেবারে সম্ভব হবে না। ডিজিটাল ব্যবস্থায় যদি একবার মেশিন বিগড়তে শুরু করে তাহলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া খুবই মুশকিল। এবং বহু তথ্য সেই সময়ে উড়ে যাওয়ার সম্ভব রয়েছে। কিন্তু পুঁথিতে সেটা সম্ভব নয়। হাতের লেখা কোনও হারিয়ে যাবে না। তাকে সংরিক্ষত করে রাখলে বহু বছর ধরে অটুট থাকবে। সেই কারণে বইয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ডিজিটালকে পাশে রেখে বইকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তারা ছাত্রদের বোঝতে শুরু করেছে যে বইকে ভালোবাসতে হবে। বইকে রক্ষা করতে হবে। বইয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হবে। আগে যখন কলকাতা বইমেলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হতো তখন কলেজ স্কোয়ার থেকে বের হতো একটি পদযাত্রা। বইয়ের জন্য হাঁটা। সেটা এখন হয় বই মেলা অভ্যন্তরে। মেলার মধ্যেই চলে বইয়ের জন্য হাঁটা। বইয়ের প্রতি আকর্ষন বৃদ্ধি করতে হবে। বই পাঠক তৈরি করবে। এমন সব বই প্রকাশ করতে হবে যার প্রতি পাঠকেরা আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। বই পাঠক সৃষ্টি কলে বইয়ের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। আগেকার লেখকেরা বই প্রকাশ করে পাঠক সৃষ্টি করতো। এমনকভাবে তারা তাদের লেখনি ধরতো যে সেই লেখা বই আকারে প্রকাশ হলেই বাজারে সাড়া পড়ে যেত। যেমন মনে আছে 'আমি সুভাষ বলছি' বইটির কথা। এই বইটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। লেখক শৈলেশ দে এর ফার্ন রোডে একটি কয়লার দোকান ছিল। তিনি দুপুর বেলায় কয়লার দোকানে গিয়ে বসতেন। আবার বিকেল হলে বাড়ি ফিরে যেতেন চা খেতে। সন্ধ্যার সময়ে আবার দোকানে এসে বসতেন। সেই সময়ে 'আমি সুভাষ বলছি' বইটির জন্য বিশাল লাইন হয়েছিল বইয়ের দোকানের সমানে। ভিড় সামাল দেওয়া একেবারে মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ ডেকে ভিড়কে সামাল দিতে হয়েছিল। তার ওপরে লেখাতে গল্প বলার কৌশলে নেতাজীর জীবনী এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কথা বিবৃত করে গিয়েছিলেন। কি অসাধারণ তাঁর লেখার ধার। একবার বইটি পড়তে শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত বইটিকে ছাড়া সম্ভব হয় না। তখন লাইব্রেরী কালচার ছিল। লাইব্রেরীর সদস্যরা আগাম রিকুইজেসন দিয়ে রাখতো বইটি পড়ার জন্য। এক সপ্তাহের বেশি কাউকে 'আমি সুভাষ বলছি' বইটি রাখতে দেওয়া হতো না। তার বইটি পড়ার জন্য তখন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল লাইব্রেরীর অধিকাংশ সদস্যরা লাইন দিয়ে বসে রয়েছে।

বিমল মিত্র 'আসামি হাজির' বইটি লিখলেন। সেই বইটিও পাঠক তৈরি করেছে। বিশাল লেখার সমাহারে বইটি তৈরি হয়েছে। এই বিশাল বইটির গল্পের মধ্যে একটি ছন্দ রয়েছে। সেই লেখার ছন্দই পাঠকদের বই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে। বিমল মিত্রের আর একটি বই রয়েছে তার নাম হচ্ছে 'বেগম মেরি বিশ্বাস'। মহাভারত আকারে বই বলা যেতে পারে। বাংলার নবাবের পতন এবং ইংরেজ শাসনের সূচনার পটভূমিকায় বইটি লেখা হয়েছে। বইটি পড়তে শুরু করলে একেবারে শেষ না করে ওঠা একেবারে অসম্ভব। বিশাল আকারের লেখা উপন্যাসটি পড়তে একেবারে বিরক্ত লাগবে না। তখন বই পড়ার একটা নেশা ছিল। আবার উল্লেখ যোগ্য লেখকেরাও ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই উন্নতমানের বই লিখতে পারতেন। শংকরের লেখা 'কত অজানারে' বইটি কতগুলি সংস্করণ হয়েছে তা বোধ হয় কেউ জানে না। প্রতি বছরই এই বইটি সংস্করণ হয়েছে।

কিংবদন্তী গীতিকার অতুল প্রসাদ সেন আজও স্মরণীয়

জ্ঞান ঘোষ

কিংবদন্তী গীতিকার, সুরকার, গায়ক ও সংগীতবিদ, অতুল প্রসাদ সেন। অতুল প্রসাদ সেন ছিলেন ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত এক জন বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। তিনি একজন বিশিষ্ট সংগীতবিদও ছিলেন। তাঁর রচিত গানগুলির মূল উপজীব্য বিষয় ছিল দেশপ্রেম, ভক্তি ও প্রেম। তাঁর জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণাগুলি তাঁর গানের ভাষায় বাঙ্খময় মূর্তি ধারণ করেছিল।

অতুল প্রসাদ সেনের পারিবারিক ভিটা দক্ষিণ বিক্রমপুরের মাগর-ফরিদপুর গ্রামে। তিনি ঢাকায় তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই অতুল প্রসাদ পিতৃহারা হন। এর পর তাঁর দাদামশায় কালীনারায়ণ গুপ্ত তাঁকে প্রতিপালন করেন। দাদামশায়ের নিকটই সংগীত ও ভক্তিমূলক গানে তাঁর হাতেখড়ি।

তাঁর ভক্তিগীতি ও প্রেমের গান; তিন ধারায় বিভক্ত। তবে তাঁর ব্যক্তি জীবনের বেদনা সকল ধরনের গানেই কম-বেশি প্রভাব ফেলেছে। এ জন্য তাঁর অধিকাংশ গানই হয়ে উঠেছে করুণ-রস প্রধান।

উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতক অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন ব্রিটিশ ভারবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত এক জন বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। তিনি এক জন বিশিষ্ট সংগীতবিদও ছিলেন। তাঁর রচিত গানগুলির মূল উপজীব্য বিষয় ছিল দেশপ্রেম, ভক্তি ও প্রেম। তাঁর জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণাগুলি তাঁর গানের ভাষায় বা য় মূর্তি ধারণ করেছিল।

তাঁর গানগুলি মূলত স্বদেশি সংগীত, ভক্তিগীতি ও প্রেমের গান; এই তিন ধারায় বিভক্ত। তবে তাঁর ব্যক্তি জীবনের বেদনা সকল ধরনের গানেই কম-বেশি প্রভাব ফেলেছে। এ জন্য তাঁর অধিকাংশ গানই হয়ে উঠেছে করুণ-রস প্রধান।

উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রবীন্দ্র প্রতিভার প্রভাববলয়ের মধ্যে বিচরণ করেও যাঁরা বাংলা কাব্যগীতি রচনায় নিজেদের বিশেষত্ব প্রকাশ করতে সক্ষম হন, অতুল প্রসাদ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সমকালীন গীতিকারদের তুলনায় তাঁর সংগীত সংখ্যা সীমিত হলেও অতুল প্রসাদের অনেক গানে সাঙ্গীতিক মৌলিকত্ব পরিলক্ষিত হয়। আর সে কারণেই তিনি বাংলা সংগীত জগতে এক স্বতন্ত্র আসন লাভ করেছেন। তাঁর গানগুলি অতুল প্রসাদের গান নামে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অতুলপ্রসাদ বাংলা গানে ঠুংরি ধারার প্রবর্তক। তিনিই প্রথম বাংলায় গজল রচনা করেন। তাঁর রচিত বাংলা গজলের সংখ্যা ৬-৭টি। গীতিগুঞ্জ (১৯৩১) গ্রন্থে তাঁর সমুদয় গান সংকলিত হয়। এই গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণে (১৯৫৭) অনেকগুলি অপ্রকাশিত গান প্রকাশিত হয়। অতুলপ্রসাদের গানের সংখ্যা ২০৮। অতুলপ্রসাদ সেনের কয়েকটি বিখ্যাত গান হল 'মিছে তুই ভাবিস মন, সবারে বাস রে ভালো, বঁধুয়া, নিঁদ নাহি আঁখিপাতে, একা মোর গানের তরী, কে আবার বাজায় বাঁশি, ক্রন্দসী পথচারিণী ইত্যাদি। তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ 'উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী', 'বলো বলো বলো সবে', 'হও ধরমেতে ধীর'। তাঁর 'মোদের গরব, মোদের আশা' গানটি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। অতুলপ্রসাদের গানগুলি দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব ও বিবিধ নামে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। অতুলপ্রসাদী গান নামে পরিচিত এই ধারার এক জন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী হলেন কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়।

তাঁর সর্বমোট গানের সংখ্যা মাত্র ২০৬টি এবং সে সবের মধ্যে মাত্র ৫০-৬০টি গান গীত হিসেবে প্রাধান্য পায়। অতুলপ্রসাদের মামাতো বোন সাহানা দেবীর সম্পাদনায় ৭১টি গান স্বরলিপিসহ কাকলি (১৯৩০) নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর গানগুলিও গীতিপুঞ্জ এবং কয়েকটি গান নামে দু'টি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ১৯২২-২৩ সালের দিকে কলকাতা থেকে প্রথম অতুলপ্রসাদের গানের রেকর্ড বের হয় সাহানা দেবী ও হরেন চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে।

অতুলপ্রসাদ প্রবাসী (বর্তমান নিখিল-ভারত) বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি উক্ত সম্মিলনের মুখপত্র উত্তরার একজন সম্পাদক এবং সম্মিলনের কানপুর ও গোরখপুর অধিবেশনের সভাপতি। রাজনীতিতে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও প্রথমে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন, পরে লিবারেলপন্থী হন। অতুল প্রসাদ তাঁর সমগ্র জীবনের উপার্জিত অর্থেরও বৃহৎ অংশ স্থানীয় জনকল্যাণে ব্যয় করেন। এমনকী তিনি তাঁর বাসগৃহ ও গ্রন্থস্বত্বও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে দান করে যান।

মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রবীন্দ্র প্রতিভার প্রভাববলয়ের মধ্যে বিচরণ করেও যাঁরা বাংলা কাব্যগীতি রচনায় নিজেদের বিশেষত্ব প্রকাশ করতে সক্ষম হন, অতুলপ্রসাদ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সম কালীন গীতি কারদের তুলনায় তাঁর সংগীত সীমিত হলেও জনপ্রিয় ছিল। আসলে অতুল প্রসাদের মধ্যে রসের জাদু ছিল। সেই সঙ্গীত রসে তিনি সবাইকে মুগখ করতেন।

ভূরাজনীতির কুকর্মগুলিই ভারতকে গ্রাসের চেষ্টায়

রানা কর্মকার

ভারতের আকাশে ঘনিয়ে থাকা ভূরাজনৈতিক মেঘ অনিশ্চয়তার দীর্ঘ ছায়া। একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পেরিয়ে তৃতীয় দশকে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ক্ষমতার ভারসাম্য, জোটের চরিত্র, যুদ্ধ ও শান্তির সংজ্ঞা;সবকিছুই যেন নতুন করে লেখা হচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় ভারত নিজেকে আবিষ্কার করছে এক জটিল ভূরাজনৈতিক অবস্থানে, যেখানে সুযোগ যেমন আছে, তেমনই আছে দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের চারপাশে যে ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ গুলি ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে, সেগুলি আর সাময়িক নয়, বরং এক ধরনের স্থায়ী বাস্তবতা হয়ে উঠছে।

ভারতের ভূরাজনৈতিক অবস্থান বরাবরই সংবেদন শীল। এক দিকে বিশাল জনসংখ্যা, উদীয়মান অর্থনীতি ও আঞ্চলিক নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে দীর্ঘ সীমান্ত, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে জটিল সম্পর্ক এবং বৈশ্বিক শক্তিগুলির কৌশলগত টানাপোড়েন। এই সবকিছু মিলিয়ে ভারতের কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা নীতিকে প্রতিনিয়ত ভারসাম্যের পরীক্ষার মুখে পড়তে হচ্ছে।

প্রথমেই আসে ভারতের প্রতিবেশী অঞ্চল। দক্ষিণ এশিয়া ঐতিহাসিকভাবে অস্থির এক ভূখণ্ড। সীমান্ত সমস্যা, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েন, অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং বহিরাগত শক্তির প্রভাব;এই সবকিছুই এখানকার দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছে। ভারতের সঙ্গে তার প্রায় সব প্রতিবেশীর সম্পর্কই কোনও না কোনওভাবে সংবেদনশীল। কখনও তা সীমান্ত বিরোধে, কখনও জলবণ্টনে, কখনও আবার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অভিযোগে প্রকাশ পায়। এই পরিস্থিতি ভারতের জন্য একটি স্থায়ী কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে রেখেছে।

উত্তর সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরেই একটি গভীর উদ্বেগ বিরাজ করছে। পাহাড়ি সীমান্তে সামরিক উত্তেজনা, অবিশ্বাস এবং কৌশলগত প্রতিযোগিতা ভারতের নিরাপত্তা চিন্তাকে প্রভাবিত করছে। এখানে সমস্যা শুধু সীমান্তের রেখা নিয়ে নয়, বরং দুটি বৃহৎ সভ্যতা ও শক্তির মধ্যে নেতৃত্বের প্রশ্নও জড়িয়ে আছে। এই টানাপোড়েন ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াচ্ছে, কূটনৈতিক মনোযোগকে একদিকে কেন্দ্রীভূত করছে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে অনিশ্চিত করে তুলছে।

পশ্চিম সীমান্তে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব ভারতের ভূরাজনৈতিক উদ্বেগের আরেকটি বড় অধ্যায়। এখানে সমস্যার শিকড় গভীর ইতিহাসে প্রোথিত। সামরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা তুলনা মূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকলেও রাজনৈতিক ও আদর্শিক বিরোধ এখনও তীব্র। সীমান্তে ছোটখাটো উত্তেজনা, সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত অভিযোগ এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে কূটনৈতিক লড়াই;সব মিলিয়ে এই দিকটি ভারতের জন্য এক স্থায়ী উদ্বেগের উৎস।

এই আঞ্চলিক বাস্তবতার পাশাপাশি বৈশ্বিক ভূরাজনীতির পরিবর্তনও ভারতের ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। বিশ্ব ক্রমশ এক মেরু অবস্থা থেকে সরে গিয়ে বহুমেরু কাঠামোর দিকে এগোচ্ছে। পুরনো শক্তির পাশাপাশি নতুন শক্তির উত্থান, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রতিযোগিতা এবং প্রযুক্তিগত আধিপত্যের লড়াই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে ভারত নিজেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সতর্ক অবস্থানে রাখতে চাইছে।

একদিকে ভারত উন্নত বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে আগ্রহী। প্রযুক্তি, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব;এই সবকিছুই ভারতের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে ভারত ঐতিহাসিকভাবে তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে চায়। কোনও একক শিবিরে পুরোপুরি ঢুকে পড়া ভারতের কূটনৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই দ্বৈত আকাঙ্ক্ষা ভারতের নীতি নির্ধারণকে আরও সূক্ষ্ম ও জটিল করে তুলছে।

বিশ্ব রাজনীতির সাম্প্রতিক সংঘাতগুলিও ভারতের জন্য নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে। যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা, শক্তির রাজনীতি এবং জ্বালানি ও খাদ্য সরবরাহের সংকট;এই সবকিছুর প্রভাব ভারতের অর্থনীতি ও কূটনীতিতে পড়ছে। ভারতকে একদিকে নিজের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে হচ্ছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও নৈতিক অবস্থানও বিবেচনা করতে হচ্ছে। এই ভারসাম্য রক্ষা সহজ নয়, এবং প্রায়ই তা সমালোচনার জন্ম দেয়।

ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও ভূরাজনৈতিক উদ্বেগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জাতীয় নিরাপত্তা আজ শুধু সীমান্ত বা সামরিক শক্তির প্রশ্ন নয়, এটি অর্থনীতি, প্রযুক্তি, তথ্য এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও যুক্ত। সাইবার নিরাপত্তা, তথ্যযুদ্ধ, ভুয়ো খবর এবং সামাজিক বিভাজন;এই নতুন ধরনের হুমকিগুলি ভূরাজনীতিকে আরও জটিল করে তুলছে। ভারতের মতো বহুত্ববাদী সমাজে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ আরও সংবেদনশীল।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ ভারতের সামনে নতুন বাস্তবতা তৈরি করছে। বিশ্বায়নের গতি শ্লথ হচ্ছে, সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠিত হচ্ছে, এবং বাণিজ্য ক্রমশ কৌশলগত হাতিয়ার হয়ে উঠছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারত একদিকে নিজেকে বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে, অন্যদিকে বিদেশি নির্ভরতা কমানোর কথাও বলছে। এই দুই লক্ষ্য একসঙ্গে পূরণ করা সহজ নয় এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ভূরাজনৈতিক হিসাব।

ভারতের মহাসাগরীয় প্রতিবেশও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সমুদ্রপথে বাণিজ্য, জ্বালানি সরবরাহ এবং সামরিক উপস্থিতি;সবকিছুই এখন কৌশলগত গুরুত্ব পাচ্ছে। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে নানা শক্তির আগ্রহ বাড়ছে, যা ভারতের জন্য যেমন সুযোগ, তেমনই উদ্বেগের কারণ। এই অঞ্চলে নিজের প্রভাব বজায় রাখার নিশ্চিত করার ভারতের কৌশল।

খাদ্য রসিক সুভাষ চন্দ্র বোস-নিজেও খেতেন আবার অপরকে খাওয়াতেন

দীপেন বোস

২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯ তম জন্মবার্ষিকী। আমার এই লেখার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরছি আদ্যন্ত খাদ্যপ্রেমী এবং চা প্রেমী সেই সুভাষের কথা। খাদ্যপ্রেমী ছিলেন সুভাষ। গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বা যে কোন কাজের ফাঁকে মুখে কুচো সুপুরি রাখতে পছন্দ করতেন। আর ভালোবাসতেন চা খেতে। দিনে ৩০- ৪০ কাপ চা খেতেন নেতাজি এমনটাও শোনা যায়।

তরুণ সুভাষ যেমন নিয়মিত শরীর চর্চা করতেন, তেমন লড়তেন কুস্তি। তারপরই খিদেটা পেত জম্পেশ। চলে আসতেন স্বাধীন ভারত হিন্দু হোটেলে। যে ঠিকানার কথা বলে এই লেখা শুরু করেছিলাম সেটা এই পাইস হোটেলেরই। তখন অবশ্য তার নাম স্বাধীন ভারত হিন্দু হোটেল ছিল না। সে কথায় আসবো একটু পরে।

শুধু সুভাষ নন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সহ বাংলার অনেক বিপ্লবী নিয়মিত আসতেন এই স্বাধীন ভারত হিন্দু হোটেলে। চলতো খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা নির্ণয়। পাইস হোটেলটির নামের মধ্যেই ছিল জাতীয়তাবাদি আবেগ। ১৯১০ সালে সাধারণ পাইস হোটেলে হিসেবে তার যাত্রা শুরু। নাম ছিল হিন্দু হোটেল। ওড়িশা থেকে কাজের তাগিদে কলকাতা এসে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে এই হোটেল খোলেন মনোরঞ্জন পান্ডা। অচিরেই বীর বিপ্লবীদের তীর্থভূমি হয়ে ওঠে এই পাইস হোটেল। সুভাষ নিজে সঙ্গে করে এনেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে। তখন ছিল শতরঞ্জি পেতে মাটিতে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা। প্রথমেই আসে মাটির ভাঁড়ে জল। তারপর কলাপাতায় ভাত সহ অন্যান্য ব্যঞ্জন।কালের নিয়মে এখন শতরঞ্জির জায়গা নিয়েছে চেয়ার টেবিল, তবে কলাপাতা আর মাটির ভাঁড়ের কোন পরিবর্তন হয়নি।

যে কথা বলে লেখা শুরু করেছিলাম, প্রেসিডেন্সির ছাত্র সুভাষ, কলকাতার মেয়র হওয়ার পরও নিয়মিত আসতেন এই হোটেলে। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হিন্দু হোটেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় স্বাধীন ভারত শব্দটি।

তারও আগে একটা কথা না লিখলে সত্য গোপন করা হবে। তা হলো নিছক হোটেল চালানোর ব্যবসায়িক ভিত্তি নিয়ে নয়, ৪৩ এর ভয়াবহ মন্বন্তর। মা একটু ফ্যান দাও কঙ্কালসার নরনারীর ভিড় কলকাতার রাজপথে। চুপ করে থাকতে পারলেন না মনোরঞ্জন, নিজের হিন্দু হোটেলে খুললেন লঙ্গরখানা। খিচুড়ি তুলে দিলেন নিরন্নদের মুখে।

গত বছর ২৩ জানুয়ারি পৌঁছে গিয়েছিলাম এই ঐতিহাসিক পাইস হোটেলটিতে। ভাত, শুক্তো, ডাল, বোঁটা সমেত বেগুন ভাজা, এচোঁড়, এর সঙ্গে কমপ্লিমেন্টারি দই। সব মিলিয়ে দাম পড়লো মাত্র ১০০টাকা। প্রতিটি পদের দাম আলাদা। সেটা সংলগ্ন বোর্ডের তালিকায় চোখ রাখলেই বুঝতে পারবেন।

কলকাতার অন্যতম পুরাতন এই পাইস হোটেলে। নিখাদ বাঙালি আনার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সুভাষ চন্দ্র বোস যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন তিনি কলেজ স্কোয়ারে ঢুকে ফুচকা খেতেন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে মিলে মিশে। তাঁর আবার বহু ছাত্রী বন্ধু ছিল। তারা ছিল তাঁর ক্লাসের ছাত্র। একই সঙ্গে তারা আড্ডা দিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সবুজ বাগান ঘিরে কত স্মৃতি রয়েছে তা সকলের অজানা আজও। সেই সব নিয়ে আরও লেখা হবে।

সিঙ্গুর প্রশাসনিক সভা থেকে পূর্ব বর্ধমানে বাংলার বাড়ি ও কৃষি প্রকল্পের শুভ সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ জানুয়ারি ঃ বুধবার হুগলি জেলার সিঙ্গুরে

আয়োজিত প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চ থেকে পূর্ব বর্ধমান সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জন্য একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসকের কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক আয়েষা রানী এ (আই এ এস), পুলিশ সুপার সায়ক দাস (আই পি এস) সহ সাংসদ, বিধায়ক ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ‘ বাড়ি গ্রামীণ’ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করেন। পূর্ব বর্ধমান জেলায় এই পর্যায়ে মোট ৫৪,০১৩ টি পরিবারকে প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে, যার জন্য ৩২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বুধবার থেকেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে জেলায় ৭৯,১০৩টি পরিবার এই প্রকল্পে উপকৃত হয়েছিল। এছাড়াও এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিনামূল্যের 'বাংলার শস্য বীমা (খরিফ ২০২৫)' প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করেন। কেতুগ্রাম-১, কেতুগ্রাম-২, রায়না-১ ও রায়না-২ ব্লকের মোট ৩২,৭২৫ জন কৃষক ফসল ক্ষতির ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ১২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৬৪ টাকা পাবেন। জেলা শাসকের কার্যালয়ে কয়েকজন উপভোক্তার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিমা দাবি নিষ্পত্তির নথি তুলে দেওয়া হয়। ফার্ম মেকানাইজেশন প্রকল্প (২০২৫-২৬)-এর আওতায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে কাস্টম হায়ারিং সেন্টার, ফার্ম মেশিনারি ব্যাংক/হাব, ক্ষুদ্র কৃষিযন্ত্র সহ বিভিন্ন খাতে কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলায় মোট ২০২ জন কৃষক এই প্রকল্পে উপকৃত হবেন। একইসঙ্গে এদিন জেলাজুড়ে ২০২ জন উপভোক্তাকে কৃষিজ পাট্টা এবং ১১০ জনকে হোমস্টেড পাট্টা প্রদান করা হয়। জেলা শাসকের কার্যালয়ে কয়েকজন উপভোক্তার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পাট্টার নথি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি 'সুফল বাংলা' প্রকল্পের আওতায় ৫০ টি মোবাইল আউটলেটের শুভ সূচনা করেন। এর মধ্যে একটি আউটলেট পূর্ব বর্ধমান জেলার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, যা কালনা আরএমসি হাব ও সংলগ্ন এলাকায় মোবাইল আউটলেট ও সংগ্রহ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক আয়েষা রানী এ বিভিন্ন প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

কোচবিহারে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার বাংলার বাড়ি গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজের উদ্বোধন

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৮ জানুয়ারি ঃ রাজ্যজুড়ে বাংলার বাড়ি গ্রামীণ আবাসন প্রকল্প দ্বিতীয় ফেজের শুভ উদ্বোধন সিঙ্গুর থেকে করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহারে এই দ্বিতীয় ফেজে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ও বেশি মানুষ এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হলেন। বুধবার কোচবিহার দুই ব্লকের এলাকা মুক্তমঞ্চে ১০ জনের হাতে অর্থ তুলে দেওয়া হলো। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্র অতিরিক্ত জেলাশাসক জেলা পরিষদ সৌমেন দত্ত, কোচবিহারের জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ অন্যান্যরা। কোচবিহারে মোট এক লক্ষ ৮৬ হাজার মানুষ এই সুবিধা পাবেন। বাংলার বাড়ি গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মানুষের কাছে প্রথম পর্বের ৬০ হাজার টাকা পৌঁছে যাবে খুব দ্রুত। পরবর্তীতে দেওয়া হবে বাকি ৬০ হাজার টাকা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন এবং সে কথা তিনি রেখেছেন। সভাপতি মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে অত্যন্ত খুশি কোচবিহারের সাধারণ মানুষ। এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক কোচবিহার জেলা পরিষদ সৌমেন দত্ত বলেন - রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। কোচবিহারে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মানুষের হাতে প্রাথমিক পর্যায়ে ৬০ হাজার টাকা পৌঁছে যাবে পরবর্তীতে দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকাও তারা পেয়ে যাবেন। বাংলার বাড়ি গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজের সমস্ত কাজ ইতিমধ্যে আমাদের সম্পন্ন। খুব দ্রুত উপভোক্তা তাদের টাকা নিজস্ব একাউন্টে পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো উদ্বোধন করা হয়েছে যা এই বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত প্রচার সারাবে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বলে জানান তিনি।

Office of the Andharthole Gram Panchayat
Sunukpahari :: Bankura

Notice Inviting e-Tender No-(1) 09/AGP/2025-26, (2) 10/AGP/2025-26, Dated- 27/01/2026

Pradhan, Andharthole Gram Panchayat, invites percentage rate e-Tender for 24 (Twenty Five) nos. work. Period of Completion 30 Days. Last date of submission of bid (online) 05.02.2026 at 11:00 Hrs. Date of Opening of Bid: 07.02.2026 at 11:00 Hrs. For details visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Andharthole Gram Panchayat

Office of the
Kurchi Shibpur GRAM PANCHAYAT
VILLAGE :JANGALPARA, P.O :SINGTI SHIBPUR, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 711226, e-mail : kurchishibpurgp@gmail.com : 9609060425

E-Tender are invited by the Pradhan Kurchi Shibpur Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 13 nos E-Tender ID-2026_ZPHD_994529_1, 2026_ZPHD_994537_1, 2026_ZPHD_994539_1, 2026_ZPHD_9_1 , 2026_ZPHD_994543_1, 2026_ZPHD_994547_1, 2026_ZPHD_994555_1, 2026_ZPHD_994563_1, 2026_ZPHD_994567_1, 2026_ZPHD_994574_1, 2026_ZPHD_994581_1, 2026_ZPHD_994590_1& 2026_ZPHD_994592_1 Publish date-28/01/2026 at 5.30PM . Last date of Online Submission cal & Financial Bid up to 04/02/2026 at 12.00 P.M., Date opening-06/02/2026 at 12.30 PM for details Visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kurchi Shibpur Gram Panchayet

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু, তারিখ ২৭.০১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৭৫-২৫-২৬। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনের রানাঘাট-গেদে শাখায় ব্রিজ নং ১১৩ (আপ লাইন) এবং বনগাঁ-পেট্রাপোলে ব্রিজ নং ৮৪-টি-র (সিঙ্গল লাইন) আরসিসি জ্যাকেটিং কাজ ও পিএসসি স্ল্যাব রূপান্তরের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্য:** ৫,১০,০৫,৮৬৭.৭১ টাকা। **ইএমডি:** ৪,০৫,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২০.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ২০.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।

(SDAH-367/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-25/2025-26 Vide Memo No-46/Shy-II Dated-28.01.2026

On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission **-06.02.2026 at 10.00 PM.**

SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৬/৫, তারিখ ২৭.০১.২০২৬। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন:- **ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি** নিম্নরূপ :- (ক) **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৩.০২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১)** ১০২৫২৪৮২, লং লাইফ লোকো সাইড বাফার অ্যাসেম্বলি, ₹ ৫,৬৩,৭০০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৩.০২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২)** ১০২৫১৮৯৬, ম্যাগনেট ফ্রেম উপকরণের সেট, ₹ ৩,৭৫,৫২০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৮.০২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩)** ১০২৫১১৫৩, সিঙ্গল বটল ভিসিবি-র পিওএইচ প্রতিস্থাপন কিট, ₹ ২,৩৬,৮৫০/-। **(৪)** ১০২৫২৫১২এ, হাই ভোল্টেজ বুশিং ইত্যাদি, ₹ ৩,৫৯,৮১০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৩.০৩.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫)** ১৪২৫১১৮২, ক্লাচ স্টেজ কম্বিনেশন হেলিক্যাল ও ওয়ার্ম হুইল গিয়ার ড্রাইভ সহ হার্ড ক্র্যাঙ্ক ইনসার্ট ইন্টারনাল লকিং বৈশিষ্ট্য সহ ইএলবি-র (আরডিএসও স্পেসি নং আরডিএসও/এসপিএন/২০৮/২০১২ ভার্সন ২.০ অথবা সাম্প্রতিকতম) উপযুক্ত গিয়ার বক্সের প্রাপ্যতা, জি.আই. বুম ব্যারিয়ারের জন্য উপযুক্ত অয়েল ফিল্ড ও সিল্ড ধরনের ইউনিট কানেক্টিং লিঙ্ক সহ আউটপুট শ্যাফটে। ড্রইং নং এস অ্যান্ড টি/এমএফটি/৬০০০/এডিভি.১ ইত্যাদি, ₹ ১,৭৬,৮১০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৯.০২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬)** ০৫২৫১২২৯, ১৪০০ সিআইএল কেটিএ ৫০ লি ডেমু ইঞ্জিনের জন্য ১৫০ডব্লু৪০ এপিআই সিএইচ৪ ক্র্যাঙ্ককেস অয়েল ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ২,০৬,৪৬০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৪.০৩.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৭)** ২১২৬১৫০৮, বিএমবিএস ক্যাসনাব বোগির জন্য পিন/কটার ইত্যাদি, ₹ ১,৫২,৪৪০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৭.০২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৮)** ১০২৫৫০৪৯, মূল কম্প্রেসর, ₹ ১১,৭৬,৫৩০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৬.০২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৯)** ১১২৫১০৪৫, সেন্টার পিভোটের জন্য সাইলেন্ট ব্লক সহ সম্পূর্ণ স্লিভ ইত্যাদি, ₹ ২,১৫,৩৬০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০২.০৩.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১০)** ১৫২৫৫১৫৮, ১৫ টী ইওটি ক্রেন ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,১৩,১২০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৮.০২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১১)** ১০২৫৫০৪৬, ৩-ফেজ অ্যাসিনক্রোনস ট্র্যাকশন মোটর ইত্যাদি, ₹ ২,২৪,৯৩০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৬.০২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১২)** ১০২৫২৪২৮, পি৭ লোকোর জন্য সম্পূর্ণ গিয়ার কেস, ₹ ৪,৪৭,৭২০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৩.০২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৩)** ১০২৬২৩৭২, ৩ ফেজ ট্র্যা. মোটরের জন্য আউটার ল্যাবিরিন্থের (ডিই) সেট ইত্যাদি, ₹ ৭,৫০,৪৮০/-। **(১৪)** ১০২৫২৫০১, লো মেন্টেনেন্স লেড অ্যাসিড ব্যাটারি ৭৫ এএইচ, ₹ ৪,৭০,২১০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৭.০২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৫)** ১০২৬১৯২৯, লোকো সেটে এনআই-সিডি ব্যাটারি ইত্যাদি, ₹ ৬,৬১,৬৮০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৩.০২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৬)** ১০২৫১০৪৫, লোকোর জন্য রিলে ধরনে ডিইউ কিউওপি ইত্যাদি, ₹ ৩,৩১,৭৬০/-। **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৮.০২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৭)** ১০২৫২৫১১এ, ৩-ফেট লোকোমোটিভের জন্য সার্জ অ্যারেস্টর ইত্যাদি, ₹ ১,৮৬,৯৩০/-। **টেন্ডার মূল্য** : প্রতিটির জন্য ₹ ০/-। **(খ) টেন্ডার নং** : ৫২২৫৬২২৪বি। **সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : পোর্টেবল লেজার স্পেকট্রোমিটার। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ** : ১৯.০২.২০২৬। **টেন্ডার মূল্য** : ₹ ৫৮,৫২,৮০৪/-। **(গ) ক্র.নং ১, টেন্ডার নং** : ৫২২৬৫০০৮। **সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** ১৬০ কেএন এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ** : ২০.০২.২০২৬। **টেন্ডার মূল্য** : ₹ ২,৯৫,৮২,৬০০/-। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং** : ৫২২৬৫১২২। **সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** সিলেক্টিভ প্যালেট র‍্যাকিং সিস্টেম। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ** : ২০.০২.২০২৬। **টেন্ডার মূল্য** : ₹ ৫১,৪৯,৭৮৩/-। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং** : ৫২২৫৭৭৮১। **সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** বোগি ফ্রেম কমপ্লিট। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ** : ২০.০২.২০২৬। **টেন্ডার মূল্য** : ₹ ৮৩,১৭,২৩০/-। **দ্রষ্টব্য** : উপরিল্লিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

(Stores-65/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

একই পরিবারের ৪ সদস্যের দেহ উদ্ধার

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৮ জানুয়ারি ঃ বুধবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত দয়ানগর- কুঠিবাড়ি আমবাগান এলাকায় একটি বাড়ি থেকে একই পরিবারের চারজনের নিথর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ব্যক্তিরা সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁদের দুই নাবালিকা কন্যা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তিদের নাম মানিক ব্যাপারী (৪০), তাঁর স্ত্রী দোলা ব্যাপারী (৩৬), এবং ওই দম্পতির দুই নাবালিকা কন্যা তানহা ব্যাপারী (১৫)এবং মায়েশা ব্যাপারী (৬)। ভগবানগোলা থানার পুলিশ ইতিমধ্যে চারটি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দেহগুলো উদ্ধারের সময় মানিক ব্যাপারীর দেহ ঘরের মধ্যে থাকা ফ্যান থেকে ঝুলছিল এবং তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তানের দেহ ঘরের মেঝেতে পড়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানিয়েছেন মেঝেতে যে তিনজনের দেহ পড়েছিল তাদের প্রত্যেকের গলা কাটা ছিল এবং শরীরে আরও কয়েকটি ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং পুলিশের অনুমান নিজের স্ত্রী এবং কন্যাদেরকে খুন করে মানিক ব্যাপারী আত্মঘাতী হয়েছেন। কিন্তু কী কারনে পরিবারের সকলকে খুন করে মানিকবাবু আত্মঘাতী হলেন সেই বিষয়ে এখনও পুলিশ নিশ্চিত হতে পারেনি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ওই পরিবার সম্ভবত মানসিক অবসাদে ভুগছিল। মৃতদেহ উদ্ধারের সময় এলাকায় উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন, দেহগুলো দেখে তাঁদের অনুমান মানিকবাবু নিজের স্ত্রী এবং দুই কন্যাকে সম্ভবত দিন দুযেক্ আগেই খুন করেছিলেন। তিনটি দেহে পচন ধরতে শুরু করেছে বলেও অনেকে দাবী করেছেন। তবে ওই এলাকার কিছু বাসিন্দা দাবি করেছেন, মানিক ব্যাপারীকে গতকালও এলাকায় ঘুরতে দেখা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আদতে নদীয়া জেলার বাসিন্দা স্বপন ব্যাপারী গত বেশ কয়েক বছর ধরে ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত কালুখালী এলাকায় বসবাস করতেন। দশ মাস আগে ভগবানগোলার হায়দার আলী নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে দয়ানগর-কুঠিবাড়ি এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে মানিক নিজের পরিবারকে নিয়ে সেখানে থাকতে শুরু করেন। স্বপনবাবুর একটি ফলের দোকান ছিল। সেই দোকানটি বেশ ভালোই চলত বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন। এলাকবাসীর অনুমান ওই পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল না। সম্ভবত অন্য কোনও কারণে স্বপন ব্যাপারী নিজের স্ত্রী ও কন্যা সন্তানদের খুন করেছেন। জিল্লার রহমান নামে এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, গতকালকেও স্বপন ব্যাপারীকে এলাকায় অনেকেই দেখেছেন এবং এক দোকানদারের কাছ থেকে পানীয় জলও কিনেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বুধবার সকাল থেকে স্বপন ব্যাপারীর ঘর থেকে প্রচন্ড দুর্গন্ধ বার হতে থাকে। এর পরই লোকজন পুলিশে খবর দেন। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশের সহযোগিতায় স্বপনবাবুর ঘরের দরজা ভেঙে পরিবারের ৪ সদস্যকে মৃত অবস্থায় ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। নাম না প্রকাশের শর্তে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা অস্বাভাবিক এই চার মৃত্যুর পেছনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে চলা অশান্তিকে দায়ী করেছেন। ভগবানগোলা থানার এক আধিকারিক জানান, মৃতদেহ উদ্ধারের পর সেগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কী কারনে এই আত্মহত্যার ঘটনা বা খুন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁদের আরও দাবি, সম্প্রতি স্বপনবাবু ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। নতুন ধর্মাচরণ করা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য চলছিল বলে কিছু ব্যক্তি দাবি করেছেন। স্বপনবাবু নতুন যে ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি করেছেন সেই ধর্মের কিছু বইও ওই বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। তবে স্বপনবাবুর পাশাপাশি তাঁর গোটা পরিবারও ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন কিনা সেই বিষয়ে এখনও কেউ কিছু স্পষ্ট ভাবে জানাতে পারেনি।

UNITY Small Finance Bank

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউজ, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব) মুম্বই-৪০০০৯৮

সুরক্ষিত সম্পত্তির ই-নিলাম বিক্রয়ের জন্য সর্বসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

সেন্ট্রাম ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের সাথে ২৬.১০.২০২১ তারিখে সম্পাদিত ব্যবসা হস্তান্তর চুক্তি অনুসারে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতার একজন স্বত্বগ্রহীতা এবং সুরক্ষিত পাওনাদার। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এই নোটিশ দিচ্ছেন যে, পাওনা আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তিটি অনলাইন ই-নিলাম-এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। নিচে উল্লিখিত অন্যান্য শর্তাবলী ছাড়াও সম্পত্তিটি কঠোরভাবে ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন আছে যে অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনো প্রতিকার নেই'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতার নাম	দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকার পরিমাণ
১. নির্মান কনস্ট্রাকশন ২. দিলীপ কুমার সিং ৩. সুমন সিং ৪. অভিষেক কুমার সিং ৫. অশ্বিনী কুমার সিং ৬. শ্রী নির্মান লোন অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ **USFBKOLLOAN000005011939**	১৬.০২.২০২৬ বিকাল ৫:০০ পর্যন্ত	১,৩৮,৫০,০০০/- টাকা
	সম্পত্তির ই-নিলামের তারিখ ও সময় ১৭.০২.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত।	**বায়না জমার পরিমাণ (টাকায়)** ১৩,৮৫,০০০/- টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়ঃ ০৬.০২.২০২৬ এবং ০৮.০২.২০২৬ (দুপুর ১২:০০ থেকে দুপুর ০২:০০ পর্যন্ত)।

দাবি নোটিশ অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণের পরিমাণ (টাকায়)ঃ ৭২,০৮,৭৪৩.৯৩ টাকা (বাহাত্তর লক্ষ আট হাজার সাতশ তেতাল্লিশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র) ০৬.১১.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী।

সম্পত্তির বিবরণঃ ৫ কাঠা ৯ ছটাক ০ বর্গফুট পরিমাপের একটি স্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ, যা কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে, যার উপর প্রায় ২০০ বর্গফুট পরিমাপের একটি পুরোনো জরাজীর্ণ টালির ছাউনির কাঠামো এবং একটি দোকানঘর (বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত) অবস্থিত। সম্পত্তিটি চি কালিকাপুর, পূর্বে যা চি কালিকাপুর রোড নামে পরিচিত ছিল এবং বর্তমানে হেদার হাট, কলকাতা-৭০০৭৮ নামে পরিচিত, ওয়ার্ড নং ১০৯, বরো XII, মৌজা- কালিকাপুর, জে.এল নং ২০, প্লট নং পি-১, দাগ নং ৩৭৫ (পি)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং কলকাতা পৌরসংস্থার সীমানার মধ্যে যাদবপুর থানা, কলকাতা ৭০০৭৮-এর অধীনে অবস্থিত। সীমানা (বন্ধকী দলিল অনুযায়ী)ঃ উত্তরেঃ সবুজ সংঘ ক্লাব, পূর্বেঃ চিৎ কালিকাপুর রোডের অংশ, আরটি শেড, পশ্চিমেঃ ৩০ ফুট চওড়া প্রধান রাস্তা, দক্ষিণেঃ চিৎ কালিকাপুর, নেতাই নগরের অ্যাসবেস্টসের শেড।

ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলীঃ ১. সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না এবং বিক্রয়টি সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক নিশ্চিতকরণের সাপেক্ষে। সম্পত্তিটি কঠোরভাবে ''যেমন আছে যেখানে আছে'' এবং ''যেমন আছে যে অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনো প্রতিকারবিহীন ভিত্তিতে'' বিক্রি করা হবে। **২.** ই-নিলামটি ব্যাংকের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স আরকা ইমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর মাধ্যমে ওয়েব পোর্টাল - www.auctionbazaar.com-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। **৩.** অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা এবং অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত ই-নিলাম টেন্ডার নথি www.auctionbazaar.com-এ উপলব্ধ। **৪.** বিডারদের একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। (ইচ্ছুক বিডারদের জন্য ই-মেইল আইডি থাকা আবশ্যক, কারণ সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং মেসার্স আরকা ইমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড (Auctionbazaar.com) কর্তৃক আইডি ও পাসওয়ার্ড বরাদ্দ ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হতে পারে।) **৫.** সম্ভাব্য যোগ্য বিডাররা **মেসার্স আরকা ইমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ফ্ল্যাট ১৪০৫, সি ব্লক, এমপিএম সান্থা শ্রীরাম পিনাকল, ইয়েলা রেড্ডি গুডা, আমিপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০৭৩, ভারত থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। ওয়েবসাইটঃ www.auctionbazaar.com, হেল্পলাইন নম্বরঃ +৯১-৮৩৭০ ৯৬৯৬৯৬, ৯১-৭২০৭৯৪১০১০, ইমেল আইডিঃ contact@auctionbazaar.com, support@auctionbazaar.com**। ই-নিলামের তারিখ পর্যন্ত। অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক বা মেসার্স আরকা ইমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড (Auctionbazaar.com) কেউই কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যা/বিদ্যুৎ বিভ্রাট/অন্য কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি/ব্যর্থতার জন্য দায়ী থাকবে না। এই ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতি এড়াতে, আগ্রহী বিডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি সহ প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত আছেন তা নিশ্চিত করুন। **৬.** জামানতের অর্থ (ইএমডি) আরটিজিএস/ডিডি/এনইএফটি ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর ০২৬৮৮১৩০০০০২১২২২, ব্যাংকের নামঃ ইয়েস ব্যাংক লিমিটেড, শাখাঃ কালানগর, গ্রেটার মুম্বাই, সুবিধাভোগীর নামঃ ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড, আইএফএসসি কোড YESB0000268-এ জমা দিতে হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, জামানতের জন্য চেক/ডিমান্ড ড্রাফট গ্রহণ করা হবে না। **৭.** সংরক্ষিত মূল্যের কম এবং/অথবা জামানতের অর্থ ছাড়া কোনো দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। দরদাতারা তাদের পরবর্তী দরপত্রের পরিমাণ ৫০,০০০/- টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)-এর গুণিতকে বৃদ্ধি করতে পারেন। **৮.** সফল দরদাতাকে সফল দরদাতা ঘোষণার পরপরই দরপত্রের পরিমাণ/বিক্রয় মূল্যের ২৫ (ইতিমধ্যে প্রদত্ত জামানতের অর্থ সহ) প্রদান করতে হবে। সফল দরদাতা ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে দরপত্রের পরিমাণ/বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ জমা দেবেন, যা প্রযোজ্য টিডিএস সাপেক্ষে হবে। **৯.** যদি সফল দরদাতা উপরোক্তভাবে বিক্রয় মূল্য জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে জামানত সহ সমস্ত জমা দেওয়া অর্থ কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে। তবে, অবশিষ্ট ৭৫ অর্থ প্রদানের জন্য আরও যুক্তিসঙ্গত সময় বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হতে পারে এবং এটি অনুমোদিত কর্মকর্তার নিজস্ব বিবেচনার উপর নির্ভরশীল হবে। **১০.** ই-নিলাম প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ব্যর্থ দরদাতাদের জামানতের অর্থ সুদ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে। **১১.** অনুমোদিত কর্মকর্তার দ্বারা প্রদত্ত বিবরণ তার জ্ঞান, বিশ্বাস এবং রেকর্ড অনুযায়ী সর্বোত্তমভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না। **১২.** আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি বা কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা বিক্রয় স্থগিত/মুলতবি/বাতিল করার বা বিক্রয়ের যেকোনো শর্তাবলী পরিবর্তন করার সম্পূর্ণ অধিকার এবং বিচক্ষণতা রাখি। **১৩.** দরদাতাদের সম্পত্তির উপর আরোপিত চার্জ/দায়বদ্ধতা সম্পর্কে বিচক্ষণতার সাথে অনুসন্ধান করা উচিত এবং তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির মালিকানা, পরিমাণ এবং গুণমান সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা উচিত। অনলাইন দরপত্র জমা দেওয়ার পর সম্পত্তির উপর চার্জ, দায়বদ্ধতা এবং অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কিত কোনো ধরনের দাবি গ্রহণ করা হবে না। **১৪.** সম্পত্তির বিক্রয়ের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফিসহ যেকোনো বকেয়া, পাওনা, কর, চার্জ, তা বিধিবদ্ধ হোক বা অন্য কোনো প্রকারের হোক না কেন, তা শুধুমাত্র ক্রেতাকেই বহন করতে হবে। **১৫.** আরও বিস্তারিত জানতে, উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা শ্রী বিক্রম মানহাস মোবাইল নং ৯৮১০৩৯৪২৪৩, শ্রী মিঠুন বসু মোবাইল নং ৯৮৩০৫৬৩৫০৩ এবং স্থানীয় কর্মকর্তা (কলকাতা) শ্রী শুভজিৎ নস্কর মোবাইল নং ৯৮৮৩৫৪৩০৫৩, শ্রী সোমনাথ শীল মোবাইল নং ৯০৩৮১৪১৭১৪-এর সাথে যোগাযোগ করুন। **১৬.** সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর বিক্রয় সনদপত্র জারি করা হবে এবং তার ১৫ দিন পর অনুমোদিত কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ও নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে এবং বিক্রয় সনদপত্রের রেজিস্ট্রেশন (যদি প্রয়োজন হয়) সম্পন্ন হওয়ার পর স্থাবর সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করা হবে। আরও, বিক্রয় সনদপত্রটি শুধুমাত্র ক্রেতা(দের) নামেই জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে জারি করা হবে না। **১৭.** ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)-কে এতদ্বারা সারফেইসি বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮ এবং ৯ অনুসারে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে এবং বিক্রয়টি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে নির্ধারিত নিয়মাবলী/শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে। **১৮.** নিলাম বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাংকের ওয়েবসাইট- **https://theunitybank.com/regulatory-disclosures.html**-এ দেখা যাবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি সারফায়েসি আইন এবং তদনুযায়ী প্রণীত বিধিমালা অনুসারে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতার প্রতি বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ হিসেবেও গণ্য হবে।

স্থানঃ কলকাতা তারিখঃ ২৯.০১.২০২৬ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার - ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দেড় বছরের শিশুকে আছড়ে মারল সৎ মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ২৮ জানুয়ারি ঃ দেড় বছরের শিশুকে আছড়ে মারল সৎ মা। এমন মর্মান্তিক ঘটনার পরেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছায়িয়েছে। পুলিশ সৎ মাকে আটক করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট থানার তেঁতুলবান্দি গ্রামে। বছর দেড়েকের শিশুর নাম অভিনাস মার্ডি। মঙ্গলবার রাতে সৎ মা সরোজমুখী সোরেন শিশুকে আছড়ে এবং ভারি কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করে মেরে ফেলে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে সরজমুখী সোরেন অভিনাস মার্ডিকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। রাতের দিকে মা বাড়ি ফিরলেও অভিনাসকে আর বাড়িতে দেখা যায়নি। এরপরেই সৎ মাকে জেরা করতে শুরু করে পরিবারের লোকজন। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। অনেক রাতে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় অভিনাসকে। তাকে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। রামপুরহাট থানার পুলিশ এই ঘটনায় তাঁর সৎ মাকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড
সিআইএনঃ এল১৭১১৯ডব্লুবি১৯৩৫পিএলসি০৪৬১১১
রেজি. অফিসঃ ৯/১, আর. এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন নং.ঃ ০৩৩-২২৬২ ৪৪১৩
ই-মেলঃ rjm.ho@rjm.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.rameshwarajute.com

পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২৮.০১.২০২৬ তারিখে অনুমোদিত, ৩১.১২.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / নয় মাসের জন্য নিরীক্ষিত নয় এমন আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস। (অন্যথা উল্লেখ না থাকলে সমস্ত পরিমাণ লক্ষ টাকায়)

ক্রম. নং.	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী তিন মাস শেষ হয়েছে ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছর তিন মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সংশ্লিষ্ট নয় মাস শেষ হয়েছে চলতি বছরের তারিখ ৩১.১২.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সংশ্লিষ্ট নয় মাস যা শেষ হয়েছে পূর্ববর্তী বছরে ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী সময়ের জন্য বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত পরিসংখ্যান ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	০.০৮	১৬.০৩	১৩.১৫	২০.৬৬	৩২.৩৩	৩৮.২৩
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	(৬৫.৯৬)	(৫৫.২৮)	(৪৮.০৫)	(১৮২.১১)	(১৫৯.০৫)	(২৩৬.২৬)
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	(৬৫.৯৬)	(৫৫.২৮)	(৪৮.০৫)	(১৮২.১১)	(১৫৯.০৫)	(২৩৬.২৬)
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	(৮২.৭৭)	(৫৫.২৮)	(৪৮.০৫)	(১৯৮.৯২)	(১৫৯.০৫)	(১৬২.১৬)
৫	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {(কর পরে) এবং অন্যান্য সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত ব্যাপক আয় (কর পরে)}	৪.৯৬	(১৬০.৭৪)	(৭৮.৩০)	(১১০.০০)	২০৯.০৪	১,৩৮৭.৫৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১
৭	রিজার্ভ (আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৯,৫১৩.৯৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিক নয়)						
	ক) মৌলিক	(৩১.১০)	(২০.৭৮)	(১৮.০৬)	(৭৪.৭৬)	(৫৯.৭৭)	(৬০.৯৫)
	খ) মিশ্র	(৩১.১০)	(২০.৭৮)	(১৮.০৬)	(৭৪.৭৬)	(৫৯.৭৭)	(৬০.৯৫)

মন্তব্যঃ
(ক) ক) উপরোক্ত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটঃ http//rameshwarajute.com/quartarly_results.php এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
খ) কোম্পানির (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ অনুযায়ী, ৩১.১২.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / নয় মাসের নিরীক্ষিত নয় এমন আর্থিক ফলাফলের বিবৃতিতে কোনো ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয় সমন্বয় করা হয়নি।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮.০১.২০২৬

দ্য রামেশ্বর জুট মিল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
আর.পি. পারসারি
(চেয়ারম্যান)
ডিআইএন - ০০৮৬৯২২২

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নং : ডব্লু_২_৬২৩_১৬_আন্ডার-ওয়াটার, তারিখ ২২.০১.২০২৬। কাজের নাম** : সাবমার্সিবল রিমোটলি অপারেটেড রোবোটিক ভেহিকল (আরওআরভি) ব্যবহার করে পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে ব্রিজ নং ২এ (আরএইচএ-কেএনজে), ১৭এ (কেএনজে-এলজিএল), হাওড়া ডিভিসনে ব্রিজ নং ৮ (বিডিসি-এনএইচ), ২০ (বিডিসি-কেডব্লুএই), ২১৭ (কেডব্লুএই-এজেড), ২৩০ (কেডব্লুএই-এজেড) এবং মালদা ডিভিসনে ব্রিজ নং ৩৪০/এ (এনএফকে-এমএলডিটি), ৩৮৩/ডি (এনএফকে-বিএইচডব্লু), ৪১ (এনএফকে-এমএলডিটি)-এর আন্ডার ওয়াটার পরিদর্শন। **কাজের আনুমানিক মূল্য :** ২৫,০০,৫৫১.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্য জমা:** ৫০,০০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **কাজ শেষের সময়সীমা :** ১২ মাস। টেন্ডারনথিপত্রের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করার জন্য টেন্ডারারদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।

(MISC-370/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/048/36/2025-2026/UTTARAN
Name of the Work: **Repairing of Prives in Uttaran areas at 14B Banerjee Lane, 195 B.B. Ganguly Street etc. in ward no. 48, BR-V**; Estimated Cost: **Rs.2,97,666.94** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00**; Period of Completion: **40 Days**; Last date and time of submission of Bid: **09.02.2026 - 11 a.m.**; Date and Time of opening of Tender: **11.02.2026 - 11 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **28.01.2026 - 5 p.m.**;

2. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/036/23/2025-2026/UTTARAN
Name of the Work: **Repairing of Uttaran Sewer System at 11/2/H/5 Harshi Street and surrounding areas in ward no. 36**; Estimated Cost: **Rs.4,43,560.58** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.9,000.00**; Period of Completion: **30 Days**;

3. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/036/27/2025-2026/UTTARAN
Name of the Work: **Repairing of Uttaran passages at 7 Harshi Street, 24 North Sealdah Road and Different places in ward no. 36**; Estimated Cost: **Rs.4,43,877.37** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.9,000.00**; Period of Completion: **30 Days**;

4. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/036/28/2025-2026/UTTARAN
Name of the Work: **Improvement of Uttaran Sewer System at 5 Sibtala Lane, 7 Harshi Street and Adjacent areas, in ward no. 36**; Estimated Cost: **Rs.4,43,839.53** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.9,000.00**; Period of Completion: **30 Days**;

5. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/040/31/2025-2026/UTTARAN
Name of the Work: **Development of passages from 16 to 14A Nabin Kundu Lane and 24B College Row to 44 K.C. Sen Street in ward no. 40 under BR-V**; Estimated Cost: **Rs.4,06,779.09** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.9,000.00**; Period of Completion: **30 Days**;

6. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/040/32/2025-2026/UTTARAN
Name of the Work: **Repairing of Uttaran Passages at Arpuli Lane and other different places in ward no. 40**; Estimated Cost: **Rs.4,43,124.78** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.9,000.00**; Period of Completion: **30 Days**;

7. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/040/33/2025-2026/UTTARAN
Name of the Work: **Repairing of Uttaran Prives at Keshab Chandra Sen Street and other different Uttaran areas in ward no. 40**; Estimated Cost: **Rs.3,28,714.13** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.7,000.00**; Period of Completion: **30 Days**; Last date and time of submission of Bid: **13.02.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 7); Date and Time of opening of Tender: **16.02.2026 - 11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 7); The bid forms and other details are available on and from **30.01.2026 - 5 p.m.** (for Sl. No. 2 to 7); The website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7);

The Executive Engineer (Civil)/BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/069/090/2025-2026/R
Name of the Work: **Development of road surfaces to reduce road dust near 6/2 to 9 Gurusaday Road in ward no. 69, BR-VIII**; Estimated Cost: **Rs.3,21,493.25**; Earnest Money: **Rs.6,500.00**; Period of Completion: **60 Days**; Last date and time of submission of Bid: **09.02.2026 - 12 noon**; Date and Time of opening of Tender: **11.02.2026 - 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **30.01.2026 - 12 noon**;

2. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/090/59/2025-2026/UTTARAN
Name of the Work: **Renovation of Uttaran Latrine roofs at 24, 21, 23J Panchanantala Uttaran & other Uttaran area in ward no. 90**; Estimated Cost: **Rs.2,88,733.49** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.5,800.00**; Period of Completion: **90 Days**;

3. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/090/58/2025-2026/UTTARAN
Name of the Work: **Installation of New Uttaran Latrine doors at 2no. Lake Camp & others Uttaran areas in ward no. 90**; Estimated Cost: **Rs.2,04,538.86** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.4,100.00**; Period of Completion: **100 Days**; Last date and time of submission of Bid: **07.02.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 2 & 3); Date and Time of opening of Tender: **09.02.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 2 & 3); The bid forms and other details are available on and from **30.01.2026 - 12 noon** (for Sl. No. 2 & 3); The website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3);

The Executive Engineer (Civil)/BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/IX/073/033/2025-2026 (2nd Call)
Name of the Work: **Supplying, fitting and fixing of Pit covers are in different Uttaran areas in ward no. 73**; Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs.1,99,822.00**; Earnest Money: **Rs.4,000.00**; Period of Completion: **75 Days**; Last date and time of submission of Bid: **05.02.2026 - 2 p.m.**; Tender will be opened on: **07.02.2026 - 2 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **29.01.2026 - 2 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/BR-XI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: APAS/114/152/135/02/008/25-26
Name of the Work: **Renovation of road with underground facilities and allied works at B-112, D-28 Purba Anandapally and surrounding area in ward - 114, BR-XI**; Estimated Cost: **Rs.1,48,930.72** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.3,000.00**; Period of Completion: **60 Days**;

2. NIT No.: APAS/114/152/121/03/039/25-26
Name of the Work: **Maintenance of road and allied works at Natun Pally in ward no. 114**; Estimated Cost: **Rs.3,96,233.00** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.8,000.00**; Period of Completion: **60 Days**;

3. NIT No.: APAS/113/152/152/03/037/25-26
Name of the Work: **Improvement drain with road at 14 no. Goli Opposite of Sonali Sangha Club in ward no. 113, BR-XI**; Estimated Cost: **Rs.4,97,287.00** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.10,000.00**; Period of Completion: **45 Days**;

4. NIT No.: APAS/113/152/150/02/038/25-26
Name of the Work: **Maintenance of C.C. Road & underground sewer line at Sarat Pally in ward No. 113, BR-XI**; Estimated Cost: **Rs.3,92,381.00** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.8,000.00**; Period of Completion: **40 Days**;

5. NIT No.: APAS/113/152/172/02/016/25-26
Name of the Work: **Renovation work of C.C. Road at 19- B.B.-46 at Bondipur Road in ward no. 113, BR-XI**; Estimated Cost: **Rs.1,98,149.00** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.4,000.00**; Period of Completion: **35 Days**;

6. NIT No.: APAS/113/152/160/01/007/25-26
Name of the Work: **Renovation work with others allied work at A/79 Sonali Park in ward no. 113, BR-XI**; Estimated Cost: **Rs.2,95,994.00** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00**; Period of Completion: **45 Days**; Starting date and time of submission of Bid (online): **28.01.2026 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 6); Last date and time of submission of Bid (online): **04.02.2026 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 6); The Tender will be opened on: **06.02.2026 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 6); The website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6);

CORRIGENDUM
1. NIT NO. KMC/EE(C)/Br-XII/107/117/25-26,
2. NIT NO. KMC/EE(C)/Br-XII/107/111/25-26,
3. NIT NO. KMC/EE(C)/Br-XII/107/116/25-26,
4. NIT NO. KMC/EE(C)/Br-XII/107/124/25-26,
5. NIT NO. KMC/EE(C)/Br-XII/107/141/25-26,
6. NIT NO. KMC/EE(C)/Br-XII/107/121/25-26,
Published in this newspaper on **16.01.2026 (Key No. 1968/25-26)** of **Engineering (Civil)/Br-XII Department** (for Sl. No. 39, 44, 46, 43, 21, 36 respectively). Last date and time of submission of bid will be read as **03.02.2026 upto 12 noon** instead of 28.01.2026 upto 12 noon (for Sl. No. 1 to 6 respectively). Tender will be opened on **05.02.2026 up to 1 p.m.** instead of 30.01.2026 up to 1 p.m. (for Sl. No. 1 to 6).

2084/25-26

রূপচর্চা

পুরুষদের জন্য সতর্কবার্তা, ত্বকের যত্নে অবহেলা করলে অকালে গ্রাস করতে পারে বার্ধক্য

ত্বকের যত্ন-এই শব্দদুটি শুনলেই এখনও অনেক পুরুষের ভ্রু কুঁচকে যায়। সমাজে দীর্ঘদিন ধরেই এমন একটি ধারণা প্রচলিত যে রূপচর্চা বা স্কিন কেয়ার শুধুমাত্র নারীদের বিষয়। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাস্তব চিত্র ঠিক উল্টো। দৈনন্দিন জীবনে পুরুষদের ত্বক নারীদের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বাইরে কাজ করা, বাইক চালানো, রোদ-ধুলো-দূষণের মধ্যে দীর্ঘ সময় কাটানো-এই সব কিছুর সরাসরি প্রভাব পড়ে ত্বকের উপর। কিন্তু যত্ন? সেদিকে নজর দেওয়ার সময় যেন অনেকেরই নেই। ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, বাইরে থেকে এসে মুখ না ধোয়া বা ত্বক পরিষ্কার না করাই পুরুষদের মধ্যে দ্রুত ত্বকজনিত সমস্যার অন্যতম বড় কারণ। সারাদিনের ধুলো, ধোঁয়া, ঘাম ও দূষণ ত্বকের কোষে জমে এক ধরনের আস্তরণ তৈরি করে। এই ময়লা পরিষ্কার না হলে ত্বকের রন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ দেখা দেয় ব্রণ, ব্ল্যাকহেডস, ত্বকের কালচে ভাব এবং অকাল বার্ধক্যের ছাপ। বিশেষজ্ঞদের প্রথম পরামর্শ, বাইরে থেকে এসেই মুখ ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া। বিশেষ করে যারা প্রতিদিন বাইক চালান বা দীর্ঘ সময় রাস্তায় থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হেলমেট পরা থাকলেও ত্বকে ঘাম জমে, যা ধুলো-ময়লার সঙ্গে মিশে ত্বকের ক্ষতি করে। যাঁরা মুখ ঢাকা হেলমেট ব্যবহার করেন না, তাঁদের জন্য পরামর্শ-সবসময়

পকেটে ওয়েট টিস্যু রাখা। বাইক থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ মুছে নিলে অন্তত উপরের স্তরের ময়লা কিছুটা হলেও দূর হয়। অনেক পুরুষই যে ভুলটি করেন তা হল-যা আছে তাই ব্যবহার করা। সাবান হোক বা যে কোনও সাধারণ ফেসওয়াশ। কিন্তু ত্বক বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, পুরুষদের ত্বকে স্বাভাবিকভাবেই তেলের মাত্রা বেশি থাকে। তাই ক্রিম বেসড ফেসওয়াশের পরিবর্তে জেল ফেসওয়াশ ব্যবহার করাই সবচেয়ে উপযোগী। জেল ফেসওয়াশ ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করে, রন্ধ্র পরিষ্কার রাখে এবং ব্রণের সম্ভাবনা কমায়। দিনে অন্তত দু'বার-সকালে ও রাতে-ফেসওয়াশ ব্যবহার করা উচিত। ত্বকের গভীরে জমে থাকা মৃত কোষ ও ময়লা সাধারণ ফেসওয়াশে পুরোপুরি দূর হয় না। সেজন্য সপ্তাহে অন্তত একদিন স্ক্রাব করা বাধ্যতামূলক বলে মত বিশেষজ্ঞদের। স্ক্রাব ত্বকের মৃত কোষ তুলে ফেলে, রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং ত্বককে করে তোলে উজ্জ্বল ও সতেজ। তবে মনে রাখতে হবে, বেশি স্ক্রাব করাও ক্ষতিকর। সপ্তাহে একদিনই যথেষ্ট।

অনেকেই স্ক্রাব করার পর ত্বক শুকনো লাগলে সেটাকে স্বাভাবিক ভেবে নেন। কিন্তু এটিই ভুল। স্ক্রাবের পর ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে ভালো মানের ময়েশ্চারাইজার বা ক্রিম ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। এতে ত্বক নরম থাকে এবং ক্ষতি কম হয়। পুরুষদের মধ্যে সানস্ক্রিন ব্যবহার নিয়ে এখনও অনীহা দেখা যায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট জানাচ্ছেন-রোদে বেরোলে সানস্ক্রিন ব্যবহার না করলে ত্বকের বার্ধক্য দ্রুত বাড়ে। সূর্যের ক্ষতিকর ইউভি রশ্মি ত্বকের কোলাজেন নষ্ট করে, ফলে দেখা দেয় বলিরেখা, কালচে দাগ ও ত্বকের ঢিলাভাব। অতএব, বাইরে বেরোনোর অন্তত ১৫ মিনিট আগে SPF যুক্ত সানস্ক্রিন লাগানো উচিত, তা সে অফিস হোক বা বাইক রাইড।

ত্বকের যত্ন মানেই বিলাসিতা নয়। এটি স্বাস্থ্য সচেতনতারই অংশ। প্রতিদিন কয়েক মিনিট সময় দিলেই ত্বক থাকবে সুস্থ, উজ্জ্বল ও তরুণ। নিয়ম মেনে চললে একদিকে যেমন ত্বকের ক্ষতি হয় না, তেমনই অকাল বার্ধক্যের ছাপ থেকেও নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

অতএব, আজ থেকেই পুরুষদের স্কিন কেয়ারকে গুরুত্ব দিন। কারণ সুস্থ ত্বক শুধু সৌন্দর্যের নয়, আত্মবিশ্বাসেরও চাবিকাঠি।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের অধীনে অসম, ব্যাংলা ও বিহারে ৮২টি স্টেশনে ২০২টি অতিরিক্ত স্টপেজের অনুমোদন

মালিগাঁও, ২৮ জানুয়ারিঃ যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, ভারতীয় রেলওয়ে

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের ৮২টি স্টেশনে ট্রেনের ২০২টি অতিরিক্ত স্টপেজের অনুমোদন দিয়েছে। এই অতিরিক্ত স্টপেজগুনি রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি, ছোট ও উদীয়মান এলাকাগুলির যাত্রীদের জন্য সহজগম্যতা উন্নত করা এবং দীর্ঘদিনের জনগণের দাবি পূরণের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে অনুমোদন করা হয়েছে। এই স্টপেজগুলি শীঘ্রই কার্যকর হবে এবং যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া ও কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য পুঙ্খানুপুখভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই পদক্ষেপের অধীনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রিমিয়াম ট্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, নিউ জলপাইগু।ী-গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের জন্য রঙিয়ায়, আনঃদ বিহার-আগরতলা-আনঃদ বিহার রাজধানী এক্সপ্রেস নিউ হাফলং এবং নিউ কোচবিহারে, কলকাতা-সাইরাং-কলকাতা এক্সপ্রেস কাটাখালে এবং গুয়াহাটি-সাইরাং-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস কাটলিঘ।ায় স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে উত্তরবঙ্গ, বিহার ও অসমে রেল যাত্রা আরও শক্তিশালী হয়েছে। এছা।াও, নিউ দিল্লি-ডিব্রূ।-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস এখন ধেমাজি, শিবসাগর টাউন এবং বিশ্বনাথ চারিয়ালি স্টেশনে থামবে, যা আপার অসমের যাত্রীদের জন্য রাজধানী পরিষেবায় উন্নততর সুবিধা প্রদান করবে। এছাড়াও, গুয়াহাটি-হাও।া-গুয়াহাটি, ডিব্রূ।-হাওড়া-ডিব্রূ।, কামাখ্যা-পুরী-কামাখ্যা, শিলচর-ওয়াহাটি-শিলচর এবং আলিপুরদুয়ার-দিল্লি-আলিপুরদুয়ার এক্সপ্রেস পরিষেবা সহ গুরুত্বপূর্ণ মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিকেও এই বর্ধিত স্টপেজ পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। এই পরীক্ষামূলক স্টপেজের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন বেছে নেওয়া হয়েছে, যেখানে রঙিয়া, নলবাড়ি, বরপেটা রোড, গোয়ালপাড়া টাউন, বাসুগাঁও, ডাংতল, কোকড়াঝাড়, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, শিবসাগর টাউন, ধেমাজি, লঙ্কা, হোজাই, বিশ্বনাথ চারিয়ানি, আলুয়াবাড়ী রোড, বাগডোগরা, ডালখোলা, সামসি, হরিশ্চন্দ্রপুর, রানিনগর জলপাইগুড়ী, নিউ মাল জং. সেবক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই স্টপেজগুলি সেমি-আর্বান ও গ্রামীণ এলাকার যাত্রীদেরকে উপকৃত করবে, কারণ এর ফলে প্রধান জংশনগুলিতে ভ্রমণের সময় কমিয়ে যাবে এবং দূরপাল্লার ও প্রিমিয়াম ট্রেনগুলির সাথে উন্নততর সংযোগের সুযোগ তৈরি হবে। এই অতিরিক্ত স্টপেজগুলি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পর্যায়ক্রমে কার্যকর করা হবে। যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা অফিসিয়াল রেলওয়ে অনুসন্ধান ব্যবস্থা এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপডেটেড ট্রেনের সময়সূচী পরীক্ষা করে নেন। উত্তর-পূর্ব এবং সংলগ্ন অঞ্চলের জনগণের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেল সংযোগ মজবুত করতে এবং উন্নত ভ্রমণ সুবিধা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

'এটা খুন ছাড়া আর কিছুই নয়' আইসিই বন্ধের দাবিতে তীব্র বিস্ফোরণ নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির

নিউ ইয়র্ক, ২৮ জানুয়ারি ঃ মার্কিন অভিবাসন দপ্তর ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)-এর ভূমিকা ঘিরে ফের উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র। অভিবাসন বিরোধী অভিযানের নামে নির্বিচারে গুলিচালনায় একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় এবার সরাসরি আইসিই বন্ধ করে দেওয়ার দাবি তুললেন নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি। সোশাল মিডিয়া পোস্ট থেকে শুরু করে প্রকাশ্য সাক্ষাকার-সব জায়গাতেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ও আইসিই-র কড়া সমালোচনায় সরব হয়েছেন তিনি। এক্স (সাবেক টুইটার)-এ দেওয়া এক পোস্টে মামদানি লেখেন, দিনের আলোয় রেনি গুডকে হত্যা করেছে আইসিই। তাঁর দাবি, এটি কোনও দুর্ঘটনা নয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে সংঘটিত একটি খুন। একই পোস্টে তিনি আরও লেখেন, মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই তারা অ্যালেক্স প্রেটিকে হত্যা করেছে। তাঁর শরীরে ১০ বার গুলি চালানো হয়েছে। প্রতিদিন আমরা দেখছি কীভাবে মানুষকে তাদের গাড়ি, তাদের বাড়ি, তাদের জীবন থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আমরা আর আপস করতে পারি না। আইসিই-কে বন্ধ করতেই হবে। এই মন্তব্য ঘিরে দেশজুড়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিবাসন বিরোধী অভিযানে আইসিই-এর ক্ষমতা, আচরণ এবং জবাবদিহি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন মানবাধিকার সংগঠন, বিরোধী রাজনীতিক ও সাধারণ নাগরিকরা। মামদানির বক্তব্য, আমেরিকার গণতন্ত্রের ভিত ন।য়ে দিচ্ছে এই ভয় আর দমনপীড়নের রাজনীতি। একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে নিউ ইয়র্কের মেয়র বলেন, আমি মনে করি আমরা যা দেখেছি, তা ভয়াবহ। অনেক আমেরিকানকে বলা হচ্ছে-তোমরা নিজেদের চোখ-কানকে বিশ্বাস কোরো না। বাস্তবকে অস্বীকার করতে বলা হচ্ছে। কিন্তু মানুষ সব দেখছে, সব বুঝছে। তাঁর দাবি, প্রশাসন ইচ্ছে করেই নসত্যকে আড়াল করতে চাইছে। রেনি গুডের হত্যার ভিডিও সামনে এনে মামদানি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এই ঘটনা খুন ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ভিডিওতে দেখা যায়, কীভাবে আইসিই কর্মীরা দিনের আলোয় একজন নিরস্ত্র মানুষকে ঘিরে ধরে এবং মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। মামদানির অভিযোগ, আইনের নামে ভয় ছ।নোই এখন আইসিই-এর কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরাসরি আক্রমণ করে মামদানি বলেন, মানুষের মনে যে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা শুধু মিনিয়াপোলিস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই ভয় নিউ ইয়র্কের মানুষের মনেও আছে। মানুষের জীবনকে সন্ত্রাসপূর্ণ করে তোলা হয়েছে,-এমনটাই দাবি তাঁর। তিনি আশ্বাস দেন, নিউ ইয়র্ক শহরে যেন এমন কোনও ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে তিনি সব রকম পদক্ষেপ করবেন। মামদানি আরও জানান, তিনি প্রেসিডেন্টকে স্পষ্ট করে বলেছেন যে আইসিই যেভাবে তল্লাশি ও অভিযান চালাচ্ছে, তা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং অমানবিক।

তাঁর কথায়, আমেরিকার মানুষ সত্য জানতে চায়, সত্য দেখতে চায়। ভয় দেখিয়ে সেই সত্য ঢেকে রাখা যাবে না। এই ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মিনিয়াপোলিসে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক এক ঘটনা। শনিবার রাতে সেখানে অভিবাসী নীতির বিরুদ্ধে চলা একটি বিক্ষোভে গুলিচালনার ঘটনা ঘটে। তাতে একজন যুবকের মৃত্যু হয়। এক মাসের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আইসিই অভিযানে প্রাণ গেল কোনও নাগরিকের নিহতরা কেউই অবৈধ অভিবাসী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন মার্কিন নাগরিক। তাতেই আইসিই-এর ' লক্ষ্যবস্তু' এবং অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ নিয়ে তীব্র প্রশ্ন উঠেছে। নিহত অ্যালেক্স প্রেটি ছিলেন ৩৭ বছরের এক স্বাস্থ্যকর্মী। আইসিইউ-তে ভর্তি.

জাপানকে বার্তা কিম জং উনের

২৮ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই এবার জাপানের দিকে নজর ফেরাল উত্তর কোরিয়া। উত্তর কোরিয়ার সর্বময় নেতা কিম জং উনের নির্দেশে মঙ্গলবার পূর্ব সাগরের দিকে পরপর দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র ছো।া হয়েছে বলে জানিয়েছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা সূত্র। এই ঘটনায় ফের অশান্ত হয়ে উঠেছে পূর্ব এশিয়ার কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি। বিশেষ করে জাপানের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন-এর কাছাকাছি ক্ষেপণাস্ত্র পড়ায় বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে টোকিও।

নাম পরিবর্তন

I, Abdur Rahaman mallick and nick name is Romjan Ale Mallick, Son of Abdul Rejak Mallick Resident at vill: Furtura -P.oP.S-jangi Para Dist: Hooghly Pin-712706. আমার আধার ভোটার ও প্যান কার্ডে সঠিক নাম Abdur Rahaman Mallick (NeJà থাকলেও আমার L R Parcha (পর্চায়) আমার নাম ভুলবশত Romjan Ali Mallick, Son of Radul Rejak Mallick লিপিকা হয়েছে। তাই শ্রীরামপুর জুডিশিয়াল ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্টেটের ৩ ২৭ শে জানুয়রী ২০২৬ তারিখের এফিডেবিট বলে সর্বপ Abdr Rahaman Mallick Son ob. Lt Abdur Rejak Mallick Abdur Rejak and Romjan Ali Mallick Son of Radul Rejak Mallick are one-and the same Person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Numan (Old Name) S/O–Zillar Rahaman resident of Vill-Dattabagtor , Po-Kurunnahar , Ps-Labpur , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731303 do hereby declared that I have changed my name from Sk Numan to Nurman Sekh and henceforth I shall be known as Nurman Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/01/2026. My name Nurman Sekh & Sk Numan both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

I Samiran Ghosh, son of Gopal chandra Ghosh, Resident at vill Biprapur PO: Ilahipur P.S. Haripal, Dist: Hooghly Pin-712707 But on my father's Aadhar card vide Card No-3734 0142 3999 and votar Card vide No WB27184558513 his name wrongly recorded as Gopal Ghosh, For this গত 22.01.2026 তারিখে, আলিপুর 1st class Judicial Magistrate এর এফিডেফিট বলে এখন থেকে Gopal Chandra Ghosh and Gopal Ghosh একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Ummer Sk (old name) S/o- Late Majim Sekh residing at Nagrai, Koklamari, Dist-Malda, Pin-732208 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from UMMER SK to UMAR ALI and henceforth I shall be known as UMAR ALI (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 28/01/2026. UMMER SEKH (old name) and UMAR ALI (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ayesha Shaikh (old name) W/o- Rejaul Shaikh residing at Alfa Purba Madhyapara , Baniakhari, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741124 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AYESHA SHAIKH to AYESHA KHATUN and henceforth I shall be known as AYESHA KHATUN (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 28/01/2026. AYESHA SHAIKH (old name) and AYESHA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prosenjit Panja S/o Late Nityananda Panja Residing at Vill - Mansinghapur, P.o - Mansinghapur, P.s - Jagatballavpur, District - Howrah, Pin-711404, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Nader Chand Panja (Old Name) shall henceforth be known as Nityananda Panja (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 28-01-2026. I declare that my deceased father Nader Chand Panja (Old Name) and Nityananda Panja (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mojaffar Khan (Old Name) S/o Hararoj Khan Residing at Vill - Prasadpur, P.o - Pirpur, P.s - Ulberia, District - Howrah, Pin - 711303, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Majaffar Khan (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 28-01-2026. Mojaffar Khan (Old Name) and Majaffar Khan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sheikh Moinudin (Old Name) S/o Sk Mofijar Rahaman Residing at Mahishagot Dakshinpara, Enayetpur, Chandannagar, District - Hooghly, Pin - 712407, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Mainuddin Sheikh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 33/2026 Dated 28-01-2026. Sheikh Moinudin (Old Name) and Mainuddin Sheikh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ALAMTARA BEGAM W/o Liyakat Ali Laskar Residing at Bankra Sardar Para, P.O-Bankra, P.S.-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name ALAMTARA BEGAM instead of ALOMARAH BEGUM, which is wrongly recorded in my daughter RESHMI KHATOON's Birth Certificate(Reg No. B. G.P-III/B-351/4-2001 Dt.20/04/2001) as declared before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah Dated 16-01-2026. ALOMARAH BEGUM and ALAMTARA BEGAM both are same person.

CHANGE OF NAME

I, SHANTANU DAS S/o DIPAK KUMAR DAS(New Name) Residing at Netaji Para, P.S. Kotwali, P.O. & Dist. Jalpaiguri, Pin-735101 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name DIPAK KUMAR DAS instead of DIPAK(Old Name), which is wrongly recorded in my Voter Identity Card (No. KZC1289404) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri vide affidavit No. 88 Dated 27-01-2026. DIPAK and DIPAK KUMAR DAS both are same person.

নাম পরিবর্তন

আমি MOJAFFAR BAIDYA পিতা NANTU BAIDYA Village Chhoto Ajgara post F.S. Hat PS Nazat DIST north 24Parganas West Bengal. আমার আধার নাম্বার ৪৬৪২,১৮০২,২৪২৪ ভোটার নং NVY1243492, PAN no FJDPB5000C, আমার BIRTH CERTIFICATE AND SCHOOL CERTIFICATE MOJAFFAR BAIDYA SON OF AJIJUL BAIDYA আমি first class judicial magistrate Alipur Court AFFIDAVIT দ্বারা MOJAFFAR BAIDYA SON OF MANTU BAIDYA and MOJAFFAR BAIDYA Son of Ajijul Baidya এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Sheikh Mafizar Rehman, Sk Mafijar Rahaman (Old Name) S/o Sk Monuar Hossain Residing at Mahishagot Dakshinpara, Enayetpur, Haripal, District - Hooghly, Pin - 712407, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Mofijar Rahaman (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 32/2026 Dated 28-01-2026. Sheikh Mafizar Rehman, Sk Mafijar Rahaman (Old Name) and Sk Mofijar Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Aabutaher Mondal S/o Late Abdul Chhattar Mandal Residing at Paschim Bajitpur, Nadia Garapota, Vtc - Garapota, P.o - Garapota-Nadia, District - Nadia, Pin- 741502, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Abdulchttar Mondal, Abdulchattar Mondal (Old Name) shall henceforth be known as Abdul Chhattar Mandal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 35/2026 dated 28-01-2026. I declare that my deceased father Abdulchttar Mondal, Abdulchattar Mondal (Old Name) and Abdul Chhattar Mandal (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Aabutahera Mondal (Old Name) S/o Late Abdul Chhattar Mandal Residing at Paschim Bajitpur, Nadia Garapota, Vtc - Garapota, P.o - Garapota-Nadia, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Aabutaher Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 36/2026 Dated 28-01-2026. Aabutahera Mondal (Old Name) and Aabutaher Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mehabub Alam Sekh S/o Late Mojammel Haque Sekh Residing at Vill-Palsona, P.O. Kubajpur, P.S.-Bhatar, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713102 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my wife's actual name Anisha Begam sekh instead of Anisha Sekh, which is wrongly recorded in my daughter Habiba Sekh's Birth Certificate(Reg No.B-2021: 19-03880-000753 Dt.13/09/2021) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman Dated 11-11-2025. Anisha Begam and Anisha Sk both are same person.

CHANGE OF NAME

I, ABER ALI (old name) S/O - KHORSED MONDAL residing at VILL - TIKTIKIPARA PO - NAGRAJOLE PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN -742102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ABER ALI (old name) to ABER MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as ABER MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 28/01/2026. ABER MONDAL (new name) & ABER ALI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SANJOY MONDAL & SANJOY MONDOL (old name) S/O - PRADYUT MANDAL residing at VILL- PUTIMARI PO - PUTIMARI PS -TEHATTA DIST-NADIA PIN -741103. West Bengal, do hereby declare that. I have changed My name from SANJOY MONDAL & SANJOY MONDOL (old name) to SANJAY MANDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as SANJAY MANDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 28/01/2026. SANJAY MANDAL (new name) & SANJOY MONDAL & SANJOY MONDOL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,ARINA BIBI MONDAL (old name) W/O - ABER ALI residing at VILL-TIKTIKIPARA PO - NAGRAJOLE PS - BERHAMPORE DIST - MURSHIDABAD PIN -742102. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ARINA BIBI MONDAL (old name) to JARINA BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as JARINA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 28/01/2026. JARINA BIBI (new name) & ARINA BIBI MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Banerjee Devjit Ashim (Old Name) S/o Tamoshi Banerjee Residing at Sonartori Apartment, Flat No - 159, G/2, Ramkrishna Road, Airport 1 No Gate, Italghacha S.O, District - Kolkata, Pin - 700079, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Devjit Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 34/2026 Dated 28-01-2026. Banerjee Devjit Ashim (Old Name) and Devjit Banerjee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manoj Minni (Old Name) S/o Ratan Lal Minni Residing at 30C/BL 5/Rare Earth, 93 Narkeldanga Main Road, Phoolbagan, Vtc - Kankurgachi, P.o - Kankurgachi, District - Kolkata, Pin - 700054, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Manoj Kumar Minni (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 31/2026 Dated 28-01-2026. Manoj Minni (Old Name) and Manoj Kumar Minni (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Binoy Karmakar, Binay Karmakar (Old Name) S/o Nani Karmokar Residing at Chandigarh, Chandigar, District - North 24 Parganas, Pin - 743249, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Binay Karmokar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 27-01-2026. Binoy Karmakar, Binay Karmakar (Old Name) and Binay Karmokar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Zafar Ahmed (Old Name) S/o Sk Maslehuddin Residing at 98/H/17, Linton Street, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Zafar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 25 Dated 27-01-2026. Zafar Ahmed (Old Name) and Md Zafar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Vijay Kumar Khanna (Old Name) S/o Jugal Kishore Khanna Residing at 3/129, Azadgarh, Regent Park, District - Kolkata, Pin - 700040, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Vijay Khanna (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-01-2026. Vijay Kumar Khanna (Old Name) and Vijay Khanna (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anusua Swarnokar (Old Name) D/o Raja Swarnakar Residing at 10, Bidya Bagish Lane, Bally, District - Howrah, Pin - 711201, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Anusua Swarnakar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-01-2026. Anusua Swarnokar (Old Name) and Anusua Swarnakar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anuradha Mishra (Old Name) D/o Late Naresh Kumar Mishra W/o Piar Chand Residing at 4-1F Block, P S Arham, P.o - Newtown, P.s - Bidhannagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700156, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Anuradha Bhatt (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 28-01-2026. Anuradha Mishra (Old Name) and Anuradha Bhatt (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bani Bibi (Old Name) W/O–Lalbabu Sk resident of Vill-Dattabagtor , Po-Kurunnahar , Ps-Labpur , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731303 do hereby declared that I have changed my name from Bani Bibi to Bani Khatun and henceforth I shall be known as Bani Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/01/2026. My name Bani Khatun & Bani Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mojibur Rahaman (Old Name) S/O–Talebur Hossain resident of Hatgachha , Sundipur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Mojibur Rahaman to Majibur Sk and henceforth I shall be known as Majibur Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/01/2026. My name Majibur Sk & Mojibur Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Khaleque (Old Name) S/O–Riyajuddin Sk residing at Vill-Kolan Beldarpara , PO-Kolan Radhakantapur , PS-Ranitala , Murshidabad, West Bengal 742123 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Khaleque to Abdul Khalek and henceforth I shall be known as Abdul Khalek (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 28/01/2026. My name Abdul Khalek & Abdul Khaleque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Banura Bibi (Old Name) W/O–Abdul Khalek residing at Vill-Kolan Beldarpara , PO-Kolan Radhakantapur , PS-Ranitala , Murshidabad, West Bengal 742123 do hereby declared that I have changed my name from Banura Bibi to Banu Bibi and henceforth I shall be known as Banu Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 28/01/2026. My name Banu Bibi & Banura Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I MAYNA KHATUN, MY FATHER'S NAME AND SURNAME HAS BEEN RECORDED IN MY MADHYAMIK EXAMINATION'S ADMIT CARD REGISTRATION AND CERTIFICATE AS "MD ALI HOSSAIN SHAIKH AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 21/01/26. THAT MD. ALI HOSSAIN SHAIKH, ALI HOSSAIN SHAIKH" AND ALIHOSSAIN SK" IS THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON. MY FATHER'S ACTUAL NAME IS MD ALI HOSSAIN SHAIKH.

CHANGE OF NAME

I, Mehabub Alam Sekh S/o Late Mojammel Haque Sekh Residing at Vill-Palsona, P.O. Kubajpur, P.S.-Bhatar, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713102 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Mehabub Alam Sekh instead of Sk Mehebub Alam, my wife's actual name Anisha Begam sekh instead of Anisha Sk, which is wrongly recorded in my daughter Ishrat Sk's Birth Certificate(Reg No.B-IIIGP/404/2016 Dt.30/06/2016) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman Dated 11-11-2025. Mehabub Alam Sekh and Sk Mehebub Alam along with Anisha Begam and Anisha Sk all are same person.

CHANGE OF NAME

I, Manowara Begum (old name) W/o- Md Abdul Wazed residing at Kulgachhi, Kulgachhi , Dist-Murshidabad, Pin-742213 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MANOWARA BEGUM to MANOWARA KHATUN and henceforth I shall be known as MANOWARA KHATUN (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/01/2026. MANOWARA BEGUM (old name) and MANOWARA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Wajed (old name) S/o- Md Arshad Ali residing at Kulgacchi, Kulgacchi, Dist-Murshidabad, Pin-742213 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABDUL WAJED to MD ABDUL WAZED and henceforth I shall be known as MD ABDUL WAZED (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/01/2026. ABDUL WAJED (old name) and MD ABDUL WAZED (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mofizur Rahaman (old name) S/o- Meher Ali Mondal residing at Bhatgachi, Ranabanda, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOFIZUR RAHAMAN to MAFIJUR RAHAMAN MONDAL and henceforth I shall be known as MAFIJUR RAHAMAN MONDAL (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 28/01/2026. MOFIZUR RAHAMAN (old name) and MAFIJUR RAHAMAN MONDAL (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Masood Krim Mondal (old name) S/o- Mafijur Rahaman Mondal residing at Bhatgachi, Ranabanda, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MASOOD KRIM MONDAL to MASUD KARIM MONDAL and henceforth I shall be known as MASUD KARIM MONDAL (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 28/01/2026. MASOOD KRIM MONDAL (old name) and MASUD KARIM MONDAL (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Ser Mahammad, SO Estafan Saiekh, সানঘাটাপাড়া, ওয়ার্ড নম্বর ৭, রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং নতুন ভোটার কার্ডে Ser Mahammad, SO Estafan Saiekh নাম নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু পুরোনো ভোটার কার্ডে Dital Shaikh, SO Estefan Shaikh নথিভুক্ত রয়েছে। ০৩.১১.২০২৫ তারিখ প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Ser Mahammad, SO Estafan Saiekh Dital Shaikh, SO Estefan Shaikh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, CHINTANKUMAR DHARMENDRAKUMAR SONI son of Dharmendrakuamr Ramanlal Soni, residing at Flat No. 503, 5th Floor Tower-3, Bengal DCL Sampoorna Trithya, near Derozio College, Rajarhat, P.O. Rajarhat Gopalpur, P.S. Narayanpur Dist. North 24 Parganas, Kolkata 700136, West Bengal my son JIYAN SONI's Annual School Report Card my name has been recorded as CHINTAN SONI in place CHINTANKUMAR DHARMENDRAKUMAR SONI. That CHINTANKUMAR DHARMENDRAKUMAR SONI and CHINTAN SONI is the same and one Identical Person vide affidavit No. 10 sworn before the Notary Public at Kolkata on 27.01.2026.

CHANGE OF NAME

I, Suktara Khatun Bibi W/o Abdul Malek Residing at Vill-Naldahari, P.O. Lalgola, P.S.-Lalgola, Dist. Murshidabad, West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Suktara Khatun Bibi instead of Tuktuki Bibi and my husband's actual name Abdul Malek instead of Bappi Saikh, which is wrongly recorded in my son Kurban Saikh's Birth Certificate(Reg No.B GP/109/2011 Dt.27/01/2011) as declared before the Ld. J.M/J.M.(Addl.)/S.D.E.M. 1st Class at Lalbagh, Murshidabad Dated 13-01-2026. Tuktuki Bibi W/o Bappi Saikh and Suktara Khatun Bibi W/o Abdul Malek all are same person.

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

CIN - L74140WB1990PLC049032

রেজিঃ অফিসঃ বায়োওয়ান্ডার, লেভেল ১৭, ৭৮৯ আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৭
ফোনঃ ৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০
ইমেইলঃ csskpsecurities.com ওয়েবসাইটঃ www.skpsecurities.com

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য নিরীক্ষিত নয় এমন আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৫ (নিরীক্ষিত নয়)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (নিরীক্ষিত নয়)	বার্ষিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১।	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয়	১,০৩৭.২৬	৮৯০.০৬	৩,৮৫৫.৩৫
২।	আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফা (কর এবং অসাধারণ ব্যয় বাদ দেওয়ার পূর্বে)	৩৫৪.৩৮	২২৪.৬২	১,৩২৮.৩০
৩।	কর পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা (অসাধারণ আইটেম বাদ দেওয়ার পর)	২৬৬.৪৬	১৬৭.১২	৯৯৮.৯৫
৪।	অন্যান্য ব্যাপক আয়	(২.৩৩)	১.৬৬	(৮.৯০)
৫।	এই সময়ের মোট ব্যাপক আয় (এই সময়ের মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় সহ)	২৬৪.১৩	১৬৮.৭৮	৯৯০.০৫৫
৬।	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (অভিহিত মূল্য ১০- টাকা)	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮
৭।	সঞ্চিতি (পূর্ববর্তী বছরের উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত)	-	-	৪,৩৯০.৬৪
৮।	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের)			
	১. বেসিক (টাকা)	৩.৯১	২.৪৫	১৪.৬৭
	২. ডাইলুটেড (টাকা)	৩.৯১	২.৪৫	১৪.৬৭

দ্রষ্টব্যঃ
উপরেরটি হলো সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি অংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.skpsecurities.com) উপলব্ধ রয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের হয়ে
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
স্বাক্ষরিত-নরেশ পাচিসিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00233768

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮শে জানুয়ারি ২০২৬

ব্রোকিং-এ ব্যক্তিগত সম্পদ বিতরণ হলো ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং-এর প্রাতিষ্ঠানিক ইক্যুইটি

এনএসই এবং বিএসইঃ INZ০০০১৯৯৩৩৫ | এনএসডিএল এবং সিডিএসএলঃ IN-DP-১৫৫-২০১৫ | RA: INH ৩০০০০২৯০২ | PMS: INP০০০০০৬৫০৯ | MB: INM০০০০১২৬৭০ | AMFI: ARN ০০০৬

পশ্চিমবঙ্গে তুলে ধরলেন 'অনুপ্রবেশ সমস্যা! দুর্গাপুরে নীতিন নবীনের মঞ্চে পাশাপাশি শুভেন্দু-দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৮ জানুয়ারি ঃ দু'দিনের বঙ্গ সফরে এসেছেন বিজেপির নবনিযুক্ত

সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। গত মঙ্গলবার দুর্গাপুরের 'কমল মেলা'য় দেওয়া বক্তৃতায় ভাষণ শুরু করেছিলেন কাজি নজরুল ইসলামের নাম নিয়ে। উস্কে দিয়েছিলেন বাঙালি আবেগ। বুধবার দুর্গাপুরে জনসভাতেও তাঁর মুখে উঠে এল বাংলার মনীষিদের প্রসঙ্গ। মঞ্চে উঠে নিতিন নবীন বললেন, 'এই মাটি যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয়েছে। যিনি গোটা বিশ্বে হিন্দু ধর্মকে তুলে ধরেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে প্রণাম জানাই। নোবেল পুরস্কার জয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম জানাই। বাংলাকে বাংলাদেশ বানানোর থেকে বাঁচানোর জন্য করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।'' এদিন দুর্গাপুরে নীতিন নবীনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি, দিলীপ ঘোষ, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শশী অগ্নিহোত্রী, সুনীল বানসলকেও দেখা যায় সেখানে। ছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে, অমিতাভ চক্রবর্তী, লকেট চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র খাঁ, লক্ষণ ঘরুই এবং অনুপ সাহা-রা। নীতিন বলেন, 'আন্দোলনের ভূমি এই পশ্চিমবঙ্গ। এই বাংলাকে ফের বাংলাদেশ তৈরির প্রচেষ্টা চলছে। যেভাবে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য লড়ছে এই রাজ্য সরকার সেটা লজ্জার। যে কোনও বলিদান দিতে আমরা রাজি কিন্তু বাংলার সুরক্ষা করব বাংলাকে বাংলাদেশ হতে দেব না।'' এদিনের মঞ্চ থেকে বাংলার নারী নিরাপত্তা নিয়েও জোরাল অভিযোগ তোলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। বলেন, 'মমতা দিদি বাংলার মেয়েরা আধুনিকতার প্রতীক। বাংলার সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে বাংলার মা-বোনেরা। বাংলার মহিলাদের সুরক্ষা দিতে প্রস্তুত বিজেপির কর্মীরা।'' দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে দাঁড়িয়ে নীতিন নবীনের কথায় উঠে আসে রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতির প্রসঙ্গও। বলেন, 'দুর্গাপুরে একটা সময় শিল্প ইন্ডাস্ট্রির জায়গা ছিল। দুঃখের কথা আজ এখানে কোনও, নতুন কারখানা শিল্প হচ্ছে না। মমতা দিদি আপনার সরকার যখন এসেছিল তখন আপনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন নতুন শিল্প আসবে কিন্তু আপনি ক্ষমতায় আসার পর পুরোনো শিল্পও বন্ধ হয়ে গেছে। যে সিঙ্গুরের জন্য আপনি আন্দোলন করেছেন সেখানকার লোক আজ দুঃখী সেখানে নতুন কোনও শিল্প হয়নি কাজ হয়নি সাধারণ মানুষের।'' মহারাষ্ট্রে বিমান দুর্ঘটনায় বুধবার মৃত্যু হয়েছে সে রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের। এদিন সেই বিষয়ে শোকপ্রকাশ করেন নীতিন নবীন। বলেন, 'বিজেপির জন্য আজকের দিন শোকের। অজিত পাওয়ার এর মৃত্যু হয়েছে সমবেদনা রইলো তার পরিবারের প্রতি। অজিত পাওয়ার মহারাষ্ট্রের উন্নয়নে কাজ করেছেন।''

নবদ্বীপে বাউল-কীর্তনের মহাসমাবেশে সুকান্ত! হরিনামে তালে তালে করতাল, মঞ্চ থেকে রাজ্যকে কটাক্ষ

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ সারা ভারত কীর্তন বাউল ও ভক্তিগীতি কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে হাজারো শিল্পী-ভক্তের সমাবেশ, ঐতিহ্য ও রাজনীতির মেলবন্ধনে মুখর নবদ্বীপ। বাউল, কীর্তন ও ভক্তিগীতির সাধনাকে কেন্দ্র করে বুধবার নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত হলো এক ঐতিহাসিক শিল্পী ও ভক্ত সমাবেশ। সারা ভারত কীর্তন বাউল ও ভক্তিগীতি কল্যাণ ট্রাস্ট (শিল্পী সংসদ)-এর উদ্যোগে নবদ্বীপ রেলওয়ে রিক্রিয়েশন ময়দানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কয়েক হাজার বাউল, কীর্তন শিল্পী ও ভক্তদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর উপস্থিতিকে ঘিরে শিল্পী ও ভক্তদের মধ্যে ছিল প্রবল উচ্ছ্বাস। মঞ্চে উঠে তিনি নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী হরিনাম সংকীর্তনে অংশ নেন। 'হল' ও 'করতাল' হাতে নিয়ে শিল্পীদের সঙ্গে তালে তালে গলা মেলাতে দেখা যায় তাঁকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কণ্ঠে হরিনামের উচ্চারণে আবেগঘন হয়ে ওঠে সমাবেশস্থল। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা সিদ্ধার্থ নস্কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী অপর্না নন্দী, শিল্পী সংসদের বিভিন্ন জেলার নেতৃত্ব সহ নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত

মজুমদার বলেন, বাউল ও ভক্তিগীতি শুধুমাত্র সংগীত নয়, এটি ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই শিল্পীদের জীবনসংগ্রাম ও সাধনাকে সম্মান জানানো সকলের কর্তব্য। ভবিষ্যতেও বাউল, কীর্তন ও ভক্তিগীতি শিল্পীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। তবে বক্তব্যের একাংশে তিনি রাজ্য সরকারের শিল্পী ভাতা প্রসঙ্গ তুলে সমালোচনা করেন। পাশাপাশি হিন্দু ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্নে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক একটি মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, তিরিশ শতাংশের গুরুত্ব বেশি, কিন্তু বাকি সত্তর শতাংশের গুরুত্ব নেই-এই মানসিকতা বদলাতে হবে। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি। সংগঠনের পক্ষ থেকে সিদ্ধার্থ নস্কর বলেন, আমরা যারা এত কষ্টের মধ্যেও লড়াই করে চলেছি, এই কষ্ট ব্যর্থ যাবে না। মন্ত্রীকে একনজর দেখার জন্য ময়দানে হাজার হাজার শিল্পী ও ভক্তের ভিড় জমে। সেই স্মরণীয় মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন উপস্থিত সকলে। উদ্যোক্তাদের মতে, নবদ্বীপের মাটিতে এই সমাবেশ একদিকে যেমন ভক্তির আবহ তৈরি করেছে, তেমনই বাউল ও কীর্তন শিল্পীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সক্ষম হয়েছে। এই মহতী আয়োজন নবদ্বীপের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মত স্থানীয়দের।

জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠে একটি জেলা-স্তরের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিসিডব্লিউ এবং টিডি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) বুলুচিক বারাইক, জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (জেডিপি), রৌনক আগরওয়াল, আইএএস, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ি হ্যারিস রশিদ, আইএএস, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ডিএলএন্ডএলআরও), জলপাইগুড়ি, তমোজিত চক্রবর্তী, ডাব্লুবিসিএস (এক্সিকিউটিভ), এসডিও, জলপাইগুড়ি সদর, মিহির কর্মকার, বিডিও, সদর, বিনয় কুমার রায়, সভাপতি, সদর পঞ্চায়েত সমিতি, জলপাইগুড়ি এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিরা সুসজ্জিত বাংলার বাড়ি ট্যাবলো পতাকা উত্তোলন করেন। পাট্টা বিতরণ, বাংলার বাড়ি লোগো এবং কীচেন সম্বলিত টুপি বিতরণ, বসার জায়গা এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং সোশ্যাল মিডিয়া রিল তৈরি প্রতিযোগিতাও ছিল অনুষ্ঠানের আকর্ষণ।

এসআইআর শুনানিতে ডাক তৃণমূল সাংসদের বাড়ির সদস্যদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৮ জানুয়ারি ঃ এসআইআর শুনানিতে ছাড় পাচ্ছেন না জনপ্রতিনিধিরাও। মুর্শিদাবাদ তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেন, বাইরন বিশ্বাসের পর এবার পালা মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর লোকসভার তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমানের। এসআইআর শুনানির নোটিশ আসলো তাঁর বাড়িতেও। সাংসদের নিজের নামে শুনানির নোটিশ না এলেও তাঁর স্ত্রী, ভাইপো, ভাইঝি এবং ভাইয়ের বউ সহ বাড়ির মোট সাতজনের নামে এসআইআর-এর শুনানির নোটিশ পৌঁছেছে। তৃণমূল সূত্রে গেছে ,সাংসদ খলিলুর রহমানের স্ত্রী রাশেদা বিবি, সাংসদের ভাইয়ের বউ কাউসার পারভিন, সাংসদের ভাইপো ইউসুফ বারি, ইউনুস বারি, জামিলুর রহমান, মতিউর রহমান এবং ভাইজি তাজমিরা খাতুনের নামে শুনানির নোটিশ ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে। সাংসদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে 'লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি'র তালিকায় নাম থাকায় সাংসদের পরিবারের ৭ সদস্যের নামে শুনানির নোটিশ জারি হয়েছে। স্ত্রী সহ পরিবারের ৭ সদস্যের নামে এসআইআর -এর নামে শুনানির নোটিশ জারি হওয়া প্রসঙ্গে খলিলুর রহমান বলেন, বিজেপি শুধুমাত্র মিথ্যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে। তারা মানুষের পাশেও থাকেনা এবং মানুষের জন্য কাজও করে না। উল্টে মানুষকে হয়রানি করাই তাদের কাজ। বিজেপি-র একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা দখল করা। তিনি আরও বলেন, সোমবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ বিএলও এসে আমার পরিবারের সাতজনের নামে এসআইআর শুনানির নোটিশ দিয়ে গেছে।

গৃহবধূর মৃত্যু, গ্রেফতার ভাসুর

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৮ জানুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর শ্রীরামপুর বেলতলা এলাকায় মর্মান্তিক ঘটনা। গত ১১ জানুয়ারি দীপান্বিতা দেবনাথ নামে এক গৃহবধূ বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ির লোকজন দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সময় অপমানসূচক কথাবার্তা বলত এবং মানসিকভাবে অত্যাচার করত। সেই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে দীপান্বিতা দেবনাথ আত্মঘাতী হন বলে পরিবারের দাবি। এই ঘটনায় গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ির তিনজনের বিরুদ্ধে নাদনঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় গত ১৫ জানুয়ারি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে নাদনঘাট থানার পুলিশ। তদন্তের অগ্রগতিতে গতকাল মৃতার ভাসুর সঞ্জীব কর্মকারকে নবদ্বীপ থানার প্রাচীন মায়াপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে কালনা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক অভিযুক্তকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের পাশাপাশি উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥
-ঃ আমমোক্তারনামা ঃ-
(১) প্রনব দাস, পিতা- ঁসতীশ চন্দ্র দাস, (২) মঞ্জু দাস, স্বামী-জয়দেব দাস, (৩) মুকুল দাস, পিতা- ঁকানাইলাল দাস, (৪) সুজিত দাস, পিতা- ঁকানাইলাল দাস, (৫) মৌমিতা লাহা, স্বামী- শ্রীকান্ত লাহা, (৬) রুমা মন্ডল, স্বামী- মানিক মন্ডল, (৭) তাপসী দাস, স্বামী- ঁবঙ্কিম চন্দ্র দাস, (৮) বিতান দাস, পিতা- ঁবঙ্কিম চন্দ্র দাস, সকলের ঠিকানা- জেলা-হুগলী, থানা- ভদ্রেশ্বর, নবগ্রাম পশ্চিম, পোঃ- মানকুন্ডু, সকলে যৌথভাবে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর রেজিষ্ট্রী অফিসে ৩৪২৫/২০২৪ আমমোক্তার নামা পত্র বলে জেলা-হুগলী, মৌজা-নবগ্রাম, জে.এল. নং.-৩, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং. ৮৩২, ০.২৫ একর কলাবাগান, দাগ নং. ৮৩৪, ০.২৬ একর সম্পত্তি আমাকে-মনোজ কোলে, পিতা- ঁরাজু কোলে-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইন অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি
মনোজ কোলে
আমমোক্তার

বিশ্বভারতী- সত্যজিৎ রায় ফিল্ম টেলিভশন ইনস্টিটিউট মৌ স্বাক্ষরঃ সূচনা নতুন কোর্স

দেবর্ষি মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২৮ জানুয়ারি ঃ বিশ্বভারতী- সত্যজিৎ রায় ফিল্ম টেলিভশন ইনস্টিটিউটের মধ্যে মৌ স্বাক্ষর হলো বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল লাইব্রেরি কনফারেন্স হলে। এই সই স্বাক্ষরের ফলে অচিরেই বিশ্বভারতীতে পারফর্মিং আর্ট ও ভিস্যুয়াল আর্ট পারস্পরিক পরিপূরক হিসেবে স্বনির্ভরতা, শিল্প প্রসারের ভাবনা এবং সংশ্লিষ্ট কোর্সের দিগন্তকারী প্রারম্ভের এক যুগান্তকারী সূচনা ঘটাতে চলেছে। এদিনের মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর ভাইস চ্যান্সেলর প্রবীর কুমার ঘোষ, সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষা শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায় ফিল্ম টেলিভশন ইনস্টিটিউটের রেজিস্ট্রার দীপক কুমার, প্রতিষ্ঠানের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সমীরণ দত্ত প্রমুখ। উল্লেখ্য, এর আগেও কলাভবনের সঙ্গে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম টেলিভশন ইনস্টিটিউটের কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই নুতন উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বভারতীর পড়ুয়া এবং সত্যজিৎ রায় ফিল্ম টেলিভশন ইনস্টিটিউট পারস্পরিক ভাবে লাভবান হবে, বলে উভয়পক্ষ মনে করছে। ইতিমধ্যে, বিশ্বভারতীর স্টুডিওর পুনর্উন্নয়ণ ঘটেছে। সেখানে পারফর্মিং আর্ট এবং ভিস্যুয়াল আর্ট এক ছাতার তলায় কাজ করে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে প্রোডাকশন করতে পারবে, বলে জানান বিশ্বভারতীর ভাইস চ্যান্সেলর প্রবীর কুমার ঘোষ। তিনি জানান, ইতিমধ্যে এই বিষয়ে একটি প্রোফর্মা এবং গাইড লাইন তৈরি করা হয়েছে। যা স্টুডিও ব্যবহারের সময় অনুসরণ করতে হবে। এছাড়াও আত্মনির্ভর শিল্প ভাবনার প্রসারে এটি উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা পালন করবে। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম টেলিভশন ইনস্টিটিউটের পক্ষে বলা হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে কথা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন ভবনের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক হবে। বিশ্বভারতীর নিজস্ব পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিষ্ঠান সেই অংশের উপর কোর্স করাতে পারে। বিশ্বভারতীর ড্রামা, থিয়েটার, ফটোগ্রাফি, বিভিন্ন আর্ট এবং জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন সহ বিভিন্ন বিষয়ে আদানপ্রদান করতে সক্ষম হবে এবং সেগুলো নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হবে।

মিউটেশন CASE নং MN/2025/0503/7710 ব্লক, বালী জগাছা, মৌজা- বালী. J.L.14. R.S দাগ নং 8521, L. R দাগ নং- 26174, R.S খতিয়ান নং- 2421, L.R. খতিয়ান নং- 16103, নীলাদ্রি মৈত্র s/o ঁরবীন্দ্র নাথ মৈত্র, তৃষ্ণা ব্যানার্জ্জী কে D/o ঁরবীন্দ্রনাথ মৈত্র, W/o পুষ্কর মৈত্র, IV 177, D.S.R. HOWRAH, এত নং দলিলে 0.0433(A) পরিমল জমি বিক্রয় করার জন্য পাওয়ার দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তির আপত্তি থেকে থাকে তবে বালী B.L.R.O করুন। (বালী জগাছা) অফিসে যোগাযোগ করুন।

রাজাহাটের কমার্শিয়াল কোর্টে
(উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি ও নদিয়া জেলার জন্য)
টাইটেল সুট (কমার্শিয়াল) নং ১০৯ /২০২৪
মিনু পাত্র ও আরও চারজন ..... বাদী
- বনাম -
মৈত্রেয়ী হাজরা ও আরও তিনজন ...... বিবাদী
নোটিস
প্রাপকঃ
শ্রীমতী মনিমালা জানা,
স্বামী গোবিন্দ প্রসাদ জানা,
ঠিকানা - ১১৬ /১/১ এক্স রোড,
ডাকঘর- নেতাজীগড়, থানা- লিলুয়া,
জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০৮
(বিবাদী নং ৪)
এই মর্মে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, বাদীপক্ষ আপনার বিরুদ্ধে ও অন্যান্য বিবাদীদের বিরুদ্ধে টাইটেল সুট (কমার্শিয়াল) নং ১০৯ /২০২৪ দায়ের করেছেন। এই মামলায় বাদীপক্ষ আদালতের কাছে নিচের বিষয়গুলো চেয়েছেন-
১) ৩১ মে ২০২৪ ও ৭ জুন ২০২৪ তারিখের দলিল, যা বিবাদী নং ১ বিবাদী নং ৩ ও ৪-এর নামে করেছেন, সেগুলোকে বেআইনি, বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণা করা
২) উক্ত দলিলগুলো বাতিল করার নির্দেশ
৩) মামলার তফসিলভুক্ত সম্পত্তির খাস দখল বাদীদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া
৪) একটি আবশ্যিক নিষেধাজ্ঞা, যার মাধ্যমে বিবাদীদের নির্দেশ দেওয়া হবে যে, তফসিলে লেখা ও H-1 নামক সংযুক্ত নকশায় দেখানো সম্পত্তির অংশের খালি ও শান্তিপূর্ণ দখল বাদীদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে
৫) প্রয়োজনে সম্পত্তি জব্দ,
৬) রিসিভার নিয়োগ,
৭) কমিশনার নিয়োগ,
৮) মামলার খরচ,
এবং
৯) আইন অনুযায়ী অন্যান্য প্রাপ্য প্রতিকার।
আপনাকে এই নোটিস প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে, নিজে অথবা একজন আইনজীবীর মাধ্যমে, রাজাহাট কমার্শিয়াল কোর্টে হাজির হয়ে আপনার পক্ষের বক্তব্য পেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হলো।
পরবর্তী শুনানির তারিখঃ ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
যদি আপনি নির্ধারিত সময়ে হাজির না হন, তাহলে আপনার অনুপস্থিতিতেই আইন অনুযায়ী মামলার শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।
Apurba Kumar Ghosh
Advocate
Howrah Judge's Court

নোটিশ
আমমোক্তারনামা
মৃন্ময় কান্তি নন্দী পিতা-মৃগাঙ্গশেখর নন্দী ও শ্যামলী নন্দী স্বামী- মৃণাল কান্তি নন্দী সাং- বোলপুর মিশনকম্পাউন্ড, বীরভূম। বিগত ইং ২৫.১২.২০২২ তারিখে A.D.S.R BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত ১ নং বাহির ১৩২৫৭ নং আমমোক্তারনামায় মিলন দত্ত পিতা-শ্যামাপদ দত্ত বোলপুর, দেবেন্দ্রগঞ্জ, বীরভূম ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহার তপশীল জেলা-বীরভূম থানা বোলপুর মৌজা-কমলকান্তপুর JL-৬১ খতিয়ান নং-৭৬২,৭৬৩ দাগ নং-৫৪১,৫৪১ /১০১৪ পরিমান ০.১৮ একর যাহা হীর মুখোপাধ্যায় ঘোষকে ১২.০৩.২০২৫ তারিখে A.D.S.R BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত ১ নং বাহির I-2901 কোবলা দলিল মুলে বিক্রয় করেছেন।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রামান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে। ইতি
আইনজীবী বোলপুর কোর্ট, বীরভূম

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
টেন্ডার নং ৭০ /২৫/০০২৯, তারিখঃ ২২.০১.২০২৬। ডব্লিউএজি-৯এইচ শ্রেণির মালবাহী বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের জন্য 'ইন্টিগ্রেটেড লোকোমোটিভ কিট' সংগ্রহের উদ্দেশ্যে টি / কেস নং ৭০/২৫/০০২৯-এর বিপরীতে নিম্নলিখিত সংশোধনীটি প্রস্তুত করা হয়েছে, অর্থাৎ টেন্ডার খোলার তারিখ (টিওডি) পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। (পূর্বের)ঃ ২৪.০১.২০২৬। যা হবেঃ ২৩.০২.২০২৬।
PR2/290 AMM/HQII/CLW/Chittaranjan
আমাদেরকে লাইক করুনঃ www.facebook.com/clwrailways

CORRIGENDUM
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-85/2025-26 (SL No-01), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-86/2025-26 (SL. No 01 to 03), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-100/2025-26 (SL. No-01 to 03), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-101/2025-26 (SL No 01 to 03), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-102/2025-26 (SL-03 & 04), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-103/2025-26 (SL No 02,03,06 to 12), WEMAD/DKM/CP/e-NIT-109/2025-26 (SL No-08). WBMAD/DKM/CP/e-NIT-110/2025-26 (SL No 01 to 06), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-116/2025-26 (SL No-03 to 07) & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-117/2025-26.
Bid Submission closing date (Online) **10/02/2026 instated of 27/01/2026** and Bid Submission opening date (Online)- **12/02/2026 instated of 29/01/2026**. Details may be seen from www.wbtendens.gov.in the official website of e-tender. All other terms & conditions will remain unchanged.
Sd/-Chairperson
Dankuni Municipality

NOTICE OF LOSS OF SHARES OF
ITC LIMITED
Regd. Off. Virginia House,37, Jawaharlal Nehru Road,,
Kolkata West Bengal – 700071
Notice is hereby given that the following share certificates has been reported as lost/misplaced andCompany intends to issue duplicate certificates in lieu thereof, in due course. Any person who has a valid claim on the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days hereof.

Name of the holder	Folio no.	No. of shares (Re.1/- F.V)	Certificate No.(s)	Distinctive No.(s) From - To
Mr. Yazdi Phiroze Katpitia	11/00451	4580	133513 to 133514	39769811 to 39774390
Mr. Yazdi Phiroze Katpitia	11/00451	2290	133515 to 133516	2523313936 to 2523316225
Mr. Yazdi Phiroze Katpitia	11/00451	6870	169628	3866223122 to 3866229991

Place : Kolkata, Date : 29-01-2026
Pakzad Yazdi Katpitia

TARAKESWAR MUNICIPALITY
E-TENDER NOTICE
The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of SBM works under Tarakeswar Municipality: Construction of CT-PT under SBM of Tarakeswar Municipality

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2026_MAD_994710_1	29.01.26	16.02.26	18.02.26
2	2026_MAD_994710_2	29.01.26	16.02.26	18.02.26
3	2026_MAD_994710_3	29.01.26	16.02.26	18.02.26
4	2026_MAD_994710_4	29.01.26	16.02.26	18.02.26
5	2026_MAD_994710_5	29.01.26	16.02.26	18.02.26
6	2026_MAD_994710_6	29.01.26	16.02.26	18.02.26
7	2026_MAD_994710_7	29.01.26	16.02.26	18.02.26
8	2026_MAD_994710_8	29.01.26	16.02.26	18.02.26
9	2026_MAD_994710_9	29.01.26	16.02.26	18.02.26
10	2026_MAD_994710_10	29.01.26	16.02.26	18.02.26
11	2026_MAD_994710_11	29.01.26	16.02.26	18.02.26
12	2026_MAD_994710_12	29.01.26	16.02.26	18.02.26
13	2026_MAD_994710_13	29.01.26	16.02.26	18.02.26
14	2026_MAD_994710_14	29.01.26	16.02.26	18.02.26
15	2026_MAD_994710_15	29.01.26	16.02.26	18.02.26
16	2026_MAD_994710_16	29.01.26	16.02.26	18.02.26
17	2026_MAD_994710_17	29.01.26	16.02.26	18.02.26
18	2026_MAD_994710_18	29.01.26	16.02.26	18.02.26
19	2026_MAD_994710_19	29.01.26	16.02.26	18.02.26

Details information will be available from the website-
http://wbetenders.gov.in
Sd/- Chairman,
Tarakeswar Municipality

নদীর করালগ্রাস থেকে মানুষ ও প্রকৃতিকে রক্ষা করতে শুরু হয়েছে ম্যানগ্রোভ নার্সারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৮ জানুয়ারি ঃ কথায় বলে নদীর ধারে বাস, দুঃখ বারো মাস। প্রতিবছর বর্ষা এলেই নদীভাঙনের আতঙ্কে দিন কাটে নদী তীরবর্তী হাজার হাজার মানুষের। কখনও বসতভিটে, কখনও চাষের জমি, আবার কখনও গোটা গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় মুহূর্তেই। তবে এই ভাঙনের বিরুদ্ধে এবার এক নতুন আশার আলো। বিপদ মুক্তির স্বাদ পাচ্ছেন এলাকার মানুষ। নদীর করালগ্রাস থেকে মানুষ ও প্রকৃতিকে রক্ষা করতে শুরু হয়েছে ম্যানগ্রোভ নার্সারি। নদীর চরে লাগানো হচ্ছে ম্যানগ্রোভ গাছ, যা প্রাকৃতিকভাবে নদীবাঁধকে মজবুত করবে। বর্ষা শুরু হলেই নদীর জলস্তর বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বাড়ে নদীভাঙনের আশঙ্কা। প্রবল স্রোত আর অপরিকল্পিত বাঁধ, সবমিলিয়ে নদী তীরবর্তী মানুষের জীবন হয়ে ওঠে অনিশ্চিত। এই নদীই একদিকে যেমন জীবিকার উৎস, অন্যদিকে তেমনি ভয়ংকর শত্রু। প্রতিবছর ভাঙনে ঘরছাড়া হন অসংখ্য পরিবার। ভিটেমাটি হারিয়ে অনেকে আশ্রয় নেন বাঁধের ওপর কিংবা খোলা আকাশের নিচে। এই বুঝি নতুন করে ভাঙন, এই ভয়াবহ বাস্তবতার মাঝেই আশার আলো ভাঙনের হাত থেকে মুক্তি পেতে শুরু হল ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ এবং নার্সারি তৈরি।

OFFICE OF THE
DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ
DEV BLOCK
PIRTALA,MURSHIDABAD,PIN-74302
e-mail:dahaparagp@gmail.com
NOTICE INVITING TENDER
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender. **Tender (NITe) No:-11/DGP/15TH FC/2025-26,** Dated:27-01-2026. The last date for ONLINE submission of tender **10-01-2026 up to 11:00 Hours.** Furthur details **https://wbtenders.gov.in/nicgep/**app contact to office hours.
Sd/- Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

Office of the
SINGTI GRAM PANCHAYAT
P.O.:-SINGTI SHIBPUR, PIN-711226, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No. WB/HZP/UNPur/SINGTI/12/2025-26, Dated: 28/01/2026
The Pradhan, Singti Gram Panchayat invites e-tender for Installation of a Submersible pump. Bid Submission closing date (online) **04/02/2026 at 11.00 AM.** Bid Opening date for Technical Proposal (online): **06/02/2026 at 11.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Singti Gram Panchayat

Place-Jalpaiguri
In the Court of ld Civil Judge Senion Division at Jalpaiguri
Mise. Judicial [Succession] Case No. 46 of 2025
Gopa Das [Pal] wife of Late Anup Das, by religion-Hindu, by occupation School Teacher, residing at Adar para, Ward No. II under Jalpaiguri Municipality, P.S.-Kotwali, Po. District- Jalpaiguri, Pin-735101
..........Petitionen.
-বিজ্ঞপ্তি-
এতদ্বারা উক্ত দরখাস্তকারিণীর এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি যাহা মৃত অনুপ পাল, যাহা তিনি, তাহার জীবদশায় পরিচালনা করিতেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ওয়ারিশ হিসেবে তাহার স্ত্রী, অত্র উক্ত মোকদ্দমার দরখাস্তের দরখাস্ত কারিনি [গোপা দাস পাল] উক্ত তাহার স্বামীর উক্ত ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সত্বে অত্র মাননীয় আদালতে সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য একখানি দরখাস্ত করিয়াছেন। দরখাস্তকারীনির দাখিলি দরখাস্ত কেন মঞ্জুর হইবে না, বা উক্ত দরখাস্ত মঞ্জুরে কারো কোনো আপত্তি থাকলে আপনি / আপনারা স্বয়ং বা আপনার/ আপনাদের উকিলবার মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগামী ৩০ [ত্রিশ] দিন মধ্যে আদালতে হাজির থাকিয়া উপযুক্ত আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় আপনার / আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।
SCHEDULE OF THE SECURITIES
SAVINGS BANK PASS Book Sche me:- Public Provident Fund, Account No. 09613 31311, Post Office Name: Jalpaiguri Head office, CIF ID No. 073138593 Account open Date 16/5/2006, Mode of operation Self, Date of maturity. 31/3/2022; Total Amount Shown till 04.06.2022 in the account is Rs. 8,33,803/-[Eight Lakhs Thirty thaee Thousand and Eight Hundred Three only] and the petitionen Eigentitled to get the said amount with interest accursued thereon."
By Order
Subhamoy Roy
SHARISTADAR
Civil Judge Senior Division,
Jalpaiguri

OFFICE OF THE
DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NO-17/15 th CFC/2025-26
For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for the work of: CONSTRUCTION OF COMMUNITY TOILET. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in** from **27.01.2026 at 18.00 Hours to 04.02.2026 up to 17.00 Hours.** The pre-qualification documents alone will be opened on **09.02.2026 at 17.00 hours.**
Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

নোটিশ
আমমোক্তারনামা
কল্পনা সরকার স্বামী -অপূর্ব সরকার সাং- সুরুল, শ্রীনিকেতন বীরভূম। বিগত ইং ০৩।০২।২০২১ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বাহির ১৫ নং আমমোক্তারনামায় অমিতাভ সরকার পিতা- অপূর্ব সরকার সাং- সুরুল, শ্রীনিকেতন, বীরভূম ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহার তপশীল জেলা-বীরভূম থানা-বোলপুর মৌজা-সুরুল JL- ১০৪ খতিয়ান নং-৫৮ দাগ নং- ৪৪৬৪ পরিমান -০.০৮ একর যাহা সুভাষ সরকার কে ১৫.০২.২০২৪ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্টীকৃত ১ নং বাহির I-1510 কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করেছেন।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রামান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে। ইতি
আইনজীবী বোলপুর কোর্ট, বীরভূম

ম্যানপাওয়ার-এর প্রয়োজনীয়তা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ১১৮-এসজিইউডি-এলওসিও-ক্লি নিং-২৬, তারিখঃ ১৫-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** ডিজেল লোকো শেড, শিলিগুড়ি জংশন, উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ের ২ বছর সময়ের জন্য "লোকো ক্লিনিং (এইচএইচপি এবং ইলেকট্রিক লোকো), স্যান্ড ফিলিং (এইচএইচপি এবং ইলেকট্রিক লোকো), ব্রেক রিগিং কিট ক্লিনিং (এইচএইচপি এবং ইলেকট্রিক লোকো), গিয়ার কেস ক্লিনিং (এইচএইচপি লোকো) এবং ফিল্টার ক্লিনিং (ইলেকট্রিক লোকো)" -এর জন্য ২৩ জন ম্যানপাওয়ার (৬ জন আধা-দক্ষ এবং ১৭ জন অদক্ষ) এবং ৫% এলআরর সাথে ১ সুপারভাইজার-এর প্রয়োজন। **নিবিদা মূল্যঃ** ১,৮০,৬৬,৫০২/- টাকা। **বায়নার ধনঃ** ২,৪০,৪০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.GeM.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ফর্ম নং ১৪
[প্রবিধান ৩৩(২) দেখুন]
রেজিস্টার্ড ডাকযোগে / সরাসরি, অন্যথায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে
রিকভারি অফিসারের কার্যালয় - ।/॥।
ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল,
কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৮ ম তলা, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি,
জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০০৭১
ডিমান্ড নোটিশ
ঋণ পুনরুদ্ধার ও দেউলিয়াত্ব আইন, ১৯৯৩-এর ২৫ থেকে ২৮ ধারা এবং আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলের ২ নং বিধি অনুসারে নোটিশ।
আরসি / ৭৫৫ / ২০১৯
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
অমিত শ্রীবাস্তব
প্রতি,
(সিডি ১) অমিত শ্রীবাস্তব,
২৪ / ১, সাউথ বেহালা রোড, বারিশা ইয়ুথ ক্লাবের কাছে,
কলকাতা-৭০০০৬১
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)**-এর প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক **ওএ / ৫৭২ / ২০১৫** মামলায় প্রদত্ত আদেশ অনুসারে জারি করা রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী, আপনার (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে/ সম্পূর্ণভাবে/ সীমিতভাবে) নিকট **২,৪৬৪,৫৬৫.০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশত পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র)** এবং ১৫.০৭.২০১৫ তারিখ থেকে আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১২.২০ শতাংশ সরল সুদে মামলা চলাকালীন ও ভবিষ্যত সুদসহ এবং ২৭,০০০/- টাকা (সাতাশ হাজার টাকা মাত্র) খরচ বাবদ পাওনা হয়েছে।
২. এতদ্বারা আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরিউক্ত অর্থ পরিশোধ করুন, অন্যথায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পাওনা ঋণ পুনরুদ্ধার আইন, ১৯৯৩ এবং তদধীন বিধিমালা অনুসারে পাওনা আদায় করা হবে। ৩. এতদ্বারা আপনাকে পরবর্তী শুনানির তারিখের পূর্বে বা সেই তারিখে একটি হলফনামার মাধ্যমে আপনার সম্পত্তির বিবরণ ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ৪. পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আপনাকে ২৯।০১।২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে অধস্তন কর্মকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ৫. উপরিউক্ত অর্থের অতিরিক্ত, আপনাকে নিম্নলিখিত অর্থও পরিশোধ করতে হবেঃ
(ক) সার্টিফিকেটকার্যকরী কার্যক্রমের এই নোটিশ জারির অব্যবহিত পর থেকে শুরু হওয়া সময়ের জন্য প্রদেয় সুদ।
(খ) এই নোটিশ এবং ওয়ারেন্ট ও অন্যান্য প্রক্রিয়া জারির জন্য এবং পাওনা অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়।
আমার স্বাক্ষর এবং ট্রাইব্যুনালের সীলমোহর দ্বারা প্রদত্ত, এই তারিখেঃ ০৪।০৮।২০২৫।
স্বাক্ষর /- পুনরুদ্ধার কর্মকর্তা
ভারত সরকার
কলকাতা ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল-৩

UNITY Small Finance Bank
Unity Small Finance Bank Limited
কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুর্জ (ই) মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮
সুরক্ষিত সম্পত্তির ই-নিলাম বিক্রয়ের জন্য সর্বসাধারণের বিজ্ঞপ্তি
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড হলো সেন্ট্রাম ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের সাথে ২৬.১০.২০২১ তারিখে সম্পাদিত ব্যবসা হস্তান্তর চুক্তির বলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার একজন স্বত্বগ্রহীতা এবং সুরক্ষিত পাওনাদার। আমি, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা অবহিত করছি যে, পাওনা আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি 'অনলাইন ই-নিলাম'-এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। সম্পত্তিটি নিচে উল্লিখিত অন্যান্য শর্তাবলী ছাড়াও কঠোরভাবে 'যে অবস্থায় যেমন আছে', 'যা আছে যেমন আছে' এবং 'কোনো প্রতিকারবিহীন' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতার নাম	দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকার পরিমাণ)
১. গ্রিন হাই ডেভেলপার প্রাইভেট লিমিটেড। ২. মুনমুন সাহা। ৩. গৌতম সাহা। ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর -USFBKOLLOAN000005010020	০৫.০৩.২০২৬ বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত	১,৯৫,০০,০০০ /- টাকা
	সম্পত্তির ই-নিলামের তারিখ ও সময় ০৬.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত।	বায়না জমার পরিমাণ (টাকায়) ১৯,৫০,০০০ /- টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়ঃ ২০.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬ (দুপুর ১২.০০ থেকে দুপুর ০২.০০ পর্যন্ত)।
দাবি নোটিশ অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণের পরিমাণ (টাকায়)ঃ ৯৯,৭২,২০৩.০৬ টাকা (নিরানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার দুইশত তিন টাকা এবং ছয় পয়সা মাত্র) ০৬।০৬।২০২৫ তারিখ অনুযায়ী।
সম্পত্তির বিবরণঃ পূর্ব কলকাতা এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ফেজ-১, সুরাড সেক্টর সিএমডিএ-এর ব্লক-জিএ, সেক্টর এফ ও জি-তে অবস্থিত এমআইজি-২ ক্যাটাগরির প্লট নং ১৩৬-এর একটি জমি, যার পরিমাপ প্রায় ১৭৩ বর্গমিটার (কিছুটা কম বা বেশি হতে পারে), ঠিকানা ১৪৭৬ রাজডাঙ্গা মেইন রোড, কলকাতা-৭০০১০৭, থানা- কসবা, ওয়ার্ড নং ১০৭, ২৪ পরগনা জেলার স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত।
জমিটির সীমানা নিম্নরূপ (বন্ধক / বিক্রয় দলিল অনুযায়ী)ঃ পূর্ব- ১২.০ মিটার চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- ১.৫ মিটার সার্ভিস লেন, উত্তর- প্লট ১৩৫ দ্বারা, দক্ষিণ- ১২.০ মিটার চওড়া রাস্তা।

ঋণগ্রহীতার নাম	দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকার পরিমাণ)
১. রাজ জুয়েলার্স ২. বিশ্বজিত ঘোষ। ৩. মায়া সাহা। ৪. গনেশ ঘোষ ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর -USFBKOLLOAN000005017182	০৫.০৩.২০২৬ বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত	৪২,৪৫,০০০ /- টাকা
	সম্পত্তির ই-নিলামের তারিখ ও সময় ০৬.০৩.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত।	বায়না জমার পরিমাণ (টাকায়) ৪,২৪,৫০০ /- টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়ঃ ২১.০২.২০২৬ এবং ২৩.০২.২০২৬ (দুপুর ১২.০০ থেকে দুপুর ০২.০০ পর্যন্ত)।
দাবি নোটিশ অনুযায়ী সুরক্ষিত ঋণের পরিমাণ (টাকায়)ঃ ৩৭,২১,৩০৪.৬৮ টাকা (সাঁইত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার তিনশত চার টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র) ০৬-০১-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী।
সম্পত্তির বিবরণঃ প্রায় ২ কাঠা ১ ছটাক ৪০ বর্গফুট পরিমাপের সম্পূর্ণ জমি এবং তার উপর নির্মিত কাঠামোসহ, যা মৌজা-আমডাঙ্গা, জে.এল.নং-৪৮, তৌজি নং-১৩, আর.এস.নং-৯০-এর অন্তর্ভুক্ত, এল.আর. খতিয়ান নং-৭৭৩ / ১ (বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং-১৬৮৫) এবং আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং-১৮৮০-এর অধীনে, থানা-আমডাঙ্গা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা-তে অবস্থিত, যার সীমানা নিম্নরূপঃ সীমানা (প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী)- উত্তরঃ আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং-১৮৮০-এর জমি যা স্কিম প্লট নং সি/ ২, দক্ষিণঃ অর্ধেন্দু বিশ্বাসের জমি, পূর্বঃ করুণা সামন্তের জমি, পশ্চিমঃ মায়ারানীর জমি।
ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলীঃ ১. সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না এবং বিক্রয়টি সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড** কর্তৃক নিশ্চিতকরণের অধীন। সম্পত্তিটি কঠোরভাবে 'যেমন আছে যেখানে আছে' এবং 'যেমন আছে যে অবস্থায় আছে' এবং 'কোনো প্রতিকারবিহীন ভিত্তিতে' বিক্রি করা হবে। **২.** ই-নিলামটি ব্যাংকের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স আরকা ইমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর মাধ্যমে ওয়েব পোর্টাল www.auctionbazaar.com-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। **৩.** অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা এবং অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত ই-নিলাম টেন্ডার নথি www.auctionbazaar.com-এ উপলব্ধ। **৪.** বিডারদের একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। ইচ্ছুক বিডারদের জন্য ই-মেইল আইডি থাকা আবশ্যক, কারণ সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং মেসার্স আরকা ইমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড (Auctionbazaar.com) কর্তৃক আইডি ও পাসওয়ার্ড বরাদ্দ ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হতে পারে। **৫.** সম্ভাব্য যোগ্য বিডাররা মেসার্স আরকা ইমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ফ্ল্যাট ১৪০৫, সি ব্লক, এমপিএম সান্থা শ্রীরাম পিনাকল, ইয়েলা রেড্ডি গুডা, আমিপেট, হায়দ্রাবাদ - ৫০০ ০৭৩, ভারত থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। ওয়েবসাইটঃ www.auctionbazaar.com। হেল্পলাইন নম্বরঃ +৯১-৮৩৭০ ৯৬৯৬৯৬, +৯১-৭২০৭৯৪১০১০। ইমেল আইডিঃ contact@auctionbazaar.com, support@auctionbazaar.com, ই-নিলামের তারিখ পর্যন্ত। অনুমোদিত কর্মকর্তা/ ব্যাংক বা মেসার্স আরকা ইমার্ট প্রাইভেট লিমিটেড (Auctionbazaar.com) কেউই কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যা / বিদ্যুৎ বিভ্রাট/ অন্য কোনো প্রযুক্তিগত/ ত্রুটি/ ব্যর্থতার জন্য দায়ী থাকবে না। এই ধরনের আকস্মিক পরিস্থিতি এড়াতে আগ্রহী বিডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন ই-নিলাম ইভেন্টে সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি সহ প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত থাকেন। **৬.** জামানতের অর্থ (ইএমডি) আরটিজিএস / ডিডি/ এনইএফটি ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর ০২৬৮৮১৩০০০০২১২২২, ব্যাংকের নামঃ ইয়েস ব্যাংক লিমিটেড, শাখাঃ কালানগর, গ্রেটার মুম্বাই, সুবিধাভোগীর নামঃ **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড,** আইএফএসসি কোড _YESB0000268-এ জমা দিতে হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, জামানতের জন্য চেক/ ডিমান্ড ড্রাফট গ্রহণ করা হবে না। **৭.** সংরক্ষিত মূল্যের কম এবং / অথবা জামানতের অর্থ ছাড়া কোনো দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। দরদাতারা তাদের পরবর্তী দর ৫০,০০০।- টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)-এর গুণিতকে বাড়াতে পারেন। **৮.** সফল দরদাতাকে সফল দরদাতা ঘোষণার পরপরই দরপত্রের পরিমাণ/ বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ (ইতিমধ্যে প্রদত্ত জামানতের অর্থ সহ) প্রদান করতে হবে। সফল দরদাতা ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অর্থ জমা দেবেন, যা প্রযোজ্য টিডিএস সাপেক্ষে হবে। **৯.** যদি সফল দরদাতা উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী বিক্রয় মূল্য জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে জামানত সহ সমস্ত জমা দেওয়া অর্থ কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে। তবে, অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অর্থ প্রদানের জন্য আরও যুক্তিসঙ্গত সময় বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এবং এটি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবেচনার উপর নির্ভর করবে। **১০.** প্রক্রিয়া অনুযায়ী ই-নিলাম সমাপ্তির পর ব্যর্থ দরদাতাদের ইএমডি (আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট) এর অর্থ সুদ ছাড়াই ফেরত দেওয়া হবে। **১১.** অনুমোদিত কর্মকর্তার দেওয়া বিবরণ তার জ্ঞান, বিশ্বাস এবং রেকর্ড অনুযায়ী সর্বোত্তমভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না। **১২.** আমি, অধঃস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি বা কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার, অথবা বিক্রয় স্থগিত / মুলতবি/ বাতিল করার বা বিক্রয়ের যেকোনো শর্তাবলী পরিবর্তন করার নিরঙ্কুশ অধিকার ও বিচক্ষণতা রাখি। **১৩.** দরদাতাদের সম্পত্তির উপর আরোপিত চার্জ / দায়বদ্ধতা সম্পর্কে বিচক্ষণতার সাথে অনুসন্ধান করা উচিত এবং দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির মালিকানা, পরিমাণ ও গুণমান সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা উচিত। সম্পত্তির উপর আরোপিত চার্জ, দায়বদ্ধতা এবং অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কিত কোনো ধরনের দাবি অনলাইন দরপত্র জমা দেওয়ার পর গ্রহণ করা হবে না। **১৪.** সম্পত্তির বিক্রয়ের উপর যেকোনো বকেয়া, পাওনা, কর, চার্জ, তা বিধিবদ্ধ হোক বা অন্য কোনো প্রকার, যার মধ্যে স্ট্যাম্প ডিউটি / নিবন্ধন ফি অন্তর্ভুক্ত, তা কেবল ক্রেতাকেই বহন করতে হবে। **১৫.** আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় অবস্থিত **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড**-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা শ্রী বিক্রম মানহাস, মোবাইল নং ৯৮১০৩৯৪২৪৩, শ্রী মিঠুন বসু, মোবাইল নং ৯৮৩০৫৬৩৫০৩ এবং স্থানীয় কর্মকর্তা (কলকাতা) শ্রী শুভজিত নস্কর, মোবাইল নং ৯৮৮৩৫৪৩৮৫৪, শ্রী সোমনাথ শীল, মোবাইল নং ৯০৩৮১৪১৭০৪-এর সাথে যোগাযোগ করুন। **১৬.** সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর বিক্রয় সনদপত্র জারি করা হবে এবং তার ১৫ দিন পর পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী ও অনুমোদিত কর্মকর্তার নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে বিক্রয় সনদপত্রের নিবন্ধীকরণসহ (যদি প্রয়োজন হয়) স্থাবর সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করা হবে। এছাড়াও, বিক্রয় সনদপত্রটি শুধুমাত্র ক্রেতা(দের) নামেই জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে জারি করা হবে না। **১৭.** ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ)-কে এতদ্বারা সারফেইসি বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮ এবং ৯ অনুসারে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে এবং এই বিক্রয়টি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে নির্ধারিত নিয়মাবলী / শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে। **১৮.** নিলাম বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাংকের ওয়েবসাইট- https://theunitybank.com/ regulatory-disclosures.html-এ দেখা যাবে।
এই বিজ্ঞপ্তিটি সারফায়েসি আইন এবং তদনুযায়ী প্রণীত বিধিমালা অনুসারে ঋণগ্রহীতা / জামিনদার/ বন্ধকদাতার প্রতি বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ হিসেবেও গণ্য হবে।
স্থানঃ কলকাতা, তারিখ- ২৯।১।২০২৬
অথোরাইজড অফিসার- ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

যুব বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়ে কান্না বাংলাদেশের

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ২৮ জানুয়ারিঃ বাংলাদেশ বনাম আইসিসি লড়াই যেন থামছেই না। সিনিয়র দলের পর এবার সরব বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ শিবির। যুব বিশ্বকাপ থেকে গ্রুপ পর্বে ছিটকে যাওয়ার পর আইসিসির বিরুদ্ধে 'অন্যায্য সূচি' বানানোর অভিযোগ তুলল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। সমালোচনার কেন্দ্রে-অতিরিক্ত ভ্রমণ, হঠাৎ সূচি বদল আর অনুরোধ উপেক্ষা। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের গেম ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর হাবিবুল বাশার সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন সূচি পরিকল্পনা নিয়ে। তাঁর কথায়, ''এটা অজুহাত মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের সূচি খুব কঠিন ছিল।'' বাংলাদেশ দল ৬ জানুয়ারি জিম্বাবোয়েতে পৌঁছয়। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে হয় মাসভিঙ্গো ও হারারেতে-দুই শহরের দূরত্ব প্রায় চার ঘণ্টা। এরপর গ্রুপ পর্ব ও সুপার সিক্স মিলিয়ে বারবার হারারে-বুলাওয়ায়ো যাতায়াত করতে হয়েছে দলকে। আইসিসি এবার ঘরোয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা করেনি। সমস্ত দলের বাসেই আসা-যাওয়া। হারারে থেকে বুলাওয়ায়ো প্রায় ন'ঘণ্টার পথ। যা একাধিকবার পাড়ি দিয়েছে বাংলাদেশ টিম। হাবিবুল জানান, ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে ক্রিকেটারদের ক্লান্তি এড়াতে বিসিবি নিজেদের খরচে অভ্যন্তরীণ বিমানের ব্যবস্থা করে। অথচ, অন্যদিকে ভারত পুরো টুর্নামেন্টেই বুলাওয়ায়োতে থেকেছে। অস্ট্রেলিয়া প্রায় পুরো পর্ব খেলেছে নামিবিয়ার উইন্ডহুকে। এই বৈষম্য চোখে লেগেছে বাংলাদেশের।

বয়কটের বিকল্প এখনও খোলা

গ্রুপের প্রথম দুই ম্যাচ দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে পাকিস্তান

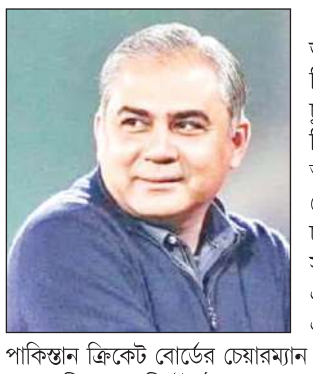

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ২৮ জানুয়ারিঃ টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট-এই প্রশ্নে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পুরো টুর্নামেন্ট নয়, আপাতত আলোচনার কেন্দ্রে শুধু ১৫ ফেব্রুয়ারির গ্রুপ 'এ' ম্যাচ। রাজনৈতিক চাপ, আইনি ঝুঁকি ও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা-সব দিক খতিয়ে দেখে এগতে চাইছে পিসিবি। টেলিকম এশিয়া স্পোর্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি সোমবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। ভারত ম্যাচ নিয়ে কী করা হবে, সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্তর থেকে নির্দেশ চাইছেন নকভি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে শুক্রবার অথবা আগামী সপ্তাহের শুরুতে। রিপোর্টমতে, নকভি আপাতত সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে রয়েছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারির সফরসঙ্গী হিসেবে। সেখানেও এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি, আগামী কয়েক দিনে কয়েকজন প্রাক্তন পিসিবি চেয়ারম্যানের মতামত নেওয়া হবে। রিপোর্ট অনুযায়ী, পিসিবির অন্দরমহলে ভারত ম্যাচ বয়কট সংক্রান্ত বিস্তর আলোচনা হয়েছে। তবে পাকিস্তান যদি টুর্নামেন্টে অংশ নেয়, তাহলে সূর্যকুমারদের বিরুদ্ধে না খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে দলের প্রথম দু'টি ম্যাচের ফল দেখার পর। ৭ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডস এবং ১০ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে মাঠে নামবে পাকিস্তান। সূত্রের দাবি, যদি এই দু'টি ম্যাচেই পাকিস্তান জেতে, তাহলে ভারত ম্যাচ বয়কটের সম্ভাবনা অনেকটা বেড়ে যাবে। তবে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িয়ে বড় আইনি ও আর্থিক ঝুঁকি। পিসিবির আইনি উপদেষ্টারা নকভিকে জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতীয় সম্প্রচারকারী জিওস্টার স্পোর্টসের সঙ্গে আইসিসির ২০২৭ সাল পর্যন্ত ৩ বিলিয়ন ডলারের সম্প্রচার চুক্তি রয়েছে। এই চুক্তির আয় সব সদস্য বোর্ডের মধ্যে বণ্টিত হয়ে থাকে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এই চুক্তির সবচেয়ে বড় রেভিনিউ ড্রাইভার। যদি পাকিস্তান ম্যাচ না খেলে বা বয়কট করে, তাহলে সম্প্রচারকারী আইসিসির বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আইসিসি পিসিবিকে নোটিস দেবে। আর তার প্রভাব পড়বে সব সদস্য দেশের বার্ষিক ফান্ডিংয়ে। একটি ম্যাচ না খেললে ক্ষতি শুধু পাকিস্তানের নয়-বিশ্ব ক্রিকেটব্যবস্থা তার ধাক্কা খেতে পারে।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতি খেলবে ভারতের দু'টি দল!

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারিঃ টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। তবে তার আগেই ২২ গজের যুদ্ধে নামতে চলেছে গতবারের দুই ফাইনালিস্ট। সেটাও বিশ্বকাপের মধ্যেই। ২০২৪ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। আবারও সেই দুই দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখতে চলেছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। বিশ্বকাপের ম্যাচ নয়, আসলে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে খেলবে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। মেগা টুর্নামেন্টে নামার আগে একটাই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন সূর্যকুমার যাদবরা। বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতেছে ভারত। ব্যাটে-বলে যথেষ্ট দাপট দেখিয়েছেন অভিষেক শর্মা-জশপ্রীত বুমরাহরা। সেই ফর্মই প্রস্তুতি ম্যাচে ধরে রাখতে চাইবে মেন ইন ব্লু। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি এই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা হবে নভি মুম্বইয়ের মাঠে। মজার ব্যাপার, প্রস্তুতি পর্বে ভারতের দু'টি দল খেলবে। একটা সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন সিনিয়র দল। অন্যটা ভারত 'এ' দল, যেখানে আয়ুষ বাদোনি-প্রিয়াংশ আর্যর মতো তরুণ মুখকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রস্তুতি পর্বে আমেরিকা এবং নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে ভারত 'এ' দল। অন্যদিকে, শেষ মুহূর্তে বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া স্কটল্যান্ডের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচ। আফগানিস্তান এবং নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে স্কটরা। বিশ্বকাপের আগে আলাদা করে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া। সবমিলিয়ে ১৫টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা হবে বিশ্বকাপের আগে। প্রায় তিন বছর ধরে টি-২০তে অপ্রতিরোধ্য ভারত। ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে শেষবার টি-২০ সিরিজ হেরেছিল মেন ইন ব্লু। তারপর ঘরে এসেছে বিশ্বকাপ। মার্কিন মুলুকে আয়োজিত টি-২০ বিশ্বকাপে মেন ইন ব্লু একটাও ম্যাচ হারেনি। এবার মেগা টুর্নামেন্টের ঠিক আগেই নিউজিল্যান্ডকে একেবারে দুরমুশ করেছেন অভিষেক শর্মারা। এই দুরন্ত ছন্দে থাকা ভারতীয় দলকেই ট্রফি জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসাবে ধরছে ক্রিকেটমহল।

মান বাঁচল নরহরির গোলে, নিয়মরক্ষার ম্যাচে আটকে গেল বাংলা

সংবাদ সংস্থা, গুয়াহাটি, ২৮ জানুয়ারিঃ সন্তোষ ট্রফিতে জয়ের হ্যাটট্রিকের পর একদিনের বিশ্রাম নিয়ে অসমের শালাপাথার ফুটবল স্টেডিয়ামে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে নেমেছিল বাংলা। আগের তিনটি ম্যাচ ঢাকুয়াখানা স্টেডিয়ামে খেলেছিল সঞ্জয় সেনের দল। ফলে বুধবারের ম্যাচ ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে। সেই মাঠেই টানা জয়ের পর নিয়মরক্ষার ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করল বঙ্গ ব্রিগেড। ইতিমধ্যেই কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে বাংলা। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে তামিলনাড়ুকে হালকাভাবে নিতে চাননি বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন। গত দুই ম্যাচের প্রতিপক্ষ নাগাল্যান্ড এবং রাজস্থান এরিয়াল বলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও, তামিলনাড়ু যে পাসিং ফুটবলে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য,

তা সঞ্জয় সেন আগেই বুঝে গিয়েছিলেন। ম্যাচে সেটাই দেখা যায়। দুই উইং দিয়ে মাঝেমাঝেই আক্রমণে উঠছিলেন বাংলার প্রতিপক্ষ। বাংলাও আক্রমণ শানিয়েছে। তবে প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য অবস্থায়। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দিল। তবে বিরতির পর শুরুতেই এগিয়ে যায় তামিলনাড়ু। এক্ষেত্রেও তাদের ডানপ্রান্তিক আক্রমণ দেখা যায়। নন্দাকুমার দূরপাল্লার শটে গোল করে যান। এরপর বেশ কিছুটা চাপে পড়ে যায় বাংলা। তবে হাল ছাড়েননি সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। সমতায় ফিরতে খেলার গিয়ার বদল করে তারা। তার ফলও পায় হাতেনাতে। ৮০ মিনিটে বহুযুদ্ধের সৈনিক নরহরি শ্রেষ্ঠা সমতায় ফেরান বাংলাকে। ৮৮ মিনিটে ফের সুযোগ পায় বাংলা। নরহরির ভলি অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৯১ মিনিটে সুযোগ এসে গিয়েছিল তামিলনাড়ুর কাছেও। শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলে ড্রয়ে শেষ হয় ম্যাচ। এই ড্রয়ের ফলে চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রইল বাংলা। ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে তামিলনাড়ু। ৩০ জানুয়ারি গ্রুপ পর্বের ম্যাচে বাংলার সামনে অসম।

সাক্ষাৎকারে দি মারিয়া

'মেসি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া এক জাদুকর, আর রোনাল্ডো পরিশ্রমী'

রোজারিও শহরের উত্তরে পেরদ্রিয়েল স্ট্রিট। খুবই সাধারণ এই রাস্তাটাই ছিল আনহেল দি মারিয়ার প্রথম খেলার মাঠ! ইটের টুকরা দিয়ে বানানো হতো গোলপোস্ট। সূর্য ডুবলেই খেলা শেষ। সেই রাস্তা দিয়েই ১৭ বছর পর ঘরের ছেলের ফেরার উৎসবটা হয়েছিল দেখার মতো। ব্যাগভর্তি স্বপ্ন নিয়ে যে কিশোর বেরিয়েছিল, সে ফিরেছে বিশ্বজয়ী তারকা হয়ে। ঝুলিতে বিশ্ব ফুটবলের প্রায় সব বড় ট্রফি। কিন্তু রয়ে গেছে সেই শিকড়ের টান, সেই একই বিনয়, একই মূল্যবোধ। বাবার সেই কঠিন শর্ত আজও তাঁর কানে বাজে, 'কয়েক মাস সময়, ফুটবলে কিছু করতে পারলে করো, না পারলে কয়লা তুলতে হবে আমার সঙ্গে।' 'কিছু করেই' রোজারিওতে ফিরেছেন আনহেল দি মারিয়া। আর্জেন্টিনাকে ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জেতানো কোচ প্রয়াত সিজার লুইস মেনোত্তি তাঁকে রেখেছিলেন মারাদোনা ও মেসির সারিতে। সেই 'এল ফিদেও' সম্প্রতি স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক এএসকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন রোজারিওর নিজের বাড়িতে বসে। সেই সাক্ষাৎকারটির বাংলায় ভাষান্তর দুরন্ত বার্তার পাঠকদের জন্য-

- **প্রশ্ন।** রোজারিওতে ফিরে আপনার তো একটা চক্র পূরণ হলো। নস্টালজিক লাগছে?
- **দি মারিয়া।** নস্টালজিয়া নয়, আমি আসলে আনন্দিত। আমার যে পথচলা, যে ক্যারিয়ার, সারা পৃথিবী ঘুরে দেখার সুযোগ-সবকিছুর জন্য আনন্দই অনুভব করছি।
- **প্রশ্ন।** ছয়টি ক্লাব, ১৪৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ, ৩৭টি ট্রফি। একের পর এক ফাইনালে গোল, শিরোপা এনে দেওয়া পারফরম্যান্স। বাস্তব কি স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গেছে?
- **দি মারিয়া।** পুরোপুরি। আমি কখনোই এমন কিছু কল্পনা করিনি। আমার স্বপ্ন ছিল, রোজারিও সেন্ট্রালের মূল দলে খেলা। এরপর যা হয়েছে, সবই ত্যাগ আর সুযোগ নেওয়ার গল্প। যতবার ট্রেন এসেছে, উঠেছি। সেই ট্রেনই আমাকে নিয়ে গেছে পৃথিবীর দারুণ দারুণ জায়গায়।
- **প্রশ্ন।** ঘরে ফিরে সবচেয়ে বড় ডার্বিতে নিউয়েলসের বিপক্ষে দুর্দান্ত গোল, তারপর শিরোপা। খেলোয়াড়ের চেয়ে নিজেকে নায়ক বেশি মনে হচ্ছে?
- **দি মারিয়া।** নিজের মানুষদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে পারাটা সম্মানের। সব সময় সবকিছু এত সুন্দরভাবে মেলে না। তাই সমর্থকদের, আমার ওপর বিশ্বাস রাখা মানুষদের এই আনন্দ দিতে পেরে খুব খুশি। ওরা আমাকে কখনোই বাইরের মানুষ মনে করেনি। মনে হয়েছে, আমি কখনো যাইনি। বাস্তব আমার প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিটা ম্যাচ উপভোগ করা, মাঠে আনন্দ পাওয়া-এটাই আমাকে সবকিছু জিততে সাহায্য করেছে।
- **প্রশ্ন।** আপনি খুব সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। এ জন্যই গর্বটা আরও বেশি, তাই না?
- **দি মারিয়া।** অবশ্যই। মা-বাবার কাছ থেকেই শিখেছি ত্যাগ, হাল না ছাড়া, থেমে না যাওয়া। অনেকবার দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছি। তবু ছাড়িনি। ছোটবেলায় যা শিখেছি, সেটাই করে গেছি।
- **প্রশ্ন।** আপনার বাবা তো কয়লা তোলার কাজ করতেন। শোনা যায়, ১৬ বছর বয়সে তিনি আপনাকে একটা চূড়ান্ত শর্ত দিয়েছিলেন। মনে পড়ে?
- **দি মারিয়া।** হ্যাঁ। সংসার চালাতে আমার সাহায্য দরকার ছিল বাবার। মা অনুরোধ করায় বাবা শেষ একটা সুযোগ দেন। বলেন, আরেকবার চেষ্টা করো। জানুয়ারিতে রোজারিও সেন্ট্রালের যুব দলের প্রাক্-মরসুম শুরু হলো। বছরের শেষেই আমার প্রথম বিভাগে অভিষেক হলো। সেখান থেকেই শুরু।
- **প্রশ্ন।** পেরদ্রিয়েল স্ট্রিট-যেটা আপনার শরীরেও ট্যাটু করা-আপনার কাছে এর মানে কী?
- **দি মারিয়া।** সবকিছু। ওখানেই তো ফুটবলের আনন্দ খুঁজে পাওয়া। খালি পায়ে খেলা আর ইটের গোলপোস্ট-এটাই তো আর্জেন্টাইনদের ফুটবল-সত্তা। আমরা যা ভালোবাসি, তা নিয়েই বাঁচতে চাই। রাস্তার সেই ফুটবলই আমার আত্মা।
- **প্রশ্ন।** ছোটবেলায় নাকি গোলকিপার হতে চেয়েছিলেন?
- **দি মারিয়া।** হ্যাঁ, ভালোই লাগত। কিন্তু আমার বাঁ পা হাতের চেয়ে শক্তিশালী ছিল। তাই গোলপোস্ট ছেড়ে সামনে চলে এলাম।
- **প্রশ্ন।** ৩৭টি ট্রফির মধ্যে কোনটা সবচেয়ে আনন্দের?
- **দি মারিয়া।** সব কটিই। আলাদা করে বেছে

নিতে পারি না। বিশ্বকাপের মতো কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রতিটাই একেকটা ত্যাগের পুরস্কার। কোনোটাকেই ছোট করে দেখতে পারি না।

- **প্রশ্ন।** বিশ্বকাপ, অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ, অলিম্পিক, কোপা আমেরিকা, চ্যাম্পিয়নস লিগ-কোনটা সবচেয়ে আবেগপ্রবণ করে?
- **দি মারিয়া।** ২০২১ সালের কোপা আমেরিকা। ২৮ বছর পর জাতীয় দলের শিরোপা। ওটা আমার জন্য সবকিছু বদলে দিয়েছিল। ক্লাবে ভালো করছিলাম, কিন্তু জাতীয় দলে হচ্ছিল না। এত ভার নিয়ে ব্রাজিলের বিপক্ষে ফাইনালে আমার গোল-ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলোর একটি।
- **প্রশ্ন।** মেসি ৩৮, মদরিচ ৪০, ক্রিস্টিয়ানো ৪১ ছোঁবেন-তাঁরাও বিশ্বকাপে যাচ্ছেন। আপনার ইচ্ছা করে না?
- **দি মারিয়া।** ইচ্ছা নেই, এমন নয়। তবে আমি মনে করি, আমার অধ্যায় শেষ। যা চেয়েছি, সব পেয়েছি। নতুন প্রজন্ম আসছে। কাতারের পরই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। বন্ধুরা রাজি করাল শেষ একটা কোপা আমেরিকা খেলতে। সিনেমার মতো শেষ হলো-চ্যাম্পিয়ন হয়ে। ওটা আমার সময় ছিল, এখন অন্যদের পালা।
- **প্রশ্ন।** লিসবনে খেলতে গিয়ে তিন বছরের মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদে। সেটা কি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল?
- **দি মারিয়া।** পর্তুগালে আমার তৃতীয় বছরে যখন ছন্দে ছিলাম, তখন ইউরোপের বড় ক্লাবগুলো থেকে প্রস্তাব আসতে শুরু করে। রিয়াল মাদ্রিদ যখন ডাকল, তখন না বলার প্রশ্নই আসে না। বিশ্বের সেরা ক্লাব। ক্লাব পর্যায়ে একজন খেলোয়াড় সর্বোচ্চ যেখানে পৌঁছাতে পারে, ওটাই ছিল সেই চূড়া।
- **প্রশ্ন।** জোসে মরিনিওর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?
- **দি মারিয়া।** মরিনিও আমার কাছে 'নম্বার ওয়ান'। কোচ হিসেবে এবং মানুষ হিসেবেও। ২০১০ বিশ্বকাপের পর আমার সময়টা ভালো যাচ্ছিল না, কিন্তু তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে আগলে রেখেছিলেন, আমি তাঁর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ।
- **প্রশ্ন।** বার্সেলোনার বিপক্ষে সেই উত্তপ্ত ক্লাসিকোগুলোর কথা মনে পড়ে?
- **দি মারিয়া।** অসাধারণ। প্রতিটি আলাদা। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর সবচেয়ে বেশি দেখা ম্যাচ-মাদ্রিদ বনাম বার্সা। বিশ্বমঞ্চে খেলতে ভালো লাগে। সেখানে আমি স্বচ্ছন্দ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র ছিল। অনেক কিছু হয়েছে। তবু এমন ম্যাচ খেলতে পারার আনন্দই আলাদা।
- **প্রশ্ন।** রিয়ালের লা দেসিমা (দশম চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি) জয়ে সবাই রামোসের গোলের কথা বলে, কিন্তু আপনি যে সেই ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন, সেটা অনেকেই মনে রাখে না।
- **দি মারিয়া।** গোল বা অ্যাসিস্টই তো লোকে মনে রাখে বেশি! তবে আমি কিছু মনে করি না। ক্লাবের ইতিহাসের ওই জয়ে অবদান রাখতে পেরেছি, এটাই আমার বড় তৃপ্তি।
- **প্রশ্ন।** মাদ্রিদ ছাড়ার কি কষ্ট আজও আছে?
- **দি মারিয়া।** হ্যাঁ। কারণ, আমি ছেড়ে যেতে চাইনি। রটেছিল যে আমি ক্রিস্টিয়ানোর (রোনাল্ডোর) সমান বেতন চেয়েছি, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার পর আমি বেশ খুশি ছিলাম। কোচ আনচেলত্তিও চেয়েছিলেন আমি থাকি। কিন্তু হামেস রদ্রিগেজ আসায় আমাকে দলবদলের বাজারে তোলা হলো। আমি শেষ দিন পর্যন্ত থাকতে চেয়েছিলাম। এমনকি সুপার কাপের পর আমাকে আর ডাকা হয়নি। কারণ, পর্দার আড়ালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমি তার কিছুই জানতাম না।
- **প্রশ্ন।** আনচেলত্তি আপনার পজিশন বদলে উইঙ্গার থেকে মিডফিল্ডার করে দিয়েছিলেন...
- **দি মারিয়া।** তিনি একজন দুর্দান্ত কোচ ও অসাধারণ মানুষ। আমার ক্লাব ছাড়ার গুঞ্জন যখন তুঙ্গে, তখন তিনিই বলেছিলেন যে আমার জন্য মাঠে তিনি জায়গা খুঁজে নেবেন। ওসাসুনার বিপক্ষে তিনি আমাকে মাঝমাঠে নামালেন, আমি গোল করলাম। এরপর থেকেই সব বদলে গেল।
- **প্রশ্ন।** মেসি না রোনাল্ডো-কে সেরা?
- **দি মারিয়া।** রোনাল্ডো এক নম্বর হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম আর চেষ্টা করেছে। কিন্তু মেসির ব্যাপারটা আলাদা। ও হয়তো ড্রেসিংরুমে বসে আয়েশ করে মাতে (আর্জেন্টাইন চা) খাচ্ছে, কিন্তু মাঠে নামার পর ও বুঝিয়ে দেয় যে সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া এক জাদুকর। পরিশ্রম দিয়ে হয়তো সেরা হওয়া যায়, কিন্তু মেসি যেটা করে সেটা স্রেফ প্রতিভা।
- **প্রশ্ন।** সিজার লুইস মেনোত্তি আপনাকে মেসি-মারাদোনার সারিজে রাখতেন...
- **দি মারিয়া।** দারুণ প্রশংসা। কিন্তু বাস্তব নয়। ওরা অন্য জগতের।
- **প্রশ্ন।** মারাদোনার কাছ থেকে কী শিখেছেন?
- **দি মারিয়া।** অনেক কিছু। দিয়েগো সব সময় বলতেন-মাঠটাকে নিজের বাড়ির আঙিনা মনে করবে। তাহলে আর কোনো চাপ থাকবে না। এ কথাটা আমাকে খুব শান্ত রাখত। তিনি বলতেন, মাঠে নেমে নিজের সেরাটা দাও এবং খেলাটা উপভোগ করো।
- **প্রশ্ন।** অবসরের পর কী পরিকল্পনা? আপনাকে কি ডাগআউটে দেখা যাবে?
- **দি মারিয়া।** অবশ্যই। লিয়ান্দ্রো পারেদেস আর আমি মিলে একটা জুটি গড়ার কথা ভাবছি। ও অবসর নেওয়ার পর আমরা কোচিং শুরু করব।
- **প্রশ্ন।** আপনি কি মরিনিওর মতো কোচ হতে চান?
- **দি মারিয়া।** আমি নিজের মতো হতে চাই। খেলোয়াড় হিসেবেও যেমন কারও অনুকরণ করিনি, কোচ হিসেবেও আমি নিজের দর্শন কাজে লাগাতে চাই।

'ফেভারিট' তকমা দিয়েও বিশ্বকাপের আগে টিম ইন্ডিয়াকে 'সতর্ক' করলেন দ্রাবিড়

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু,২৮ জানুয়ারিঃ কাগজে-কলমে ভারত-ই এগিয়ে। ফর্ম, গভীরতা, আত্মবিশ্বাস-সব দিক থেকে। তবু বিশ্বকাপের আগে অতিরিক্ত নিশ্চিন্ত হতে নারাজ রাহুল দ্রাবিড়। প্রাক্তন ভারতীয় হেড কোচের স্পষ্ট বার্তা-টি-২০ বিশ্বকাপে একটা খারাপ দিন সব হিসেব উল্টে দিতে পারে। একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দ্রাবিড় স্বীকার করেছেন, টিম ইন্ডিয়া এই মুহূর্তে টুর্নামেন্টের ফেভারিটদের মধ্যে থাকবে। তাঁর কথায়, ভারত সেমিফাইনালে পৌঁছনোর দৌড়ে এগিয়ে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। দ্রাবিড়ের সতর্কতা নকআউট ক্রিকেটের ধরন-ধারন নিয়ে। 'ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২৩ ফাইনালের অভিজ্ঞতা থেকে আমি শিখেছি-সেরা দল মানে সবসময় জিতবে, এমন নয়। ওই বিশেষ দিনে যে দল ভালো খেলবে, ফল তার পক্ষে যাবে!' বলেন তিনি। তাঁর মতে, টি-২০-র মতো ফরম্যাটে একজন ব্যাটার বা বোলারের এক ঝলক পারফরম্যান্স গোটা ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। তাই যত শক্তিশালী টিম হোক, 'একটা খারাপ দিন সব কিছু নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট!' রাহুল দ্রাবিড়ের কোচিং পর্বে ভারতের সাদা বলের ক্রিকেটে যে বড়সড় রূপান্তর হয়েছে, তা অস্বীকারের জায়গা নেই। রোহিত শর্মার সঙ্গে তাঁর জুটিতেই বদলেছে মানসিকতা। ধীরে খেলার বদলে আক্রমণাত্মক শুরু, ঝুঁকি নেওয়ার সাহস-এই দর্শনটা ব্যক্তিগত রেকর্ডের তোয়াক্কা না করে দলের জন্য টেম্পো সেট করা-এটাই একজন নেতার বড় গুণ!'' মন্তব্য প্রাক্তন হেডকোচের। বর্তমানে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ভারতীয় টি-২০ দল আবার নিয়মিত ২২০-এর বেশি রান তুলছে। বিশ্বকাপে নামবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে।

পেয়েছে প্রতিষ্ঠা। দ্রাবিড় নিজেও তাতে একমত। স্বীকার করেছেন, একসময় ভারত সাদা বলের ক্রিকেটে পিছিয়ে পড়ছিল। রান রেট বাড়ছিল, অন্য দলগুলো বেশি ঝুঁকি নিচ্ছিল। ভারতকে মানিয়ে নিতে হচ্ছিল। সেই জায়গায় রোহিত নেতৃত্ব দিয়ে সামনে থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ''নিজের গড় বা ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু। তবু দ্রাবিড়ের বক্তব্যে আত্মতৃপ্তির জায়গা নেই। তাঁর মতে, ধারাবাহিক ভালো খেলা জরুরি, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি। চাপের মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, স্নায়ুর জোর-এই বিষয়গুলোই শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জয়ের ফারাক গড়ে দেয়।

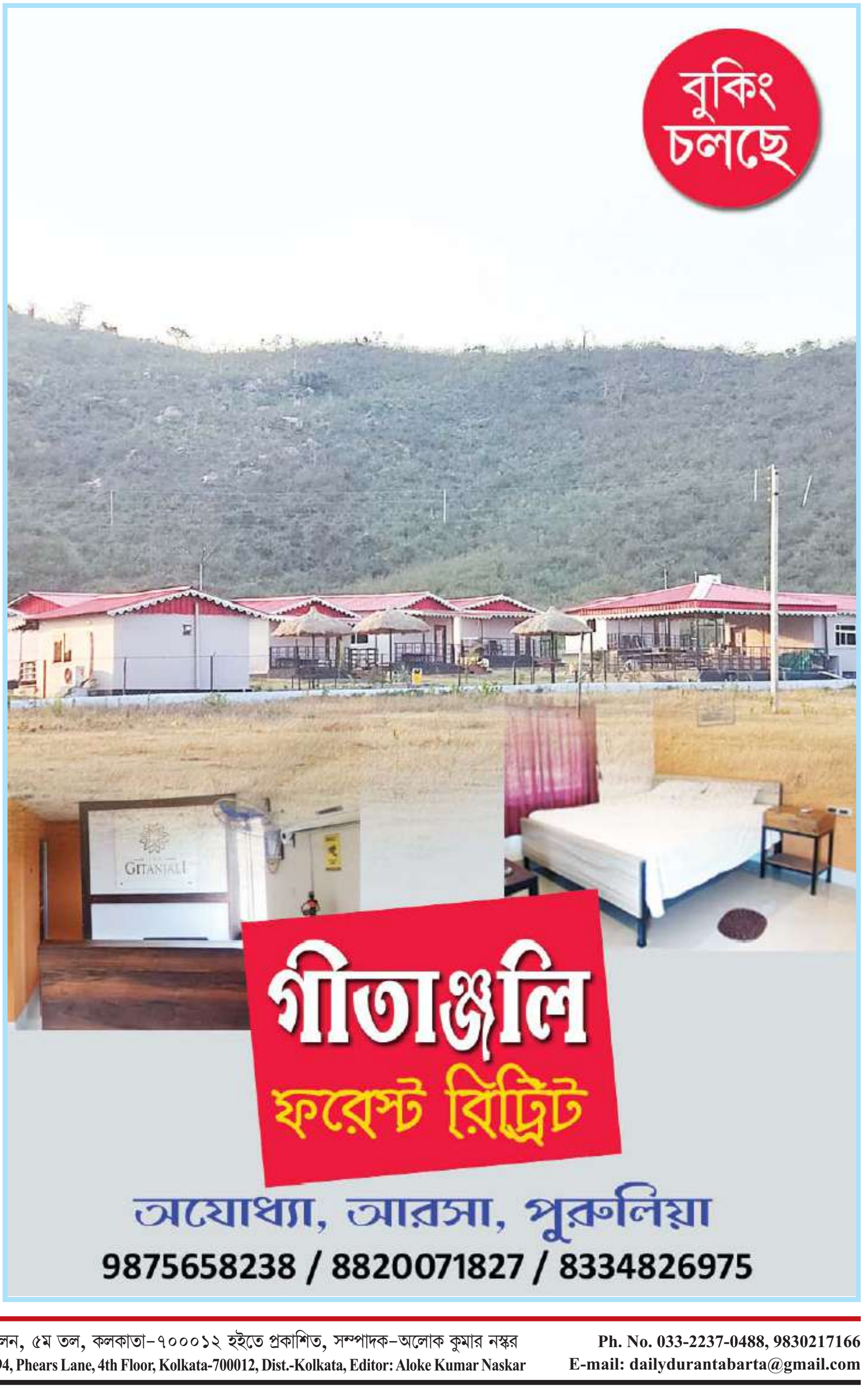

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com